কলিকাতা, ৪ নং উইলিয়মস্ লেন

[illegible] দাস যন্ত্রে

শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# ভারতের শিক্ষিত মহিলা।

দর্শনশাস্ত্রে গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, বারাণসী গভর্ণমেণ্ট কলেজের সংস্কৃত বিভাগের "রাণী মধুমতী দার্শনিক বৃত্তি" ও "মহারাণী স্বর্ণময়ী দার্শনিক পারিতোষিক" প্রাপ্ত এবং উক্ত কলেজের ইংরাজী-সংস্কৃত বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সিনিয়র শ্রেণীস্থ ছাত্র, কলিকাতাস্থ সাহিত্য সভার সহযোগী সম্পাদক এবং মহাকালী পাঠশালা, তালতলা হাই স্কুল ও অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতির কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতির সদস্য, কলিকাতা বিশপ্‌স্ কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক, সংস্কৃত-রঞ্জিকা, "দি ষ্টডি অব্ দিগীতা" প্রভৃতি-প্রণেতা

**শ্রীহরিদেব শাস্ত্রী**

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩১৭ সাল।

মূল্য এক টাকা মাত্র।

সাহিত্য পরিষদের সভাপতি, কলিকাতা হাইকোর্টের

ভূতপূর্ব্ব জজ, তেজস্বী, বিনয়ী, বিখ্যাত মহাবিদ্বান

শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র এম, এ,

বি, এল, মহোদয় কর্ত্তৃক লিখিত

# ভূমিকা।

ভারত-দুহিতৃগণের অধিকাংশই অশিক্ষিতা, শিক্ষিতা-দিগের মধ্যেও অধিকাংশই নামমাত্র শিক্ষিতা; উচ্চ শিক্ষিতা নাই বলিলেও হয়। আজকাল ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যাবত্তার জন্য উপাধি পাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা বিলাতী রকমের, সে উচ্চ শ্রেণীর শি[illegible]া, দীন ভারতবর্ষের উপ-যোগী বলিয়া মনে হয় না। আমরা চাই মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের উপযোগী উচ্চ শিক্ষা। ইউরোপ স্ত্রীলোকদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন, যে প্রণালীতে তাঁহাদের অশন বসন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের চারুতা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা দীন ভারতবর্ষ সহজে সংকুলান করিতে পারিবে না। সে প্রকার স্ত্রীশিক্ষা ভারতবর্ষে আদরণীয় হইতে পারে না। আমরা চাইঃ—উচ্চ শিক্ষিতা স্ত্রীলোক; কিন্তু ইউরোপীয় ঢংয়ের শিক্ষিতা নহে।

প্রিয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়

স্বদেশী বুদ্ধিমতী ও বিদুষী স্ত্রীলোকদিগের বৃত্তান্ত.........স্ব গ্রন্থে নিবেশিত করিয়া ভারত-দুহিতৃ-শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনধান্যসমন্বিতা॥"

ইহাই শাস্ত্রকারগণের উক্তি, অথচ বঙ্গদেশে একটি মহা কুসংস্কার ছিল যে—"স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিলে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে।" এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথার যে কোন প্রকার ভিত্তিই নাই, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সহস্র সহস্র বালিকা লেখাপড়া শিখিয়াছে; রীতিমত শিক্ষিতা না হইলেও তাহারা বৈধব্য দোষে আক্রান্ত হইতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সে সংস্কার দূরীভূত হইয়াছে। সুসভ্যদেশ ভারতবর্ষেই যে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যা ও জ্ঞানের নিমিত্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন,—তাঁহারা যে, বিদ্যা-উপার্জ্জনহেতু ভর্ত্তৃ-বিনাশের কারণ হন নাই, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা বিশদরূপে দেখাইয়াছেন। স্ত্রীলোকের বিদ্যাবত্তার যে সবিশেষ আদর ছিল, বিদ্যাই যে তাঁহাদের গৌরবের কারণ ছিল, তাহা আত্রেয়ী, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর আখ্যানে বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ কত শত ঋষিপত্নী ও ঋষিকন্যা সুশিক্ষিতা ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না হইয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশে অনেকেরই এই সংস্কার যে, সুপ্রসিদ্ধ "লীলাবতী", প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ ভাস্করাচার্য্যের পুত্রী ছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, এই সংস্কারটি ভ্রমাত্মক। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের পত্নী ছিলেন; কিন্তু তিনি যে সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। তিনি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া পারদর্শিনী ছিলেন, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তিনি তৎকালের "মিস্ ফসেট" ছিলেন। খনার নাম ও খনার বচন সর্ব্বত্রই বহু-কালাবধি পরিজ্ঞাত। একটি প্রবাদ আছে যে, খনা বিধবা হইয়া ছিলেন, কিন্তু সে প্রবাদের কোনও ভিত্তিই নাই; শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি প্রবাদ-ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

যৎকালে ভারতবর্ষে গৌতমবুদ্ধ-প্রদর্শিত ধর্ম্মকর্ম্ম হিমগিরির পাদদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তখন হিন্দু মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ সম্যক আদরণীয় ছিল। মালিনী, কামন্দকী ও সৌদামিনীর নাম বৌদ্ধ-জগতে এখনও সুবিখ্যাত। তাঁহারা জ্ঞান-তৃষ্ণা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের জ্বলন্ত প্রতিমা। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত-ধর্ম্মমার্গ সমূহের অন্যতম। ইহা অহিন্দু ধর্ম্ম ছিল না; বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের আচার, ব্যবহার, শিক্ষা প্রভৃতি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানিগণ হইতে পৃথক ছিল না। অনেকে মনে করেন যে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিনটী

পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম, সে কথা সম্পূর্ণ অমূলক। শিক্ষিতা বৌদ্ধনারীও হিন্দুকুলনারী ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল।

"মণ্ডন মিশ্রে"র গৃহলক্ষ্মী "উভয় ভারতী" অদ্বিতীয়া যশস্বিনী ছিলেন।

নব্য ভারতেও অনেক শিক্ষিতা নারী গৌরবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। বর্ত্তমান কালেও যে, শিক্ষার আদর ছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্তে স্পষ্ট দেখা যায়। নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা "রাণী ভবানীর" নাম "নবীনচন্দ্র" তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধে" চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া অহল্যাবাই কেবল কীর্ত্তিমতী ছিলেন না, প্রত্যুত জ্ঞানবতী ও বিদুষী ছিলেন।

শক্তিরূপিণী আর্য্য নারীজাতির সুসভ্য ভারতে কিরূপ আদর ছিল, শাস্ত্রী মহাশয় তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। আমরা যে কেবল পিতার প্রতিই ভক্তি দেখাই না, কিন্তু মাতার প্রতিও ভক্তি দেখাই এবং মাতাই যে আমাদের পরমারাধ্যা দেবতা, শক্তিপূজাতেই তাহা প্রকাশিত। শাস্ত্রবচনও আছে;—"গর্ভধারণ পোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী।" অর্থাৎ দশ মাস গর্ভে ধারণ ও শৈশবে পোষণ করেন বলিয়া মাতা, পিতা হইতেও গরীয়সী। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। অর্থাৎ জননী

ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। কুমারীপূজাও স্ত্রীজাতির প্রতি আদরের দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রী মহাশয় বহু গ্রন্থ হইতে বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির আদর অন্য দেশের স্ত্রীজাতির প্রতি আদরাপেক্ষা কিছুমাত্রও ন্যূন ছিল না, বরং বেশি ছিল।

তিনি দেখাইয়াছেন ঃ—যে সংসারে স্ত্রীলোকের আদর নাই, সে সংসার হতশ্রী। গৃহিণী না থাকিলে বা সম্যক আদৃতা না হইলে, গৃহের অস্তিত্বই থাকে না। "* * * * গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" সুসভ্য ইউরোপে বা আমেরিকায় স্ত্রীজাতির আদর আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে তাঁহাদের কেবল মাত্র আদর ছিল না, কিন্তু সেই আদরের সহিত ভক্তি ও পূজা মিশ্রিত হইত। ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিতে দেবতার অংশ—মহাশক্তির অংশ দেখিতে পাইতেন।

আমার জীবনের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে "নবনারী" পড়িয়াছিলাম। সেখানি সে কালের উপযুক্ত স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক ছিল। "সুশীলার উপাখ্যান" নামক একখানি উপন্যাস পুস্তকও তৎকালে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি ঐরূপ পুস্তক হইতে অনেকাংশে উত্তম। কারণ ইহাতে আর্য্য নারীদিগের আচার ব্যবহার রীতিনীতি

সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় উত্তমোত্তম কথা আছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি সুন্দর স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক হইয়াছে। আশা করি প্রত্যেক হিন্দুর বাটীতে এই পুস্তকখানি কুল-মহিলাদিগের সুপাঠ্য হইবে এবং "মহাকালী পাঠশালা" ও তাহার শাখা বিদ্যালয়সমূহে ইহার কতক কতক অংশ নিম্নশ্রেণীতে এবং কোন কোন অংশ উচ্চ শ্রেণীতে বালিকাগণের অবশ্য পাঠ্য হইবে। এই পুস্তকখানি যে কেবল স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য তাহা নহে, যুবকগণ এইরূপ পুস্তক পাঠ করিলে স্ব স্ব গৃহের মহিলাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই রূপ উত্তম একখানি পুস্তক লিখিয়া হিন্দুসমাজে একটী প্রধান অভাব দূর করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পুস্তকখানি বঙ্গসাহিত্য-উদ্যানের একটী নূতন সুরভি পুষ্প।

ইহার সৌরভে পাঠক পাঠিকাগণ যথেষ্ট আমোদিত ও উপকৃত হইবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

# গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজি ও বঙ্গ ভাষায় বক্তৃতা শিক্ষার জন্যে কাশীধামস্থ "বাঙ্গালী টোলা হাই স্কুলে" একটি সভা স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সভায় "প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকের আচার ব্যবহার" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার ভার একদা আমার উপরে অর্পিত হইয়াছিল। তথায় আমি এই বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। এই সভার কার্য্য তদানীং সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত। কয়েক বৎসর হইল, আমি কলিকাতাস্থ "সাহিত্য সভায়" "ভারতের বৌদ্ধ মহিলা" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধটি "হিতবাদী"তে ধারাবাহিক ক্রমে বাহির হইয়াছিল। "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রেও ইহার কিঞ্চিৎ ইংরাজি অনুবাদ বাহির হইয়াছিল। তৎকাল হইতে অদ্য অবধি আমি উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে উপাদান-সংগ্রহে বিরত হই নাই। অস্ম-দ্দেশের সনাতন বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ও মনুপ্রভৃতির স্মার্ত্তধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারে বর্ত্তমান যুগের হিন্দু বালিকা-দিগকে আচার ব্যবহার রীতি নীতি ব্রত পূজা এবং বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্যে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আমি বহুকাল হইতে উপলব্ধি করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ঈদৃশ বিদ্যালয় স্থাপনে প্রভূত ব্যয়ের প্রয়োজন। সৌভাগ্য ক্রমে ১৮৯২

খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয়া বিদুষী মহারাণী ৺ মাতাজী মহোদয়া, কাশিমবাজারের মহারাণী ৺ স্বর্ণময়ী মহোদয়ার কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটে শুভক্ষণে এই বিষয়ে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন "বহুৎ আচ্ছা বাৎ, মহারাণী স্বর্ণময়ী কো নিবেদন করনা উচিত"। তিনি ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়াকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিলেন। এই বিষয়ে ৺ মাতাজী মহোদয়ার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া, ৺ মাতাজী মহারাণী মহোদয়াকে ও আমাকে মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার ভগিনী-সুত এবং তৎকালীন সুযোগ্য দেওয়ান, কল্যাণভাজন শ্রীমান শ্রীনাথ পাল বি, এ, রায় বাহাদুর মহাশয়, যেরূপ রাজভোগে ও মহাযত্নের সহিত আমাদিগকে মুর্শিদাবাদে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি কখনই বিলুপ্ত হইবে না। বিখ্যাত দানশীলা ৺ মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ঈদৃশ বিদ্যালয়ের সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। এবং মাননীয় কৃতবিদ্য সাহিত্যানুরাগী আশীর্ব্বাদ্য শ্রীমান মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর অদ্যাপি "মহাকালী পাঠশালার" ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উক্ত সাহায্য দান করিয়া আসিতেছেন। দ্বারবঙ্গাধিপতি মহারাজ বাহাদুর যথোপযুক্ত সাহায্য না

করিলে এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব এতদিনে বিলুপ্ত হইত। ঈদৃশী পাঠশালার উপযোগী একখানি পুস্তক লিখিবার জন্য ৺ মহারাণী মাতাজী মহোদয়া আমাকে আদেশ করিলেন। আমি কাশিমবাজারস্থ রাজবাটীর উপযুক্ত সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া "সংস্কৃতরঞ্জিকা" নাম্নী একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলাম। ঐ পুস্তিকার দুইটি মাত্র সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু যাদৃশ উপাদান সংগ্রহ করিয়া ঈদৃশ একখানি পুস্তক লিখিব মনে করিয়াছিলাম, সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন। কোন্ কোন্ গ্রন্থে স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কি কি বিষয় লিখিত আছে, তাহা জানিতে হইলে সেই সেই গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে না পড়িলে চলে না।

কোন কোন গ্রন্থ সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করিয়া সামান্য মাত্র উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এইজন্য অনেক সময় লাগিয়াছে। কিন্তু তথাপি—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্য অবধি উপাদান সংগ্রহে বিরত হই নাই। আমার এই উপাদান-সংগ্রহ বিষয়ে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি বিখ্যাত বিদ্বান তেজস্বী বিনয়ী কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ

কল্যাণভাজন শ্রীমান সারদাচরণ মিত্র, এম, এ, বি, এল, মহাশয়। "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব," কঠোর অধ্যবসায়ী, আশী-র্ব্বাদ্য, "বিশ্বকোষ"-প্রণেতা শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। কলিকাতা হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রধান ব্যারিষ্টার, গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রপারদর্শী, আমার দর্শনশাস্ত্রাধ্যায়ী ছাত্র শ্রীমান ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী এম্, এ.। মহামহো-পাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম্ এ,। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী। বরোদার মহারাজার স্বর্গীয় সুযোগ্য দেওয়ান ৺ রমেশচন্দ্র দত্ত, আই, সি, এস, সি, আই, ই, মহোদয়। নবদ্বীপের পঞ্জিকাকার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়, এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই মহাশয়। খনার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব জানিবার জন্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষা-র্ণব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। এমন কি, কাশীর মহারাজার অন্যতম সভাসদ "বারাণসী পঞ্জিকা"কার মূর্ত্তিমান জ্যোতিষ-শাস্ত্র, আমার দ্বিতীয় পিতৃব্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও, কয়েকটি প্রবাদ ছাড়া কোনরূপ ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত নহেন। কোন কোন বঙ্গীয় উপন্যাস লেখক, খনাকে বরাহের পুত্রবধূ ও মিহিরের স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পূজ্য-

পাদ পিতৃব্য মহোদয় (সেজকাকা) এবং নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব মহাশয়, মদুক্ত এই বিচিত্র উপন্যাসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, "রাত্রে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইবার নিমিত্ত মুখে ঐরূপ গল্প বলা চলে, কিন্তু হাতে কলমে একটি বৈ লিখিতে গেলে ঐরূপ ভ্রমোৎপাদক কথা লেখা ঠিক নয়, আর তা ছাড়া, আধুনিক উপন্যাস গ্রন্থে খনার সম্বন্ধে অনেক অসংলগ্ন কথা দৃষ্ট হয়। বরাহ ও মিহির এই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন লোক নয়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী প্রাসাদস্থ রাজসভার অষ্টম রত্ন-পণ্ডিতের নাম বরাহমিহির। রাজসভার নয়টি পণ্ডিত—নয়টি রত্ন নামে বিখ্যাত।

যথাঃ—ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু

বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং

রত্নানি বৈ বররুচি র্নববিক্রমস্য॥

অর্থাৎ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় ধন্বন্তরি (১), ক্ষপণক (২), অমরসিংহ (৩), শঙ্কু (৪), বেতালভট্ট (৫), ঘটকর্পর (৬), কালিদাস (৭), বরাহমিহির (৮) এবং বররুচি এই ৯টি পণ্ডিতকে সর্ব্বদেশে সকলেই নবরত্ন বলিয়া জানে। বরাহ আচার্য্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ ছিলেন বলিয়া "মিহির" অর্থাৎ সূর্য্য এই

উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বরাহ ও মিহির যদি দুইটি লোক হয়, তাহা হইলে দশটি ১০ রত্ন হইয়া পড়ে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নই বিশ্ববিখ্যাত, দশ রত্নের কথা কেহ জানেও না বলেও না। উপন্যাসের উপরে নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক পুস্তক লেখা কোন প্রকারেই উচিত নয়। সেই জন্য খনার সম্বন্ধে কিছুই লিখিতে পারি নাই। আমার এই পুস্তকে আমি যাহা যাহা লিখিয়াছি, নিজ মতানুসারে তাহার কিছুই লিখি নাই। বেদাদি শাস্ত্রে যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বঙ্গ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি মাত্র। সুতরাং এই পুস্তক পাঠ করিয়া, এই পুস্তকের কোন একটি অংশ যদি কোন পাঠক বা পাঠিকার ভাল না লাগে, তাহা হইলে আমি তজ্জন্য কোন মতেই দায়ী হইব না। যে সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছি, সেই সকল প্রমাণই তজ্জন্য দায়ী হইবে। বৌদ্ধমহিলাদিগের মধ্যে সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রার জীবনচরিত লিখিবার জন্য বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু নানাবিধ কারণে এ সংস্করণে তাহা লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। কলিকাতার লাট্ পাদরি অর্থাৎ লর্ড্ বিশপ্ মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন। তিনি সিংহল দ্বীপে যখন পূর্ব্বে লর্ড্ বিশপ্ ছিলেন, সেই সময়ে তিনি

বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক এক খানি সুবৃহৎ গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে তিনি সংঘমিত্রার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে যখন যে পুস্তক খানি চাহিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পুস্তকখানি আল্‌মারি হইতে বাহির করিয়া দিয়া আমার বড়ই উপকার করিয়াছেন। নানাসদ্‌গুণসম্পন্ন, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একাধার, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ সুবিচারক জজ, আমার সংস্কৃতাধ্যায়ী ছাত্র, অনরেবল্‌ মিষ্টার্‌ জষ্টিস্‌ জে, উড্‌রফ্‌ মহাশয়, এই পুস্তকখানির ইংরাজি অনুবাদ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন. এবং উহার মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়ভার তিনি স্বয়ংই গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। এই সংস্করণে বিশেষরূপে প্রুফ্‌ সংশোধনে নানাবিধ অসুবিধা বশতঃ স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। আগামী সংস্করণে সেইগুলি সংশোধন করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল।

১২।৫ ডক্টর্স্‌ লেন,
তালতলা, কলিকাতা। } শ্রীহরিদেব শর্ম্মা।

# সূচীপত্র।

সর্ব্বকালেই নিষিদ্ধ। ১৮। গৃহোপকরণ বস্তুগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা এবং গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৮—১৯। স্বামীর হিতেরতা নারী ইহলোকে ও পরলোকে সুকীর্ত্তি লাভ করে। ১৯। স্ত্রীজাতিকে খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার দানে সদা সন্তুষ্ট রাখা ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, দেবর, জ্ঞাতিবর্গ, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সমুচিত কার্য্য।১৯। সামর্থ্যাভাবে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট রাখা অতীব কর্ত্তব্য, গৃহিণীই গৃহস্থাশ্রমের মূল দেবতা। ২০। পতির স্ত্রৈণতা হেতু স্ত্রীর যথেচ্ছাচারের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অতি নিষিদ্ধ। ২০। পতির অনুকূলা মধুরভাষিণী নারী মানুষী নয় কিন্তু দেবতা। ২১। যাহার স্ত্রী প্রতিকূলা ও অবশ্যা, তাহার ইহলোকেই নরক ভোগ হয়। ২১। দরিদ্র ও রোগার্ত্ত পতির অবজ্ঞাকারিণী পত্নী, জন্মান্তরে কুকুরী ও গৃধ্রী হয়। ২২। ভর্ত্তৃবাক্য পালনই স্ত্রীর পরম তপস্যা। ২৩। কাপুরুষ দরিদ্র পতিকে অবজ্ঞা করা স্ত্রীর অতীব নিষিদ্ধ কার্য্য। ২৩। পাতিব্রত্য ছাড়া স্ত্রীর গঙ্গাস্নান তীর্থদর্শন প্রভৃতি অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। ২৩। পতির কথা না শুনিয়া ব্রত উপবাসাদি করিলে স্ত্রীর নরকে গমন হয়। ২৪। গৃহে তণ্ডুল ঘৃত লবণ তৈল কাষ্ঠাদি বস্তু ফুরাইয়া যাইবার অন্ততঃ এক দিন পূর্ব্বে গৃহিণী, পতিকে অভাবটি জানাইবে, এবং গৃহিণী সর্ব্বদা "নেই নেই" শব্দ উচ্চারণ করিবে না। ২৪—২৫। পতির সম্বোধনে কর্কশ-উত্তর-দায়িনী পত্নী জন্মান্তরে শৃগালী হয়। ২৫। ভর্ত্তৃ-চরণ-বন্দনাই পত্নীর একমাত্র ধর্ম্ম। ২৫। গুরুজন নীচাসনে বসিলে উচ্চাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ। ২৬। পতিপরিত্যাগিনী নারী জন্মান্তরে উলুকী (পেঁচা) হয়। ২৬। পতির দৃষ্টির অন্তরালে পর-পুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে স্ত্রী, জন্মান্তরে কাণা, কুৎসিতমুখী

কুরূপা ও কেকরাক্ষী (টেরা চোখো) হয়। ২৭। পতিকে না দিয়া গোপনে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করিলে স্ত্রী, জন্মান্তরে গ্রাম্য শূকরী হয়। ২৭। পতিসেবার রীতি ও নীতি। ২৮। পতি-সেবা। ২৯। সাধ্বীর লক্ষণ। ভারতের আর্য্য নারী অসূর্য্যম্পশ্যা। ২৯। আর্য্য-নারীর গৃহকৃত্য-নীতি। ৩০—৩১। আর্য্যনারীর উচ্চৈঃস্বরে, কর্কশ-স্বরে কথা কহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ৩১—৩২। গৃহিণীর অতিব্যয়শীলতা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ৩২। অন্যত্র সুখে স্বচ্ছন্দে বাসকরা অপেক্ষা পতিকুলে কষ্টকর দাস্যবৃত্তিও ভাল। ৩৩—৩৪। "সধবা হইলে নাম লিখিবার সময় শ্রীমতী অমুকী দেবী বা দাসী এইরূপ লিখিতে হয় এবং বিধবা হইলে শ্রীমত্যা দেব্যাঃ বা দাস্যা এইরূপ লেখা উচিত" এই অদ্ভুত ভ্রম সংশোধন। পুরুষের পক্ষে "শর্ম্মা" ও "শর্ম্মণঃ" লেখার ভ্রম সংশোধন। ৩৫—৩৮।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণ। ৩৮—৪৬। আর্য্যনারী কামন্দকীর বিদ্যাবত্তা। ৪৭—৫০। ব্রহ্মচারিণী আত্রেয়ীর বিদ্যোপার্জ্জনে উৎকট পরিশ্রম স্বীকার এবং কঠোর অধ্যবসায়। ৫০—৫৮। সুলভা। ৫৮—৬০। শবরী। ৬০—৬৮। মন্ত্রশাস্ত্র পারদর্শিনী হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিণী রাজ্ঞী কৌশল্যা এবং তারা। ৬৪—৬৪। স্ত্রীলোকের বেদপাঠে অধিকার ত সামান্য কথা, ভারতীয় আর্য্যনারীর সংকলিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া কতশত পুরুষ মহর্ষি পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছেন, কৃতকৃত্য হইয়াছেন অত্রিগোত্রজা ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা এবং তাঁহার সংকলিত বৈদিক মন্ত্রগুলি ও তাহার অর্থ। ৬৫—৬৭। ব্রহ্মবাদিনী ঘোষা এবং তাঁহার সংকলিত বৈদিক মন্ত্রগুলি। ৬৮—৭৬।

ব্রহ্মবাদিনী সূর্য্যা এবং তাঁহার সংকলিত বৈদিক মন্ত্রগুলি

অর্থ। ৭৬—৮৪। পুরূরবার পত্নী উর্ব্বসী এবং মুদ্গলঋষির পত্নী রথারূঢ়া যোদ্ধ্রী ইন্দ্রসেনা। ৮৪—৮৬।

সরমা এবং গোধন রক্ষার জন্য তাঁহার বীরত্বসূচক মন্ত্রগুলির অর্থ। ৮৫—৮৬।

বৃহস্পতির ভার্য্যা জুহু এবং আর্য্যমহিলা ইন্দ্রাণী ও তাঁহার সংকলিত বহুবিবাহ নিষেধসূচক বৈদিক মন্ত্রার্থ। আর্য্যমহিলা শচী ও তাঁহার সংকলিত সপত্নী-উচ্ছেদসূচক বৈদিক মন্ত্রার্থ। ৮৬—৮৭।

ব্রহ্মবাদিনী গোধা ও তাঁহার সংকলিত মন্ত্রের অর্থ। ব্রহ্মবাদিনী যমী। ৮৭। সার্পরাজ্ঞী। ৮৯। ব্রহ্মবাদিনী শ্রদ্ধা এবং লোপামুদ্রা ও তাঁহার সংকলিত মন্ত্রের অর্থ। ৯০। শশ্বতী। ৯১।

বধ্রিমতী। পতি ও পত্নী একত্র মিলিত হইয়া হোম করিতে পারে। ৯২—৯৪। বৈদিকযুগে স্ত্রীলোক সৈনিকের কার্য্যও করিয়াছে। ৯৪—৯৫। শশীয়সী। ৯৫। পত্নীও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রের প্রমাণ। ৯৬।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় শূদ্র এবং অতি শূদ্র অস্পৃশ্য-জন চণ্ডালাদি জাতিরও বেদোপদেশ শ্রবণে অধিকার আছে, এই বিষয়ে যজুর্ব্বেদের প্রমাণ। ৯৬—৯৮। অথর্ব্ববেদের প্রমাণ এবং মহাভারতের প্রমাণ। ৯৮।

শূদ্রের ব্রহ্মচর্য্য এবং শূদ্রজাতীয় দাসীর সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণে লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রের প্রমাণ। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও বিদ্যাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠানে সমান অধিকার, এই বিষয়ে মীমাংসা দর্শনের প্রমাণ। ৯৯—১০১। স্ত্রীলোকের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের

# ভারতের শিক্ষিতমহিলা।

সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অতি প্রাচীন কালে ভারতের আর্য্য মহিলাজাতির আচার-ব্যবহার-শিক্ষা-দীক্ষা-রীতি ও নীতি যে, উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র পুরাণ ইতিহাস বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ ও দর্শনশাস্ত্রের পঠন পাঠন প্রথা অস্মদ্দেশে প্রায়শঃ বিলুপ্ত হওয়াতে আমাদের হৃদয়ে নানাবিধ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। যে সমস্ত শাস্ত্রে আর্য্য মহিলাগণের ইতিবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত শাস্ত্রের সম্যক্‌রূপে আলোচনা এদেশে না থাকাতেই ভারতীয় আর্য্য মহিলাদিগের শিক্ষা বিষয়ে অনেকেরই ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্য মহিলা জাতি, পবিত্র আচার-ব্যবহার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-সৌভাগ্য-সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণ সময়েও ভারতীয় মহিলার অপূর্ব্ব

বীরত্ব ও সতীত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমগ্র জগৎকে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল। ভারতীয় ললনার পবিত্র চরিত্র বর্ণনা করা মাদৃশ ব্যক্তির সাধ্যাতীত। অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবতা-বৃন্দ, সম্যক্ বর্ণনে অক্ষম হইয়া, আদ্যাশক্তি ভগবতী পরমেশ্বরীকে এই স্তব করিয়াছিলেন—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (চণ্ডী)।

অর্থাৎ হে দেবি দুর্গে! এ জগতে যত রকম বিদ্যা আছে ও যত রকম স্ত্রীলোক আছে, সেই সকলই তোমারই অংশ। হে দেবি, তুমি স্ত্রীলোক, সুতরাং জগতের সমস্ত স্ত্রীলোকই তোমার ন্যায় পূজ্য ও মাননীয়। যে দেশে মহাপ্রভাব মহর্ষিগণ ও ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মহিলাজাতিকে ঈদৃক্ সম্মান দান করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের "স্ত্রীলোক সম্মানিত হয় না, উত্তম ব্যবহার প্রাপ্ত হয় না" একথা যাহারা বলে, তাহারা পক্ষপাতী একদেশদর্শী ও শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন। যে দেশে "এয়োসংক্রান্তি ব্রত", "কুমারী পূজা", "সধবা পূজা" প্রভৃতি ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে দেশে নারীর সুচারু চরণ-

যুগল গঙ্গাজলে বিধৌত হইয়া উত্তমোত্তম পুষ্প-চন্দন-মাল্য দ্বারা অর্চ্চিত হয়, যে দেশে নারীর চরণ পূজার জন্য ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রপদ্ধতি পর্য্যন্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশে কুমারী-চরণ পূজন সময়ে ধূপ ধূনা গুগ্‌গুলের সুগন্ধি ধূমপটলে সমগ্র পল্লী সুবাসিত হয়, সেই দেশের—সেই একমাত্র ভারতবর্ষের লোকেরাই ইহজগতে নারী-সম্মানদানে একমাত্র অভিজ্ঞ। স্ত্রীলোককে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, তাহা শিখাইবার জন্য মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, দক্ষ, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ রাশি রাশি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। মনু বলিয়াছেন ঃ—

পিতৃভি র্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যানমীপ্সুভিঃ॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
তস্মা দেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈ র্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষুচ॥

অর্থাৎ পিতা ভ্রাতা পতি ও দেবর যদি গৃহের বহু কল্যান কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা

যেন তাঁহাদের গৃহের নারীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করেন, পূজা করেন, এবং বিবিধ বস্ত্র অলঙ্কার ও খাদ্য দানে সন্তুষ্ট রাখেন। যে গৃহে নারীর পূজা হয়, নারীর উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হয়, এবং উত্তমোত্তম খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার দানে নারীকে সন্তুষ্ট রাখা হয়, সেই গৃহে দেবতারা বিরাজ করেন। আর যে গৃহে নারীর সম্যক্ পূজা হয় না, সে গৃহের সমস্ত ক্রিয়া কাণ্ড বিফল হইয়া যায়। যে বংশে নারী উৎপীড়িত হইয়া দুঃখ পায়, কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, শীঘ্র সে বংশের ধ্বংস হয়। যে কুলে নারী সদা আপ্যায়িত থাকে, মনের সুখে কালযাপন করে, সেই কুল শীঘ্র সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

অতএব কুলের মান-সম্ভ্রম-সমৃদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ, উত্তম খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা গৃহের নারীদিগকে সদা পূজা করিবে। কারণ নারীই গৃহের দেবতা। দেবতাকে যেমন পুষ্প চন্দন মাল্য ধূপ দীপ বস্ত্র ও নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ গৃহের নারী-দিগকেও পূজা করিতে হয়। ইহা স্ত্রৈণদিগের কথা নহে। ইহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মহর্ষিদিগের কথা। মনু বলিয়াছেন ঃ—

স্ত্রিয়াস্তু রোচমানায়াং সর্ব্বং তদ্রোচতে কুলম্।
তস্যাং ত্বরোচমানায়াং সর্ব্বমেবন রোচতে॥

অর্থাৎ স্ত্রী যদি সুপ্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে সমস্ত কুল প্রসন্ন থাকে। আর স্ত্রী যদি অপ্রসন্ন থাকেন, তাহা হইলে সমস্তই অপ্রসন্ন। যাহাদের উত্তম খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কার দিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা স্ত্রীর মনস্তুষ্টির জন্য অসঙ্গত উপায়ে যেন ঐ সকল বস্তু সংগ্রহ না করে। সুমধুর বাক্য, উত্তম ব্যবহার, সদা যত্ন স্নেহ সমাদরই উত্তম খাদ্য বস্ত্র অলঙ্কারের স্থানাপন্ন হইবে।

স্ত্রীলোককে গৃহস্থোচিত কার্য্যে সুশিক্ষা দান করা উচিত। গৃহস্থালী কার্য্যে স্ত্রীলোক সুশিক্ষিত হইলে গৃহে কোন বিষয়ে বিশৃংখলা ঘটে না। গৃহে বহু দাস দাসী থাকিলেও গৃহিনী সর্ব্বদা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিবে না। দাস দাসী-দিগের কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিবে। দাস দাসী-দিগকে উত্তমরূপে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিবে। যে গৃহিনীর দাস দাসী নাই, তিনি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন। স্ত্রীলোক বাবু সাজিয়া নির্জ্জীব চিত্রপটের ন্যায় বিরাজ

করিবে না। চুনার্ বা লক্ষ্ণৌর পুতুলের ন্যায় নির্জীব ভাবে অবস্থান করিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন ঃ—

সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া।
সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোক গৃহকার্য্যে দক্ষ হইয়া গৃহস্থালীর বস্তু সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য "এলোপাতাড়ি" খরচ করিবে না। বিধিসঙ্গত ব্যয় করিবে। আয় ব্যয়ের একটা হিসাব নিকাশ রাখিবে। না বুঝিয়া অতি ব্যয় করা দারিদ্র্যের প্রথম সূচনা। আয় বুঝিয়া ব্যয় করাই উচিত। অদ্য বৃহৎ রোহিত মৎস্যের "পোলাউ" ভক্ষণ, আর কল্য "হরিমটরে" উদর পূরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। গৃহের দাস দাসীদিগকে অগ্রে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ গৃহকর্ত্রীর ভোজন করা উচিত। গৃহের দাস দাসীদিগের সহিত সদা সরল ও উদার ব্যবহার করিবে। শকুন্তলা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করেন, তখন মহর্ষি কণ্ব তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে,
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপিরোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী,
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

অর্থাৎ শ্বশুর শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের সেবা করিও। শ্বশুরালয়ে যদি কোন সপত্নী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিও। কদাপি বিবাদ বিসম্বাদ করিও না। যদি কদাচিৎ কোন কারণবশতঃ স্বামী রুষ্ট হইয়া ভৎর্সনা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কদাচ প্রতিকূলাচরণ করিও না। পরিজনের প্রতি—দাস দাসীদিগের প্রতি যথেষ্ট সরল ও উদার ব্যবহার করিও। সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি হইলে কদাচ গর্ব্বিত হইও না। এইরূপ উপদেশমত কার্য্য করিলেই গৃহকর্ত্রীত্ব-পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যে স্ত্রীলোক এই উপদেশের বিপরীত আচরণ করে, সে গৃহের ব্যাধিস্বরূপ ও কণ্টকস্বরূপ হইয়া, সদা মানসী ব্যথা উৎপাদন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, শাস্ত্র ও ভারতীয় ব্যবহারবিরুদ্ধ।

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রো রক্ষতি বার্দ্ধক্যে নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥

অর্থাৎ স্ত্রীজাতি শৈশবে পিতৃ-রক্ষণাবেক্ষণের অধীন থাকিবে, যৌবনে পতির রক্ষণাধীন হইবে, এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের সেবাধীন থাকিবে। সুতরাং স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে নিম্নলিখিত ছয়টী বিষয় বড়ই দূষণীয়। যথা :—

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসন্দুষণানি ষট্॥

গোপনে মদ্য মাংস সেবন, দুষ্ট স্ত্রী পুরুষের সহিত সংসর্গ, পতির সহিত বিচ্ছেদ, স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ পর্য্যটন, পরগৃহে শয়ন, ও পরগৃহে বাস এই ছয়টি নারীর পক্ষে বড়ই দূষনীয়। স্ত্রী জাতি রত্নস্বরূপ। হীরক মুক্তা মাণিক্যাদি রত্ন যেমন লোকে অতিযত্নে মহাসন্তর্পণে "মখ্মল্" প্রভৃতি অতি কোমল বস্ত্র সমাচ্ছাদিত, সুচারু কারুকার্য্য-খচিত পেটিকা মধ্যে রক্ষা করে, কিন্তু ঘাটে মাঠে হাটে পথে জঙ্গলে, অনাবৃতভাবে বিকীর্ণ করিয়া রাখে না, তদ্রূপ স্ত্রীরত্নকেও ঘাটে মাঠে হট্রে পথে বিকীর্ণ করা উচিত নয়। কারণ, স্ত্রীলোক সর্ব্বদা যে স্থানে বাস করেন, সে স্থানের নাম অন্তঃপুর।

তাহার অপর নাম শুদ্ধান্ত। সে স্থান সদাই শুদ্ধ পবিত্র। উহা মাঠ ঘাট পথ ও হট্টের ন্যায় অনাবৃত অপবিত্র ও নানাজাতি-সমাকীর্ণ স্থান নহে। গৃহের আবৃত ভাগকেই অন্তঃপুর কহে। স্ত্রীরত্ন, সেই সাবরণ ও স্বজন-পরিবৃত স্থানে সংরক্ষণের বস্তু। রত্ন অবহেলার বস্তু নয়। রত্নের প্রতি অবহেলা ভাব প্রদর্শন করিলে দস্যু তস্করাদির ভয় অবশ্যম্ভাবী। এবং অনেক ছদ্মবেশী ভদ্রের ভয় ও অনিবার্য্য। মনু বলিয়াছেন ঃ—

স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা সত্যং শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, সত্য, পতিব্রতভাব, সুমধুর উপদেশ বাক্য, এবং নানাবিধ শিল্প, সকলের নিকট হইতেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন ঃ—

"স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।"

রত্নের প্রতি রত্নোচিত ব্যবহার করাই শাস্ত্রসঙ্গত। যে গৃহে স্ত্রী সদা সন্তুষ্টচিত্তে দিন যাপন করেন, সেই গৃহের মঙ্গল অনিবার্য্য। মনু বলিয়াছেন ঃ—

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ।
যস্মিন্নেব কুলেনিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্ ॥

অর্থাৎ যে কুলে ভর্ত্তা ভার্য্যার প্রতি সন্তুষ্ট, ও ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে কুলের কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। সন্তোষই কল্যাণের একমাত্র মূল। পতির ধনাভাব হেতু পতি যদি উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতে না পারেন, তথাপি সাধ্বী পত্নী ভদ্রবংশসম্ভূত নির্ধন পতির সহিত পর্ণকুটীরে বাস করিয়া মহা সন্তোষ অনুভব করেন। কন্যার পিতা স্বজাতীয় বা বিজাতীয় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক যদি আপনাকে ধনী বলিয়া বৃথা অভিমান করে এবং ভদ্রবংশসম্ভূত দরিদ্র জামাতার পর্ণ কুটীরে কন্যাকে প্রেরণ না করে এবং কন্যার শ্বশুরালয়ের একটা মিথ্যা দোষ দেখাইয়া নিজগৃহে যাবজ্জীবন কন্যাকে ও তাহার অলঙ্কারগুলিকে আটক করিয়া রাখে, তাহা হইলে উক্ত অসাধু পিতার "কুম্ভীপাক" নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইলে উক্ত অসাধু পিতা দত্তাপহারী হয়েন্। কারণ কন্যার সম্প্রদান সময়ে ৺শালগ্রাম শিলা সম্মুখে তুলসীচন্দন ও গঙ্গা-

জল স্পর্শ করিয়া "সালাঙ্কারা সপট্টবস্ত্রা কন্যাকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম" এই বলিয়া কন্যার পিতা, জামাতার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিলে, পরে ঐ কন্যাতে ঐ পিতার আর কোন স্বত্ব থাকেনা, ঐ সালঙ্কারা কন্যা জামাতার ধন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রে লিখিত আছে "অর্থোহি কন্যা পরকীয় এব।" বিবাহের পর কন্যা পরকীয় সম্পত্তি হইয়া যায়। পরের ধন আটক করিয়া রাখা মহাপাপ। একবার যাহা দান করা হইয়াছে পুনরায় উহা কাড়িয়া লইলে দত্তাপহার দোষ হয়। বিবাহের পর পতি পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন থাকা স্ত্রীর পক্ষে বড়ই নিষিদ্ধ। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

সতীমপিজ্ঞাতিকুলৈক সংশ্রয়াম্
জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।
অতঃ সমীপে পরিণেতু রিষ্যতে
তদপ্রিয়াপি প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥

অর্থাৎ সধবা নারী সতী স্বাধ্বী হইয়াও যদি পিতৃগৃহে বাস করে, তাহা হইলে জগতের লোক

সেই নারীর চরিত্রবিষয়ে নানারূপ সন্দেহ করিয়া থাকে। অতএব স্ত্রী, স্বামীর অপ্রিয়া হইলেও, স্বামীগৃহে নানাবিধ কষ্ট হইলেও স্বামি-সমীপেই সর্ব্বদা বাস করিবে। আত্মীয় মিত্র বান্ধবগণ, স্বামি-সমীপে সধবা নারীর সদাস্থিতি দেখিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা করেন। বেদের একটি মন্ত্রে কোন একটি আর্য্যমহিলা পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিয়া ছিলেন—"আমি যেন স্বর্গ ও পর্ব্বতাদির ন্যায় অচল অটল হইয়া যাবজ্জীবন পতিকুলেই বাস করিতে পারি। পতি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যেন অন্যত্র কুত্রাপি না যাই।"

ভার্য্যা সদা প্রিয়া ও প্রিয়বাদিনী হইবে। কোন ভার্য্যা "মুখে মধু হৃদে বিষ" নিবন্ধন বাহিরে লোকাচার রক্ষণার্থ প্রিয়বাদিনী হইতে পারেন, মধুরভাষিণী হইতে পারেন, কিন্তু অন্তরে তাঁহার নানা দোষ থাকিবার দরুন তিনি, স্বামীর প্রিয়া হইতে পারেন না। কোন একটী নারী প্রিয়া হইবার উপযুক্তগুণসম্পন্না হইলেও; অপ্রিয়-বাদিনী ও কর্কশভাষিণী হইয়া থাকেন, এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষট্ জীবলোকেষু সুখানি সন্তি ॥

সামান্য ব্যয়ের সহিত প্রভূত আয়, সদা নীরোগ শরীর, প্রিয়া এবং প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশ্য পুত্র এবং অর্থকরী বিদ্যা, এই ছয়টী এই মর্ত্ত্যলোকে বড়ই সুখকর।

শাস্ত্রে ভার্য্যাকে পতির অর্দ্ধাঙ্গিনী কহে। অর্দ্ধাঙ্গিনী গৃহিণীর সহিত গৃহ্য ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করাই পতির উচিত কার্য্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে ঃ—

"সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।"

অর্থাৎ পতি সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। অথর্ব্ববেদে একটি মন্ত্র আছে ঃ—

অদেবৃঘ্নী অপতিঘ্নী হৈধি শিবা পশুভ্যঃ সুযমাঃ সুবর্চ্চাঃ।
প্রজাবতী বীরসূ দেবৃকামা সেনানা ইমমগ্নিং গার্হপত্যং সপর্য্য ॥
অথর্ব্ব বেদ। ১৪ কাণ্ড। ২য় অনুক্রমণিকা। ১৮শ মন্ত্র।

ইহার অর্থ এই যে, হে ভার্য্যে! তুমি দেবরঘাতিনী ও পতিঘাতিনী হইও না। পতি ও দেবরের মনে কদাচ পীড়া জন্মাইও না। সর্ব্বদা

তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিও। গৃহস্থাশ্রমে গো, মহিষ, ছাগ, ঘোটক প্রভৃতি প্রতিপাল্য পশুদিগের কল্যাণ সাধন করিও। তাহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও। গৃহস্থাশ্রমোচিত সদাচার, রীতি নীতি সর্ব্বদা অনুসরণ করিও। ভার্য্যোচিত গুণ-গ্রামসম্পন্ন হইও। তাহা হইলেই তুমি পুত্র পৌত্রাদিসম্পন্ন হইবে। বীরপ্রসবিনী হইবে। তুমি পতি ও দেবরের সুমঙ্গলবিধায়িনী হইয়া গৃহস্থাশ্রমের হোমাগ্নিকে আরাধনা করিও। পুরাকালে পত্নী, পতির সহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক একত্র হোম করিতেন। আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে কিরূপে সম্মান করিতে হয়, তাহা শিখাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন ঃ—

মাতৃষ্বসা মাতুলানী শ্বশ্রূরথ পিতৃষ্বসা।
সম্পূজ্যা গুরুপত্নীবৎ সমাস্তা গুরুভার্য্যয়া ॥
ভ্রাতুর্ভার্য্যোপসংগ্রাহ্যা সবর্ণাহন্যহন্যপি।
বিপ্রোষ্য তূপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ ॥
পিতুর্ভগিন্যাং মাতুশ্চ জ্যায়স্যাঞ্চ স্বসর্য্যপি ॥
মাতৃবৎ বৃত্তিমাতিষ্ঠেৎ মাতা তাভ্যো গরীয়সী ॥

অর্থাৎ মাতৃভগিনী, মাতুলানী, পিতৃভগিনী এবং

শ্বশ্রূ (শাশুড়ী) ইহাদিগকে মাতা ও গুরুপত্নীর ন্যায় পাদ গ্রহণপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া প্রণাম করিবে। প্রবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে বয়োজ্যেষ্ঠা, জ্ঞাতি-পত্নী, বৈবাহিক-পত্নী, এবং পিতৃব্য-পত্নী প্রভৃতির পাদ গ্রহণ করিয়া পদধূলি লইয়া প্রণাম করিতে হয়। ইঁহারা মাতা ও গুরুপত্নীর তুল্য। বয়োজ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃপত্নীর পদধূলি লইয়া প্রণাম করা দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতৃভগিনী, মাতৃভগিনী ও স্বীয় জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে। মাতা ইহাদের অপেক্ষা গুরুতমা। পূজনীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক ব্যতীত সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি মাত্রের প্রতি উত্তম ব্যবহার করিতে হয়। মনু বলিয়াছেন ঃ—

চক্রিণো দশমীস্থস্য রোগিণো ভারিণঃ স্ত্রিয়াঃ।
স্নাতকস্যচ রাজ্ঞশ্চ পন্থা দেয়ো বরস্য চ॥

অর্থাৎ চক্রযুক্ত রথাদি যানে আরূঢ়, বৃদ্ধ, রোগী, ভারবাহক, স্ত্রীলোক, পাঠসমাপ্তিপূর্ব্বক গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বিদ্বান ব্রাহ্মণ, রাজা, এবং বর ইহাদিগকে অগ্রে যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রে ভূরি

ভূরি ব্যবস্থা, যুগযুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে ভদ্র সমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু স্ত্রীলোককে স্বাধীনতা প্রদান করা শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ নিষিদ্ধ। মনু বলিয়াছেন ঃ—

বালয়া বা যুবত্যা বা বৃদ্ধয়াবাপি যোষিতা।
ন স্বাতন্ত্র্যেন কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কর্ম্ম গৃহেষ্বপি॥

বালিকা হউক, যুবতী হউক বা বৃদ্ধাই হউক না কেন, স্ত্রীলোক কোন কালেই নিজ গৃহেও স্বাধীনভাবে কোন কার্য্য করিতে পারে না। গৃহমধ্যেই স্বাধীনতা নিষিদ্ধ, বাহিরে স্বাধীনতা তো অত্যন্ত নিষিদ্ধ।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেৎ বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যা দুভে কুলে॥

অর্থাৎ পিতা, স্বামী ও পুত্রগণ হইতে পৃথক হইয়া স্ত্রীলোক কদাপি বাস করিবে না। ইহাদের নিকট হইতে পৃথক হইলে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের নিন্দা হয়।

ভার্য্যার পাতিব্রত্য।

স্ত্রীলোকের পতিই একমাত্র গতি ও আরাধ্য দেবতা। তাই মনু বলিতেছেন ঃ—

বিশীলঃ কামবৃত্তোবা গুণৈর্ব্বা পরিবর্জিতঃ।
উপচর্য্যঃ স্ত্রিয়া সাধ্ব্যা সততং দেববৎ পতিঃ॥

অর্থাৎ পতি কদাচার, যথেচ্ছাচারী, বিদ্যা বুদ্ধি সৌন্দার্য্যাদি গুণবিহীন হইলেও সাধ্বী স্ত্রী, পতিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র দেবতা। তাই মনু বলিতেছেন ঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো নব্রতং ন্যাপ্যুপোষিতম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন যজ্ঞ নাই, স্বামী ছাড়া অন্য ব্রত নাই। স্বামীর সেবা করিলেই সমস্ত ব্রতের ফলপ্রাপ্তি হয়। স্বামীর সেবা ব্যতিরেকে পুণ্য সঞ্চয়ার্থ উপবাস বিধিও নাই। স্বামীর সেবা করিলেই উপবাসের ফল লাভ হয়। স্ত্রীলোক কেবল মাত্র স্বামিসেবা গুণেই স্বর্গেও পূজনীয় হয়েন।

ভর্তৃ বিদ্বেষিণীং নারীং সম্ভাবেত নহি ক্বচিৎ।

অর্থাৎ স্বামিত্যাগিনী ও স্বামিবিদ্বেষিণী নারীর সহিত সতী সাধ্বী স্ত্রী, বাক্যালাপ করিবে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ঃ—

স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেষধর্ম্মঃ পরঃস্ত্রিয়াঃ।
যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে॥

অর্থাৎ স্বামীর বাক্য পালন করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র পরম ধর্ম্ম। যেখানে স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর আনুকূল্য ভাব থাকে, পরস্পর প্রতিকূল আচরণ না থাকে, তথায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের বৃদ্ধি হয়।

স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ঃ—

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাস্তু বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, শৈশবে পিতার অধীন থাকিবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীন থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রদিগের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। যদি পিতা পতি এবং পুত্র না থাকে, তাহাহইলে জ্ঞাতি বা অন্য আত্মীয়গণের রক্ষণাধীন হইবে। স্ত্রীলোক কোন কালেও স্বাধীনতা পাইতে পারে না।

সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরাঙ্মুখী।
কুর্য্যাৎ শ্বশুরয়োঃ পাদবন্দনং ভর্তৃতৎপরা॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক সর্ব্বদা গৃহোপকরণ বস্তু সকল সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবে। রন্ধনাদি কার্য্যে সুনিপুণা হইবে। সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্তে হাস্য মুখে দিন যাপন করিবে। প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিবে না। প্রতিদিন শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণীর চরণ বন্দনা করিবে এবং স্বামীর বশবর্ত্তিনী হইয়া সকল কার্য্য করিবে।

পতি-প্রিয়-হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ যে ভার্য্যা স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সদা ব্যাপৃতা, সদাচার-সম্পন্না, এবং জিতেন্দ্রিয়া, তিনি ইহকালে যশ ও পরকালে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়েন।

ভর্তৃ-ভ্রাতৃ-পিতৃ-জ্ঞাতি-শ্বশ্রূ-শ্বশুর দেবরৈঃ।
বন্ধুভিশ্চ স্ত্রিয়ঃ পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ কুলমহিলা কারাগারের কয়েদী নয়, কিম্বা কুকুর বিড়ালের ন্যায় হেয় পশু নয়, কিম্বা দাস-দাসীর ন্যায় কঠোর পরিশ্রমের জীবও নহে। কিন্তু কুলমহিলা গৃহের বাস্তুদেবতাস্বরূপ। দেবতাকে

যদ্রূপ বিবিধোপচারে পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতিবর্গ, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তি, পুরোহিতস্বরূপ হইয়া উত্তমোত্তম খাদ্য, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি উপচার দ্বারা কুলবধূকে পূজা করিবে।

পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥ দক্ষ।

অর্থাৎ ভার্য্যাই গৃহস্থাশ্রমের মূল দেবতা। ভার্য্যা যদি পতির বশবর্ত্তিনী হয়, তাহাহইলে গৃহস্থাশ্রমের তুল্য মহা-সুখকর স্থান আর কুত্রাপি হইতেই পারে না। এ আশ্রমের তুলনা নাই। ইহা স্বর্গাপেক্ষাও সুখকর স্থান হইয়া উঠে।

প্রাকাম্যে বর্ত্তমানা তু স্নেহান্নতু নিবারিতা।
অবশ্যা সা ভবেৎ পশ্চাৎ যথা ব্যাধিরুপেক্ষিতঃ॥ দক্ষ।

অর্থাৎ স্ত্রী যদি যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়ে ও স্বামী যদি অত্যন্ত স্ত্রৈণতাহেতু অতি প্রীতিবশতঃ ঐ স্ত্রীকে নিবারণ না করে, তাহাহইলে ঐ স্ত্রী, প্রথম উপেক্ষিত রোগের ন্যায় অবশ্যা হইয়া পশ্চাৎ মহা-ক্লেশদায়িনী হয়।

অনুকূলা ন বাগ্‌দুষ্টা দক্ষা সাধ্বী প্রিয়ম্বদা।
আত্মগুপ্তা স্বামিভক্তা দেবতা সা ন মানুষী ॥

অর্থাৎ যে স্ত্রী সদা পতির অনুকূল আচরণ করে, সদা অনুকূলা ও মধুর-ভাষিণী, এবং স্বধর্ম্ম রক্ষায় সদা ব্যাপৃতা ও পতির প্রতি অকপটভক্তিমতী, সে স্ত্রী মানুষী নয়, সে দেবতা। দেবত্বগুণসম্পন্ন হইলেই দেবতা হয়। এই মানুষই পশুত্বগুণ সম্পন্ন হইলে পশু, এবং দেবত্ব গুণসম্পন্ন হইলে দেবতা বলিয়া আখ্যাত হয়।

অনুকূলকলত্রোযস্তস্য স্বর্গ ই হৈবহি।
প্রতিকূলকলত্রস্য নরকোনাত্র সংশয়ঃ ॥ দক্ষ।

অর্থাৎ যে পুরুষের পত্নী অনুকূলা ও বশবর্ত্তিনী, তাহার ইহলোকেই স্বর্গভোগ হয়। এবং যে পুরুষের পত্নী প্রতিকূলা ও অবশ্যা, তাহার ইহলোকেই নরক ভোগ হয়।

গৃহবাসঃ সুখার্থায় পত্নীমূলং গৃহে সুখম্।
সা পত্নী যা বিনীতা স্যাৎ চিত্তজ্ঞা বশবর্ত্তিনী ॥ দক্ষ।

অর্থাৎ সুখভোগের নিমিত্তই লোক গৃহস্থাশ্রমে বাস করে। গৃহস্থাশ্রমে পত্নীই সুখের মূল। যে

স্ত্রী বিনীতা এবং চিত্তানুবর্ত্তিনী ও বশ্যা, সেই স্ত্রীই সুখদায়িনী ও যথার্থ পত্নী শব্দ বাচ্যা হয়েন।

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চৈব ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
শুনী গৃধ্রীচ মকরী জায়তে সা পুনঃ পুনঃ॥ দক্ষঃ।

অর্থাৎ পতি দরিদ্র ও রোগার্ত্ত হইলে যে পত্নী তাঁহাকে অবজ্ঞা করে ও সেবা করে না, সে স্ত্রী, জন্মান্তরে কুক্কুরী, গৃধ্রী, বা মকরী হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে।

ইদমেব ব্রতং স্ত্রীণাময়মেব পরোবৃষঃ।
ইয়মেকা দেবপূজা ভর্ত্তুর্ব্বাক্যং ন লঙ্ঘয়েৎ॥
স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ ভার্য্যা পতিবাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিবে না। পতিবাক্য পালনই ভার্য্যার একমাত্র পরম ধর্ম্ম। পতিবাক্য পালনই পত্নীর একমাত্র ব্রত। পতির আজ্ঞা পালনই পত্নীর একমাত্র দেবার্চ্চনা।'

ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা।
সুস্থিতং দুঃস্থিতং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ॥
স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ পতি কাপুরুষই হউন, আর দরিদ্রই

হউন, বৃদ্ধই হউন্ বা রোগগ্রস্ত হইয়াই পড়ুন্, সুস্থ হউন্ কিম্বা দুঃস্থই হউন্ না কেন, পত্নী, পতিকে কদাচ উপেক্ষা করিবে না।

হৃষ্টা হৃষ্টে বিষণ্ণাস্যা বিষণ্ণাস্যে প্রিয়ে সদা।
একরূপা ভবেৎপুণ্যা সম্পৎসুচ বিপৎসুচ॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ অকপট ও পবিত্রহৃদয়া স্ত্রী, পতি হৃষ্ট হইলে হৃষ্টা হয়েন। পতি কোন কারণবশতঃ বিষণ্ণবদন হইলে নিজেও বিষণ্ণবদনা হয়েন্। সাধ্বী স্ত্রী, পতির সম্পদেও অনুগতা ও বিপদেও অনুগতা হইয়া পতির সুখে সুখিনী ও পতির দুঃখে দুঃখিনী হয়েন্। পাতিব্রত্য ছাড়া পত্নীর অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। পতি সেবা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়। পতি সেবা করিলে গঙ্গাস্নান, তীর্থ দর্শন, দেবালয়ে গমন, পুরাণপাঠ শ্রবণাদি পুণ্য কার্য্যের ফললাভ হয়।

তীর্থস্নানার্থিনী নারী পতিপাদোদকং পিবেৎ।
শঙ্করাদপিবিষ্ণোর্ব্বা পতিরেকোঽধিকোমতঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যদি কোন সধবা নারী গঙ্গাস্নান বা তীর্থ

দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বৃথা কষ্ট ভোগ করিয়া গঙ্গাতীরে কিম্বা কোন তীর্থে যাইতে হইবে না। যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। কারণ গৃহে পতি-পাদোদক পান করিলে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি পুণ্যতোয়া নদীতে স্নানের ফললাভ হয়। এবং কাশী, শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি তীর্থদর্শনের ফললাভ হয়। পতি শিব ও বিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ। পতির পাদোদক পান করিলে শিব ও বিষ্ণু দর্শনের ফললাভ হয়।

ব্রতোপবাসনিয়মং পতিমুল্লঙ্ঘ্য যাচরেৎ।
আয়ুষ্যং হরতে ভর্তুর্মৃতা নিরয়মৃচ্ছতি॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে সধবা নারী পতির আজ্ঞা ব্যতীত কোন প্রকার ব্রত ও উপবাস করে, সে নারী পতির আয়ুক্ষয় করে। এবং মরণান্তে নরকে গমন করে।

সর্পিল বণ তৈলাদিক্ষয়েঽপিচ পতিব্রতা।
পতিং নাস্তীতি নোব্রূয়াৎ আয়াসেষু নযোজয়েৎ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ গৃহে ঘৃত, লবণ, তৈল, তণ্ডুল, বস্ত্র, ইন্ধন প্রভৃতি বস্তু ফুরাইয়া গেলেও গৃহিণী মুহুর্মুহু

"এটা নাই ওটা নাই" বলিয়া স্বামীকে উদ্বেজিত করিবে না। ফুরাইবার একদিন পূর্ব্বে স্বামীকে একবার মাত্র অভাবটি বিজ্ঞাপিত করিবে। পত্নী, স্বীয় বস্ত্র ও অলঙ্কারবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য স্বামীকে কোন ক্লেশকর কার্য্যে নিয়োজিত করিবে না।

উক্তা প্রত্যুত্তরং দদ্যাৎ যা নারী ক্রোধতৎপরা।
সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী জায়তে বনে॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে নারী, স্বামী আহ্বান করিলে অকারণ ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশ স্বরে উত্তর দান করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য কুক্কুরী বা বন্য শৃগালী হয়।

স্ত্রীণাংহি পরমশ্চৈকো নিয়মঃ সমুদাহৃতঃ।
অভ্যর্চ্চ্য চরণৌ ভর্ত্তুর্ভোক্তব্যং দৃঢ়নিশ্চয়ম্॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ পতির চরণযুগল অভ্যর্চ্চনা করিয়া সাধ্বী স্ত্রী, পতিকে অগ্রে ভোজন করাইবে। পতিকে যত্নের সহিত ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবে। পতির আহারান্তে ভোজন করাই সাধ্বী স্ত্রীর অবশ্য পালনীয় সদাচার।

উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎ পরবেশ্মসু।
ন ত্রপাকরবাক্যানি বক্তব্যানি কদাচন॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ গুরুজন নীচাসনে বসিলে কোন নারী কখনও উচ্চাসনে বসিবে না। এবং বস্ত্র ও অলঙ্কারের "চটক্" দেখাইবার জন্য সদা উৎসব আমোদ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্যও পরগৃহে গমন করিবে না। ভদ্রমহিলার পরগৃহে গমন, শাস্ত্রনিষিদ্ধ। প্রাচীন মহর্ষিগণ ভারতীয় আর্য্যমহিলাদিগকে লজ্জাশীলা হইবার জন্য ও সদা গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া গৃহকৃত্যে ব্যাপৃত থাকিবার জন্য ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যমহিলাজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই "পর্দ্দানসীন"। ভদ্র মহিলাগণ কদাচ লজ্জাকর অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিবে না।

যা ভর্ত্তারং পরিত্যজ্য রহশ্চরতি দুর্ম্মতিঃ।
উলূকী জায়তে ক্রূরা বৃক্ষকোটরশায়িনী॥ স্কন্দপুরাণ।

যে দুষ্টবুদ্ধি নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বাধীনভাবে নির্জ্জন প্রদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে, সে, পরজন্মে উলূকী (পেঁচা) হইয়া বৃক্ষকোটরে বাস করিবে।

তাড়িতা তাড়িতুঞ্চেচ্ছেৎ সা ব্যাঘ্রী বৃষদংশিকা।
কটাক্ষয়তি যান্তং বৈ কেকরাক্ষী তু সা ভবেৎ॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে নারী স্বদোষবশাৎ পতিকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পতিকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, সে পরজন্মে ব্যাঘ্রী বা বিড়ালী হয়। যে নারী গোপনে পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে পরজন্মে কেকরাক্ষী অর্থাৎ "টেরা চোখো" হয়।

দৃষ্টিং বিলুপ্য ভর্তুর্যা কঞ্চিদন্যং সমীক্ষতে।
কাণাচ বিমুখী চাপি কুরূপা চাপি জায়তে॥ স্কন্দপুরাণ

অর্থাৎ যে নারী পতির দৃষ্টির অন্তরালে পর-পুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করে, সে পরজন্মে কাণা, কুৎসিতমুখী ও কুরূপা হয়।

যাভর্ত্তারং পরিত্যজ্য মিষ্টমশ্নাতি কেবলম্।
গ্রামে সা শূকরী ভূয়াৎ বল্গুর্ব্বাপি স্ববিড়্ভুজা॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে নারী স্বামীকে মিষ্টান্নাদি প্রদান না করিয়া নিজেই মিষ্টান্নাদি উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করে, সে পরজন্মে গ্রাম্য শূকরী হয়। কিম্বা নিজবিষ্ঠা-ভোজী বাদুড় হয়।

বাহ্যাদায়ান্তমালোক্য ত্বরিতঞ্চ জলাশনৈঃ।
তাম্বূলৈ র্ব্যঞ্জনৈশ্চৈব পাদসম্বাহনাদিভিঃ॥
তথৈব চাটুবচনৈঃ খেদনন্নোদনৈঃ পরৈঃ।
যাপ্রিয়ং প্রীণয়েৎ প্রীত্যা ত্রিলোকী প্রীণিতা তয়া॥

স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ যে নারী স্বামীকে স্থানান্তর হইতে আগত দেখিয়া শীঘ্র পাদপ্রক্ষালনবারি আনয়ন করে, এবং পশ্চাৎ ভোজ্যদ্রব্য আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেয় এবং ভোজনান্তে তাম্বূল প্রদান করিয়া ব্যজন ও পাদসেবা করে, এবং ক্লান্তিনাশক ও শান্তিদায়ক সুমধুর বচনামৃতধারাবর্ষণে পতিকে স্নিগ্ধ, সুশীতল ও প্রীত করে, সে, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের প্রীতি সম্পাদন করে। লোকে ঈদৃশী মহিলাকেই সাধ্বী পতিব্রতা কহে।

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং মাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্থহি দাতারং ভর্ত্তারং পূজয়েৎ সদা॥ স্কন্দপুরাণ।

অর্থাৎ পিতা, মাতা ও পুত্রকন্যারা পরিমিত সুখ দান করিয়া থাকেন, কিন্তু পতি, স্বর্গীয়সুখসম অপূর্ব্ব অনুপম সুখ দান করেন বলিয়া স্ত্রী, পতিকে দেবতার ন্যায় সম্মান করিবে।

ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ধর্ম্মতীর্থব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমর্চ্চয়েৎ ॥

অর্থাৎ পতিই পত্নীর একমাত্র দেবতা। পতিই পত্নীর একমাত্র গুরু। পত্নীর অন্য কোন গুরু এ জগতে হইতেই পারে না। সাধ্বী স্ত্রীর পতিই একমাত্র তীর্থ। সুতরাং সাধ্বীর স্বতন্ত্রতীর্থদর্শন নিষ্প্রয়োজন। সাধ্বী স্ত্রীর পতিই একমাত্র ব্রত। অতএব, সাধ্বী স্ত্রীর অন্যবিধব্রতানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। স্ত্রী, এ জগতে সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া পতিকেই পূজা করিবে।

ন চন্দ্রসূর্য্যৌ ন তরুং পুন্নাম্না যা নিরীক্ষতে।
ভর্তৃবর্জ্জং বরারোহা সা ভবেৎ ধর্ম্মচারিণী ॥

উমামহেশ্বরসম্বাদ।

অর্থাৎ যে নারী, অন্য পুরুষের মুখ দেখা তো দূরের কথা, পতির মুখ ব্যতীত পুংলিঙ্গ শব্দবাচক চন্দ্র সূর্য্য ও বৃক্ষকেও নিরীক্ষণ করে না, সেই নারীই যথার্থ ধর্ম্মচারিণী। কেবলমাত্র মধুসংক্রান্তি ব্রত করিলেই, ধর্ম্মচারিণী হয় না।

দরিদ্রং ব্যাধিতং দীনম্ অধ্বনা পরিকর্শিতম্।
পতিং পুত্রমিবোপাস্তে সা সাধ্বী পরিকীর্ত্ত্যতে ॥

অর্থাৎ পতি দরিদ্র হইলেও, রোগার্ত্ত হইলেও, অথবা কার্য্যবশতঃ পথভ্রমণ, ও রাত্রিজাগরণাদি নিবন্ধন কৃশতা প্রাপ্ত হইলে যে নারী, পতিকে পুত্রনির্ব্বিশেষে অতিশয় স্নেহ ও যত্ন করে, শাস্ত্রে তাহাকেই সাধ্বী কহে। ।৪।।৫

পত্যুঃ পূর্ব্বং সমুত্থায় দেহশুদ্ধিং বিধায়চ।
উত্থাপ্য শয়নাদীনি কৃত্বা বেশ্মবিশোধনম্॥
শোধয়িত্বা তু পাত্রাণি পূরয়িত্বাতু ধারয়েৎ।
মহানসস্থ পাত্রাণি বহিঃ প্রক্ষাল্য সর্ব্বদা॥
মৃদ্ভিশ্চ শোধয়েৎচুল্লীং তত্রাগ্নিং বিন্যসেৎততঃ।
দ্বন্দপাত্রাণিসর্ব্বাণি ন কদাচিৎ বিযোজয়েৎ॥
কৃতপূর্ব্বাহ্নকার্য্যাচ শ্বশুরানভিবাদয়েৎ।
মনোবাক্‌কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতিদেশানুবর্ত্তিনী॥

ব্যাসসংহিতা।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, প্রত্যূষে পতির উঠিবার পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেহশুদ্ধি সমাপন করিবে। তৎপরে গোময়, গোমূত্র ও জল সংমিশ্রণ করিয়া গৃহের চতুর্দ্দিকে "গোবর ছড়া" দিবে। তৎপরে পাকোপযোগী ধৌত "স্থালীপ্রভৃতি পাত্রসকল পুনরায় প্রক্ষালন করিয়া জল ও তণ্ডুলাদিপূর্ণ করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিবে। পাকশালা

সমস্ত পাত্র প্রতিদিন বাহির করিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিবে। মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা চুল্লী সংস্কৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে।

শিল্ নোড়া প্রভৃতি যুগ্ম বস্তুগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবে না। যথাযোগ্যস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিবে। এইরূপে পূর্ব্বাহ্ণকৃত্যসকল সমাধা করিয়া শ্বশ্রূ-শ্বশুর-প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করিবে। এবং কায়মনোবাক্য দ্বারা স্বীয় বিশুদ্ধ চরিত্র প্রদর্শন করিয়া সদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবে।

কৃত্বান্নসাধনা সাধ্বী সুভৃশং ভোজয়েৎ পতিম্।

অর্থাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অগ্রে পতিকে ভোজন করাইবে, পশ্চাৎ নিজে ভোজন করিবে।

মোচ্চৈর্ব্বদেৎ ন পরুষং ন বহূন্ পত্যুরপ্রিয়ম্।
ন কেনচিৎ বিবদেচ্চ অপ্রলাপবিলাপিনী॥

ব্যাসসংহিতা।

অর্থাৎ নারী উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না।

কাহারও সহিত কঠোর এবং অধিক কথা কহিবে না। স্বামীকে অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। কাহারও সহিত বিবাদ করিবে না। কাহারও সহিত অনর্থক বাক্যালাপ করিবে না। মনের দুঃখ উপস্থিত হইলে, কোন নরনারীর সম্মুখে বিলাপ করিবে না। নিজের মনে মনেই বিলাপ করিবে।

নচাতিব্যয়শীলা স্যাৎ ন ধর্ম্মার্থে বিরোধিনী।
প্রমাদোন্মাদরোষের্ষ্যা বঞ্চনঞ্চাতিমানিতাম্ ॥
পৈশুন্যহিংসাবিদ্বেষমহাহঙ্কারধূর্ত্ততাঃ।
নাস্তিক্যসাহসস্তেয়দম্ভান্ সাধ্বী বিবর্জয়েৎ ॥ ব্যাসসংহিতা ;

অর্থাৎ কুলমহিলা অতিব্যয়শীলা হইবে না। কৃপণও হইবে না। ন্যায্য ব্যয় করিবে। স্বামী কোন একটি ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইলে তাহাতে বাধা দিবে না। অনবধানা ও চঞ্চলচিত্তা হইবে না। কাহাকেও প্রতারণা করিবে না। আমার স্বামী ও আমার পুত্র বা পিতা ও ভ্রাতা বড় রূপবান্, গুণবান্ ও ধনবান্, এই বলিয়া কাহারও নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। কাহাকেও বিদ্বেষ করিবে না। অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিক্য, অতিসাহস এবং চৌর্য্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে।

এবং পরিচরন্তী সা পতিং পরমদৈবতম্ ।
যশঃ স্বমিহ যাত্যেব পরত্র চ সলোকতাম্ ॥

ব্যাসসংহিতা।

অর্থাৎ এইরূপে যে নারী পতিকে পরমদেবতা-জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা করেন, তিনিই সাধ্বী মহিলা। তিনি ইহলোকে পবিত্র কীর্ত্তি ও কল্যাণ-রাশি ভোগ করিয়া পরকালে পতির সহিত পতি-লোক প্রাপ্ত হন্।

অভিজ্ঞানশকুন্তলনামকনাটকে শকুন্তলার প্রতি একটি উপদেশ আছে—

"পতিকুলে তবদাস্যমপি ক্ষমম্।"

অর্থাৎ পতিকুলে দাসীরবৃত্তি করিয়া কষ্টে দিন যাপন করাও ভাল, কিন্তু পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকুলে, মাতুলকুলে কিম্বা অন্য আত্মীয়কুলে সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হইয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা পাপানুষ্ঠান বলিয়া গণ্য। যে পিতা চারি পাঁচটি উপযুক্ত পুত্র বিদ্যমান থাকিতেও বৃদ্ধাবস্থায় পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন, এবং স্বীয় কন্যার শ্বশুরালয়ঘটিত সামান্য বিবাদ উপলক্ষ করিয়া, কন্যাকে স্বগৃহে পুষিয়া রাখেন ও বলেন যে "আমিও যদি একমুষ্টি অন্ন খাইতে পাই, তাহা হইলে আমার মেয়েও খাইতে

পাইবে, এই বলিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবতী স্ত্রীর সহিত স্বয়ং আনন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এবং কন্যার পতিবিরহজনিত কষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, তাদৃশ পিতা মহাপাপী। কারণ, কন্যাকে এক মুষ্টি অন্ন ও কিঞ্চিৎ অলঙ্কার দানকরিলেই কন্যার পতিবিয়োগজনিত নরকযন্ত্রণার অবসান হয় না। শৃগাল কুক্কুরও এক মুঠি অন্ন পাইয়া থাকে। যে পিতা, অভিমান ও জেদের ডালি মাথায় লইয়া এই রূপে কন্যার সর্ব্বনাশ সংসাধন করিতে পারে, তাদৃশ পিতার মুখদর্শন করাও মহাপাপ। শত সহস্র অন্নমুষ্টি ও বস্ত্র অলঙ্কার দান করিলেও, কন্যার তাদৃক্‌ কষ্ট নিবারিত হয় না। কিন্তু কন্যা যদি কুমারী অবস্থায় সুশিক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং তাদৃশসুশিক্ষাজনিত সদ্‌গুণগ্রাম লাভ করে, তাহা হইলে ঐরূপ দুষ্টাভিসন্ধিপিতার কুচক্রে সে কদাপি ঘূর্ণ্যমান হয় না। তাহা হইলে সে কন্যা শ্বশুরালয়ের যে কোন রকম কষ্ট ভোগ করিয়াও, পতিকে সন্তুষ্ট রাখিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে পারে, সুশিক্ষাই সকল সুখের মূল। সুশিক্ষাই সর্ব্ববিধযন্ত্রণাবসানের একমাত্র উপায়।

অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যমহিলারা কীদৃক্ সুশিক্ষা লাভ করিতেন, তাহা জানিতে হইলে, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য, ও নাটকাদিশাস্ত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। যাঁহারা সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রচর্চ্চা-বিহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও একদেশদর্শী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিলেই বিধবা হয়"। এই বিংশতিখৃষ্টাব্দেও এমন অনেক মূর্ত্তি বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের সধবাবস্থায় নাম দস্তখৎ করিবার সময় "শ্রীমতী অমুকী দেবী" বা "শ্রীমতী অমুকী দাসী" এইরূপ লিখিতে হয়, আর বিধবাবস্থায় "শ্রীমত্যা অমুকী দেব্যাঃ" বা "শ্রীমত্যা অমুকী দাস্যাঃ" এই-রূপ স্বাক্ষর করিতে হয়। সুতরাং "শ্রীমতী দেবী" ও শ্রীমত্যা দেব্যাঃ" বা "শ্রীমতী দাসী" ও "শ্রীমত্যা দাস্যাঃ" এইরূপ নাম দস্তখৎ, সাধব্যবৈধব্য-অবস্থা-সূচক আইনের অন্তর্গত। অর্থাৎ এই আইন উল্লঙ্ঘন করিলে, সধবা বিধবা হইয়া যায় এবং উপযুক্ত টীকাকারের মতে বিধবাও সধবা হইয়া পড়ে!! বিজ্ঞগণ বুঝিয়া দেখিবেন যে, এইরূপ

শাস্ত্রকারগণের কিরূপ "টন্‌টনে জ্ঞান"!! যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর কলম চালাইতে পারেন, বিজ্ঞগণ তাঁহাদিগকে মূর্খ বলিতে কিরূপে সাহসী হইতে পারেন? বিজ্ঞগণ হয়তো প্রতিবাদচ্ছলে বলিবেন, "সে কি?" "শ্রীমতী দেবী" এই শব্দের অর্থ—শ্রীমতী দেবী স্বয়ং। আর শ্রীমত্যা দেব্যাঃ এই শব্দের অর্থ শ্রীমতী দেবীর। অর্থাৎ যদি কোন একখানি পত্র লিখিবার সময় সর্ব্বপ্রথমেই "সবিনয়নমস্কারনিবেদন" এইরূপ লিখিত হয়, তাহাহইলে পত্রের সর্ব্বশেষে নাম দস্তখৎ করিবার সময় "শ্রীমত্যাঃ সুশীলা দেব্যাঃ" এইরূপ লিখিতে হয়। কারণ, উপরে যে "সবিনয়নমস্কারনিবেদন" এইরূপ পাঠ লেখা হইয়াছে, সেই সবিনয় নমস্কারপূর্ব্বক নিবেদনটি কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ নীচে লিখিতে হয় "শ্রীমত্যাঃ সুশীলা দেব্যাঃ", অর্থাৎ শ্রীমতী সুশীলা দেবীর। শ্রীমতী ও দেবীশব্দের ষষ্ঠীর একবচনে শ্রীমত্যাঃ ও দেব্যাঃ এইরূপ প্রয়োগ হয়। আর যে পত্রে "সবিনয়নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদন" ইত্যাদিরূপ পাঠ না লিখিয়াই একেবারেই সর্ব্বপ্রথমে অর্থাৎ "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্‌" না লিখিয়াই একেবারে "প্রিয়-

তমে দিদি! তুমি কেমন আছ? ইত্যাদিরূপে যদি একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে সেই পত্রের নিম্নে "শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী" এইরূপ শুদ্ধ নামটী মাত্র লিখিতে হয়। কারণ, শ্রীমতী ও দেবী এই দুইটি পদ, সৌদামিনী এই পদের বিশেষণ। সৌদামিনী এই পদটি কর্ত্তাকারক। লিখিতেছেন বা নিবেদন করিতেছেন ইত্যাদিরূপ উহ্য ক্রিয়া পদের কর্ত্তা। আর উপরে কোনরূপ পাঠ না লিখিয়া সর্ব্বশেষে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী এইরূপ যে একটি নাম লিখিত হয়, তাহার সহিত পত্রস্থ কথাগুলির সম্বন্ধ অর্থ তো একটা কিছু থাকা চাই? "দিদি! ঠাকুরজামাই, তোমার কয়ভরি তাগা গড়াইয়া দিয়াছেন?" ইত্যাদি পত্রলিখিত কথার সহিত নিম্নলিখিত "শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী" এইরূপ পদের অর্থই এই যে, "শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী" ঐরূপ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন; কিম্বা অন্য কোনরূপ পারিবারিক সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন বা নিবেদন করিতেছেন। এই তো ব্যাপার! ইহাতে সধবা বিধবার কথা

যে কোথা হইতে "আমদানী" হইল, তাহা ৺ভগবতী সরস্বতীর সমগ্র ভাণ্ডারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইরূপ "শর্ম্মা" ও শর্ম্মণঃ" এবং "মিত্র দাস" ও "মিত্র দাসস্য" ইত্যাদি পদও উক্তবিধ শাস্ত্রকারগণের উত্তালতরঙ্গ-মস্তিষ্কসাগরোত্থিত উদ্ভট ব্যাকরণের অমৃতময় সূত্রের অনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে পুরুষ বিপত্নীক হইলে "শর্ম্মণঃ" এইরূপ লিখিতে হয়। আর সপত্নীক হইলে "শর্ম্মা" এইরূপ লিখিতে হয়। ধন্য তাঁহাদের শাস্ত্র রচনানৈপুণ্য!! প্রাচীন, সুসভ্য, সুশিক্ষার আকর ভারতবর্ষের যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, এবম্বিধ স্বাধীন শাস্ত্র রচনাই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত!!

যাহারা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, তাহারা সনাতন বেদোক্ত আর্য্য ধর্ম্মের বিরোধী। তাহারা আর্য্য সন্তান বলিয়া বৃথা অভিমান করে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ও লজ্জার বিষয় এই যে, তাহারা জানে না যে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অমূল্যধন বেদের কতকগুলি মন্ত্র স্ত্রীলোক দ্বারাই সঙ্কলিত হইয়াছে। ভারতের আর্য্য নারীগণ বেদের মন্ত্র পর্য্যন্ত সংকলন করিয়া

গিয়াছেন। সামান্য লৌকিক শাস্ত্র রচনার কথা তো দূরের কথা। তাঁহাদের সঙ্কলিত মন্ত্র পাঠ করিয়া কত শত শত পুরুষ মহর্ষি কৃতকৃত্য ও ধন্য হইয়া গিয়াছেন। যে দেশে বেদ বেদান্ত উপনিষদের ও অষ্টাদশ পুরাণের পঠনপাঠনপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে, সে দেশের কতকগুলি লোক যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে ইহা তো স্বাভাবিক। বেদ পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের পঠন পাঠন-প্রথা দেশ মধ্যে বিলুপ্ত হওয়াতে দেশের যে ভয়ঙ্কর অনিষ্টাপাত হইয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আর্য্য শাস্ত্র সমূহের অধ্যয়নঅধ্যাপনপদ্ধতি যদি বিলুপ্ত না হইত তাহা হইলে ভারতীয় আধুনিক অশিক্ষিত নর নারী জালবদ্ধ মীনের ন্যায় কুসংস্কার-জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িত না। পরিবর্ত্তনশীল কালের কুটিলচক্রে লোক যে কিরূপ ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে বিস্মিত হইতে হয়!! এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বদেশে কাল মাহাত্ম্যে অত্যুচ্চ অভ্যুন্নতি-শৈলশিখরে সমারূঢ় জাতি, অতল পাতাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এবং পক্ষান্তরে, আমমাংসভোজী, তরুত্বক্-পরিধায়ী,

ভীষণ-শ্বাপদ-সঙ্কুল-অরণ্যগিরি-গহ্বর-নিবাসী, ধর্ম্ম-জ্ঞানবিহীন, সদাচারবর্জ্জিত, বর্ব্বর অসভ্য অনার্য্য জাতিও, সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে, এই কথা ঐতিহাসিক মহাত্মাদিগের গভীরগবেষণা-প্রসূত তথ্য সম্বাদে আমরা অবগত হইয়া থাকি। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারত মাতার উজ্জ্বল রত্নসন্তান কবিকুলচূড়ামণি পূজ্যপাদ মহাকবি কালি-দাস, স্বীয় অমূল্যরত্ন অভিজ্ঞানশকুন্তলনাটকে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

যাত্যেকতো হস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্
আবিষ্কৃতো হরুণপুরঃসর একতোহর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥

অর্থাৎ যে তৃণ শস্য লতা গুল্ম ফল ও ওষধি সেবন করিয়া লোক প্রাণ ধারণ করে, সেই তৃণ শস্যাদি পদার্থের জীবনরক্ষক, রসসঞ্চারক, পুষ্টি-বর্দ্ধক, তমো নাশক, জগৎ প্রকাশক, সুশীতলকিরণ-বর্ষী অত্যুচ্চগগণমার্গবিহারী চন্দ্রদেব, প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে অস্তমিত হইয়া যান। তিনি

অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পর, প্রখরকিরণমালী মহাপ্রভাবশালী জ্যোতির্লোকাধিপতি সূর্য্যদেব আকাশমার্গে উদিত হন্। কিন্তু সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঈদৃক প্রভাববান প্রভাকরও, অস্তমিত হইয়া যান্। এই চন্দ্রসূর্য্যের যুগপৎ উত্থান পতন দেখাইয়া ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিদিন এই শিক্ষা দিতেছেন যে, এ জগতে সকল জাতিরই উত্থান পতন ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বোপরিস্থ চন্দ্রসূর্য্য দেবতা দ্বয়েরও যখন ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে, তখন মনুষ্য জাতির উত্থানপতনদর্শনে বিস্মিত হওয়া বৃথা।

যে ভারতের স্ত্রীজাতি, একদা বেদের মন্ত্র সংকলন করিয়াছিল, আধ্যাত্মিকতত্বশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিল, যে ভারতের স্ত্রীলোকের মহাপ্রতিভাদর্শনে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; জ্ঞানি-কুল-শিরোমণি রাজর্ষি জনক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন, যে ভারতের স্ত্রীজাতির ব্যাকরণজ্ঞানদর্শনে মহর্ষি পাণিনি ও পতঞ্জলি প্রীত হইয়া ব্যাকরণপাণ্ডিত্যসূচক নানা-বিধ উপাধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন—নানা

বিশেষণে নারীগণকে বিশেষিত করিয়া গিয়াছেন, অধুনা সেই স্ত্রী জাতির হৃদয়ে এই কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সধবা হইলেই "শ্রীমতী ও দেবী" এই রূপ লিখিতে হয় ও বিধবা হইলে "শ্রীমত্যা ও দেব্যা" এইরূপ লিখিতে হয়। আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র হেমাদ্রিগ্রন্থ কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে দুন্দুভিনাদে বলিয়াছেন যে, নারীজাতি সধবা বা বিধবা হইবার পূর্ব্বেই অন্ততঃ কৌমার অবস্থায় বিদ্যা শিক্ষা করিবে। যে কুমারী বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই কুমারীই পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। হেমাদ্রি বলিতে-ছেন :—

কুমারীং শিক্ষয়েৎবিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌনিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যানদাপ্রোক্তা যা বিদ্যামধি গচ্ছতি॥
ততো বরায় বিদুষে দেয়াকন্যামনীষিভিঃ।
এষ সনাতনঃ পন্থাঋষিভিঃপরিগীয়তে॥
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা কন্যাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

অর্থাৎ কুমারীকে বিদ্যাশিক্ষা দান করা উচিত কোন্ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নে

উত্তর দিবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন—ধর্ম্ম ও নীতি বিদ্যা শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ মুর্গীর গল্প, শূকরের উপাখ্যানাদি না পড়াইয়া স্ত্রীধর্ম্মজীবন সংগঠন করিবার জন্য কুমারীগণকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবে। কুরুচিকর "নভেল" নাটক থিয়েটারী টপ্পা ও খেঁউড়, না শিখাইয়া সুনীতিশিক্ষা দেওয়া উচিত। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লোপামুদ্রা, দাক্ষায়ণী প্রভৃতি পবিত্রচরিত্রা আর্য্যমহিলা দেবী-গণের সৎদৃষ্টান্ত সমূহ, যে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতি শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, সেই সকল শাস্ত্রশিক্ষা দান করিলে পিতা মাতা শ্বশুর শ্বশ্রূ স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া কুমারীগণ, পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বয়োঃ কল্যানদা প্রোক্তা যাবিদ্যামধিগচ্ছতি।

অর্থাৎ যে কুমারী বিদ্যালাভ করে, সেই কুমারীই উভয় কুলের কল্যানদায়িনী হয়। শুদ্ধ কেবলমাত্র ধোপার খাতা ও প্রোষিত-স্বামি-সকাশে প্রেমপত্র লিখিবার জন্য কুমারীগণকে শিক্ষা দিতে শাস্ত্র

কখনও অনুমোদন করেন্ না। যখন ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে কুমারী সুশিক্ষিতা হইবে, তখন এক বিদ্বান্ বরের করে তাহাকে সমর্পন করিবে। ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা কুমারীকে মুর্খবরের করে সমর্পণ করিবে না। আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-তীর্থ-দর্শন-নিষ্ঠাবৃত্তি-তপো-দান-বিহীন একটি আধুনিক কুলীনকে পঞ্চ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়া পিতা, কন্যার জীবনের সর্ব্বনাশ সংসাধন করিবে না। ইহাই শ্লোকের ভাবার্থ। ইহা আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্ত্তক বক্তৃতা বাগীশদিগের কথা নয়, এষ সনাতনঃপন্থা ঋষিভিঃ-পরিগীয়তে। ইহা অতি প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিদিগের পথ। পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষিগণ এই পথ আশ্রয় করিয়াছেন। এই সুপ্রশস্ত নিষ্কণ্টক পথের গৌরব, প্রাচীন মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উচ্চরবে দুন্দুভিনাদে বিঘোষিত হইয়াছে। যে কুমারী, পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহা জানে না, পতির মর্য্যাদা জানে না, ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে কিরূপ শাসন বাক্য লিখিত আছে, তাহা জানে না, ঈদৃশী কন্যার বিবাহ দেওয়া পিতার কখনই উচিত কার্য্য নয়।

সীতা, সূর্য্যবংশোদ্ভব সম্রাট্ শ্বশুরের অত্যুচ্চ প্রাসাদে মণিমাণিক্যাদিমহামূল্যবস্তু-সমলঙ্কৃত কক্ষ, রত্নময় পল্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, উত্তমোত্তম খাদ্য দ্রব্য সমূহ, অসংখ্য দাসদাসী, স্বর্ণময় শিবিকা, দোলা, হস্তি-রথাদিযান-বাহন, এবং অন্যান্য সুখোপভোগ্য বস্তু সকল পরিত্যাগ করিয়া পতি দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের সহিত ভীষণবন্যজন্তু-সমাকীর্ণ, কণ্টকাচ্ছন্ন, খাদ্যপেয়াদিবর্জ্জিত মহারণ্য মধ্যে গমন করিয়া পতিসেবা করিয়াছিলেন। পতি-বিহীন শ্বশুরালয়ে তাঁহার অনাদর ও অযত্নের সম্ভাবনা হইলে তিনি, পিতৃদেব মহারাজ জনকের মিথিলারাজধানীস্থ প্রাসাদে অনায়াসেই যাইতে পারিতেন। এই মহাসুখকর উভয় রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পতির সুখে সুখিনী ও পতির দুঃখে দুঃখিনী হইবার জন্য পতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। পতি, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে চলিতে চলিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, এবং কোন বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া যখন শান্তি-সুখ অনুভব করিতেন, তখন সাধ্বী সীতা দেবীও, পতির সহিত অতুল শান্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। ঈদৃক্

পতি-পত্নী-চরিত্র-সম্বলিত পুণ্য ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষ দান না করিয়া পিতা, কন্যার বিবাহ যেন না দেন্‌ এই কথা, ধর্ম্ম শাস্ত্রকার অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন। আবার মহানির্ব্বাণতন্ত্র ও বলিতেছেন ঃ—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ। দেয়াবরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥

কন্যাকে যেমন লালন পালন করা উচিত, তদ্রূপ, অতি যত্নের সহিত তাহাকে শিক্ষাদান করাও মহা উচিত কার্য্য। কন্যাকে ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে সুশিক্ষিতা করিয়া একটি বিদ্বান পাত্রের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবে। পাত্রী যদি বিদুষী হয় আর পাত্র যদি বিদ্বান না হয়, তাহা হইলে উভয়ের পরস্পর মনের মিলন হয় না। সংসারে শান্তি রসের অনুভব হয় না। সুতরাং বিদুষী পাত্রীকে বিদ্বান পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবার বিধি, বহু শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য ললনারা, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল যত্নসহকারে পাঠ করিতেন। এবং ঐ সকল

শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপে ব্যুৎপন্না ছিলেন। ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধবে কামন্দকী বলিতেছেন—

ইতরেতরানুরাগোহি দারকর্ম্মণি পরার্দ্ধ্যং মঙ্গলং গীতশ্চায়-মর্থোহঙ্গিরসা, যস্যাং বাঙ্মনশ্চক্ষুষোরনুবন্ধ স্তস্যাং সমৃদ্ধিরিতি॥

অর্থাৎ বিবাহ সময়ে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগপ্রদর্শনই ভাবি-মহামঙ্গল-সূচক লক্ষণ। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন যে, যে নারী বিবাহ সময়ে বাক্য মন ও চক্ষু দ্বারা বরের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তিনিই অতি সৌভাগ্যবতী বর-বর্ণিনী। কামন্দকী প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্য মহিলারা আধুনিক অনেক বঙ্গীয় স্মার্ত পণ্ডিতের ন্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-সংগৃহীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব পাঠ করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ শেষ করিতেন না। কিন্তু প্রাচীন মহর্ষিদিগের মূলগ্রন্থসকল যথাবিধি পাঠ করিতেন, স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন, এবং প্রমাণ প্রদর্শনের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ মহর্ষি বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতে পারিতেন। পূর্ব্ব-কালে স্ত্রীলোক ও পুরুষ, এক গুরুর নিকট একত্র উপবেশন পূর্ব্বক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মালতী

মাধবে, কামন্দকী লবঙ্গিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ঃ—

অয়ি! কিংন বেৎসি, যদেকত্র নো বিদ্যাপরিগ্রহায় নানা-দিগন্তবাসিনাং ছাত্রাণাংসাহচর্য্যমাসীৎ। তদৈবচ অস্মৎসৌদা-মিনীসমক্ষং অনয়োভু্রিবসুবেদরাতয়ো বৃত্তেয়ং প্রতিজ্ঞা, অবশ্য মাবাভ্যামপত্যসম্বন্ধ কর্ত্তব্য ইতি।

অর্থাৎ অয়ি প্রিয় সখি! লবঙ্গিকে! তুমি কি জান না? তোমার কি মনে পড়িতেছে না? যে, গুরুর নিকট একত্র বিদ্যাধ্যয়নকালে নানাদিগ্ দেশাগত ছাত্রবৃন্দের সহিত আমাদের একত্র সাহ-চর্য্য হইত। সকলে একত্র মিলিয়া এক গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিতাম। সেই সময়ে ভূরিবসু ও দেবরাত নামক দুইটী ছাত্র, আমাদের সৌদামিনীর সমক্ষে পরস্পর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহারা ভবিষ্যৎকালে একের পুত্রের সহিত অপরের কন্যার বিবাহ দিবে। পুরাকালে বৌদ্ধযুগে ও পৌরাণিক যুগে স্ত্রীলোক ও পুরুষ, এক গুরুর নিকট একত্র বসিয়া অধ্যয়ন করিত ; কাল ধর্ম্মে এই রীতি ইদানীং বিলুপ্ত হইয়াছে। পুরাকালে নারী জাতি কেবল মাত্র ব্যাকরণ সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্র প

করিয়া অধ্যয়ন শেষ করিতেন না, কিন্তু নির্ব্বাণমুক্তি তত্ত্বও যথাবিধি আলোচনা করিতেন। মালতী-মাধবে মালতী বলিতেছেন :—

কেন উন উবায়েন সম্পদং মরণনির্ব্বাণস্‌স অন্তরং সম্ভাবিস্‌সম্।

অর্থাৎ সম্প্রতি কি উপায়ে মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্য অবগত হইব ? অর্থাৎ যদি মরণ ও নির্ব্বাণ একই পদার্থ হইত, তাহা হইলে মালতীর হৃদয়ে মরণ ও নির্ব্বাণের পার্থক্যাবগতির ইচ্ছা উদিত হইত না। মরণ ও নির্ব্বাণ এক পদার্থ নয়, তাই মালতী, এই উভয়ের পার্থক্যাবগতির জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। কামন্দকীর অন্তেবাসিনী সৌদামিনী প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, তারপর গুরুসেবা, তপস্যা, তন্ত্র মন্ত্র যোগাদি অনুষ্ঠান দ্বারা অলৌকিক সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীনকালে ভারতের আর্য্যমহিলারা ঋষি-প্রণীত সূক্ষ্মবুদ্ধিগম্য দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়াও "কৃতার্থ হইলাম" বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহাদের শাস্ত্রপিপঠিষা এতই প্রবল ছিল যে, দর্শনাদি শাস্ত্রের মূলশাস্ত্র পরমেশ্বর-নিঃশ্বাস-সম্ভূত, সর্ব্ব-

জ্ঞানাকর ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব বেদ, বেদান্ত ও উপনিষৎ শাস্ত্র পর্য্যন্তও অধ্যয়ন করিতেন। ঈদৃক্ শাস্ত্রাধ্যয়ন কালে তাঁহাদের ছাত্রীজীবনের কঠোর প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসায় ও ক্লেশসহনশক্তির এক একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার সহস্রাংশের একাংশও আধুনিক উচ্চশিক্ষাভিমানি-নরনারীগণ, অদ্যাপি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ঋষিদিগের আশ্রমে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিতেন। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের দ্বিতীয় অঙ্কে মহর্ষি বাল্মীকির অন্তেবাসিনী তপস্বিনী আত্রেয়ীকে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ—

আর্য্যে আত্রেয়ি! কুতঃ পুন রিহাগম্যতে?

আর্য্যে অত্রেয়ি! আপনি কি জন্য এই তপোবনে আসিয়াছেন? আপনার এই দণ্ডকারণ্য পর্য্যটনের উদ্দেশ্যই বা কি?

আত্রেয়ী বলিতেছেন ঃ—

অস্মিন্নগস্ত্যপ্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকিপার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥

অর্থাৎ এই দণ্ডকারণ্যপ্রদেশে সুমধুর তারস্বরে গীয়মানসাম্ববেদপারদর্শী আর্য্যাচার্য্য অগস্ত্যপ্রভৃতি মহাপণ্ডিত মহর্ষিগণ বাস করেন। তাঁহাদের নিকট বেদ বেদান্ত উপনিষদাদিশাস্ত্রসমূহ পাঠ করিবার জন্য মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম হইতে পর্য্যটন করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন :—

যদা তাবৎ অন্যেপিমুনযস্তমেবহি পুরাণ ব্রহ্মবাদিনং প্রাচেতস মৃষিং ব্রহ্মপারায়ণায় উপাসতে, তৎকোঽয়ম্ আর্য্যায়াদীর্ঘবাস প্রয়াসঃ।

অর্থাৎ যখন অন্যান্য মুনিগণও, সেই প্রাচীন বেদাধ্যাপক মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আদ্যোপান্ত বেদবেদান্তাদি অধ্যয়নার্থ তথায় তাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই দণ্ডকারণ্যে দীর্ঘকাল বাস করিবার জন্য আপনার এত প্রয়াস কেন? আত্রেয়ী বলিলেন :—

তত্র মহান্ অধ্যয়ন প্রত্যূহ ইতি দীর্ঘ প্রবাসঃ অঙ্গীকৃতঃ।

অর্থাৎ সেখানে অধ্যয়নের বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য এই দণ্ডকারণ্য অধ্যয়নার্থ

দীর্ঘ প্রবাস স্বীকার করিতে হইয়াছে। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—কীদৃশঃ, কি প্রকার বিঘ্ন ? ব্যাপারটা কি ?

আত্রেয়ী বলিলেন—

তস্য ভগবতঃ কেনাপি দেবতাবিশেষেণ সর্ব্বপ্রকারাদ্ভুতং স্তন্যত্যাগমাত্রেকে বয়সি বর্ত্তমানং দারকদ্বয়ম্ উপনীতম্। তৎখলু ন কেবলম্ ঋষীণাম্, অপিতু সচরাচরাণাং ভূতানাম্ আন্তরাণি তত্ত্বানি উপস্নেহয়তি।

অর্থাৎ দুইটি শিশু, কোন এক দেবতা-বিশেষ-কর্ত্তৃক ভগবান বাল্মীকি মুনির নিকটে আনীত হইয়াছে। তাহারা দুইটি অতি ক্ষুদ্র শিশু। সবে মাত্র মাতৃ-স্তন-দুগ্ধ-পানাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছে। ঐ শিশুদ্বয়কে দেখিলে, কেবল মাত্র ঋষিদের কেন, জগতের সকল প্রাণীর হৃদয়েই স্নেহ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, তয়োর্নাম সংবিজ্ঞানমস্তি ? ঐ শিশুদ্বয়ের নাম স্মরণ আছে কি ? আত্রেয়ী বলিলেন—

তয়ৈব কিল দেবতয়া তয়োঃ কুশলবৌ ইতি নামনী প্রভাবশ্চ আখ্যাতঃ।

সেই দেবতা বিশেষই ঐ শিশুদ্বয়ের কুশ ও

লব এই দুইটি নাম ও তাহাদের প্রভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন— কীদৃশঃ প্রভাবঃ? কি রকম প্রভাব? আত্রেয়ী বলিলেন—

তয়োঃ কিল সরহস্যজৃম্ভকাস্ত্রাণি আজন্মসিদ্ধানীতি।

প্রয়োগ-সংহার-মন্ত্রদ্বয়যুক্ত জৃম্ভক নামক অস্ত্র-বিদ্যা, ইহাদের জন্মকাল হইতেই অভ্যস্ত। অর্থাৎ একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই অস্ত্র প্রয়োগ করিলে বিপক্ষীয় সৈন্যসকল অচেতন হইয়া চিত্রার্পিত মূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ ও অচল হইয়া পড়ে। তখন অতি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। এবং সংহারকালে আর একটী মন্ত্র পাঠ করিলে ঐ অস্ত্রটি পুনরায় স্বামি-সমীপে ফিরিয়া আইসে। বাসন্তী বলিলেন, ইতি ভোশ্চিত্রম্। ইহাতো বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আত্রেয়ী বলিলেন—

তৌচ ভগবতা বাল্মীকিনা ধাত্রীকর্ম্মবস্তুতঃ পরিগৃহ্য পোষিতৌ পরিরক্ষিতৌ চ। বৃত্তচূড়ৌচ ত্রয়ীবর্জ্জম্ ইতরা বিদ্যাঃ সাবধানেন পরিপাঠিতৌ। সমনন্তরঞ্চ গর্ভৈকাদশে বর্ষে ক্ষাত্রেণ কল্পেন উপনীয় গুরুণা ত্রয়ীবিদ্যা মধ্যাপিতৌ। নহ্যেতাভ্যাম্ অতি প্রদীপ্ত প্রজ্ঞামেধাভ্যাম্ অস্মদাদেঃ সহাধ্যয়নযোগোঽস্তীতি।

অর্থাৎ ভগবান্ বাল্মীকি মুনি ঐ শিশুদ্বয়ের ধাত্রী কর্ম্ম ব্যাপার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি শৈশব কাল হইতেই উহাদিগকে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। উহাদের চূড়া কর্ম্ম সংস্কার সম্পা-দনপূর্ব্বক তিনটি বেদ বাদ দিয়া অন্যান্য বহু বিদ্যা মহাযত্নের সহিত উহাদিগকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন। তৎপরে, একাদশ বর্ষ বয়সে ক্ষত্রিয়োচিত বিধি অনু-সারে উহাদের উপনয়ন সংস্কার সম্পাদন করিয়া, গুরুদেব ঐ শিশুদ্বয়কে ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিনটি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছেন। ঐ শিশুদ্বয়ের বুদ্ধি ও মেধা এতই প্রখর, যে তাহাদের সহিত এক সঙ্গে অধ্যয়ন করা অস্মদাদির পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য এই দূরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র অধ্যয়-নার্থ আসিয়াছি। আত্রেয়ীর পিপঠিষা এতই প্রবল যে, বাল্মীকি মুনির আশ্রমে নিজ পাঠের বিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে তথায় আলস্যে সময় নষ্ট না করিয়া সিংহব্যাঘ্রাদি ভীষণ জন্তুসমাকীর্ণ অরণ্যানী, নদ, নদী, দুর্গম গিরিবর্ত্ম ও নানাদেশ পদব্রজে উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূরবর্ত্তী দণ্ডকারণ্যে অধ্যয়নার্থ

আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে দণ্ডকারণ্যে বহুসংখ্যক উদ্গীথবিদ্যাবিশারদ নিগমান্তবিদ্যা-পারদর্শী অগস্ত্যপ্রভৃতি মহর্ষিগণ বাস করিতেন। সেখানে তাঁহাদের মধুর তারস্বরে গীয়মান সামবেদ মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ বন্য জন্তুগণও মুগ্ধ হইয়া পড়িত, চিত্রার্পিতবৎ নিষ্পন্দ হইয়া পড়িত, এবং মৃগশশকাদি শান্তশিষ্ট পশু-দিগের সহিত স্ব স্ব স্বাভাবিক আজন্মসিদ্ধ বৈরভাব পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিত। সেই স্বর্গাদপি গরীয়ান্ পুণ্যময় দণ্ডকারণ্যে নভেল বা বাজে সামাজিক গল্প পুস্তক অধীত ও অধ্যাপিত হইত না। হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র প্রভৃতি রস, মুনিগণ-হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে মোটেই সমর্থ হইত না। শান্তিরস, ঐ সকল রসের উৎপাটয়িতা দণ্ডস্বরূপ হইয়া দণ্ডকারণ্যে পূর্ণরূপে বিরাজ করিত। এই শান্তিরস-নির্ঝরিণী-প্রপাত-সিক্তদণ্ডকারণ্যে মুনিগণ, সুমধুর তারস্বরে সামগান করিয়া এক অদ্বিতীয় পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতেন। সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, বায়ু, অত্যুচ্চ গিরি সমূহ, বিশাল ভূমণ্ডল এবং অতলস্পর্শ মহাসাগরের

স্রষ্টা, আদিশিক্ষক, অনাদি, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, অণু হইতেও অণীয়ান্, মহৎ হইতেও মহীয়ান্, সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের তত্ত্বশিক্ষা-রূপ উচ্চশিক্ষা এখানে প্রদত্ত হইত। ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, তিত্তিরি, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, এবং বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি উপনিষদের উচ্চশিক্ষা, এই মহাপবিত্র অরণ্যে মুনিগণ কর্ত্তৃক বিতরিত হইত। এই উচ্চতম পারমেশ্বরিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা-সূর্য্যের নিকট আধুনিক কল্পিত উচ্চশিক্ষা, খদ্যোতের ন্যায় বিবেচিত হইয়া থাকে। পরমাত্ম-তত্ত্ব-শিক্ষা হইতে অন্যবিধ উচ্চশিক্ষা এ জগতে আর কি হইতে পারে?

"তস্মিন্ বিদিতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" (বেদ)।

অর্থাৎ সেই পরমাত্মতত্ত্ব, সম্যকরূপে বিদিত হইলে সমস্ত বস্তু-বিজ্ঞানই আয়ত্ত হইয়া যায়। এই জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে বলিয়া-ছিলেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্", (গীতা) আমি সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যাস্বরূপ। আত্ম-তত্ত্ববিদ্যাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

এই জন্যই আত্রেয়ীপ্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয়

আর্য্যমহিলারা অন্যবিধ জড়বিজ্ঞান শিখিবার জন্য তাদৃক যত্নবতী হইতেন না। কিন্তু যে বিজ্ঞান-শিক্ষা লব্ধ হইলে সর্ব্ববিজ্ঞান আয়ত্ত হয়, তাদৃক্-বিজ্ঞানশিক্ষার্থ গুরুতর ক্লেশ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একস্থানে অধ্যয়নের অসুবিধা ঘটিলে স্থানান্তরে গিয়াও অধ্যয়ন করিতেন। পথক্লেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যে বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন, প্রাণান্তেও তাহা ত্যাগ করিতেন না। নগরের পাপময় কোলাহল, পবিত্রতম দণ্ড-কারণ্যে প্রবেশ করিতেই পারিত না। সেখানে অগস্ত্যপ্রভৃতি মহাপ্রভাব মহর্ষিগণ এবং প্রাতঃ-স্মরণীয়া পবিত্রচরিত্রা আদর্শপতিব্রতা বিদুষী লোপামুদ্রা প্রভৃতি মহর্ষিপত্নীরা পারমেশ্বরিকতত্ত্ব-শিক্ষা-দানে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহাদের অন্তে-বাসী মুনিগণ ও অন্তেবাসিনী তপস্বিনীরা স্ব স্ব ধর্ম্মজীবন সংগঠন করিতেন। সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল এবং মৃগ শশকাদি নিরীহ প্রাণি-বর্গ, তাঁহাদিগের শান্ত দান্ত স্বভাবের অনুকরণ শিক্ষা করিত। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ভয় ঈর্ষা বিষাদপ্রভৃতি মানসিক

বিকারসমূহ, তাঁহাদের হৃদয়ে তাণ্ডব নৃত্য করিতে পারিত না। উহারা নাগরিক লোক-হৃদয়ে এবং অভিধান পুস্তকে আশ্রয় লাভ করিত। সেই মহা পবিত্র দণ্ডকারণ্যে লোপামুদ্রাপ্রভৃতি ধর্ম্ম-নীতি-শিক্ষিতা সাধ্বীদিগের সতীত্বের মহাপ্রভাববশতঃ ধর্ম্মরাজকেও মহাভীত ত্রস্তভাবে মহামুনিগণ সমীপে ধর্ম্মশিক্ষার্থ প্রবেশ করিতে হইত।

### সুলভা।

একদা সুলভানাম্নী এক নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণী রাজকন্যা মহারাজ জনকের পণ্ডিত-মণ্ডলী-সমলঙ্কৃত রাজসভায় উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে?

সুলভা উত্তর দিলেন,—

> সাহং তস্মিন কুলে জাতা ভর্ত্তর্য্যসতিমদ্বিধে।
> বিনীতা মোক্ষধর্ম্মেষু চরাম্যেকা মুনিব্রতম্॥

অর্থাৎ আমি উচ্চ রাজন্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ব্রহ্মচর্য্যব্রত-সমাপ্তির পর পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য দ্বিতীয় গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার উপযুক্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-মেধাদি-সদ্গুণসম্পন্ন পাত্র না পাও-

য়াতে আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমি নির্ব্বাণমুক্তি-প্রাপ্তি-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া একাকিনী মুনিধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। এই সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বিনী সুলভা নির্ব্বাণমোক্ষ শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। মহারাজ জনক, এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী সুলভার নিকট মোক্ষপ্রাপ্তিবিষয়ক বহু সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। আজন্ম তত্ত্ব-জ্ঞানী মহাত্মা শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুরও শিক্ষা-দাতা, সেই বিখ্যাত জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মহারাজ জনক, একটী মহিলার নিকট অমূল্য উপদেশ লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন। অহো ধন্য ধন্য সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ! যে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের নিকট ব্যাসপুত্র-শুকদেবের গুরু, মহা-রাজ জনক, মোক্ষোপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া-ছিলেন, ধন্য ধন্য সেই ভারতের আর্য্য মহিলাজাতি! মহারাজ জনক, স্বয়ং একজন জীবন্মুক্ত মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার রাজসভা, যাজ্ঞবল্ক্যপ্রভৃতি মহামহাচার্য্য মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সদা সমলঙ্কৃত থাকিত। সেখানে সাধারণ পল্লবগ্রাহী "ভবঘুরে" ব্যক্তি পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিত না। কোন এক শাস্ত্রে

অনন্যসাধারণ বিদ্বত্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তি রাজসমীপে আসনই পাইত না। তাদৃক্ সভায় তাদৃশ মহারাজের সহিত ঈদৃকরূপে প্রশ্নের উত্তর প্রত্যুত্তর করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। একদা দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাবিয়োগে অধীর হইয়া সীতান্বেষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি ও লক্ষ্মণ বনমধ্যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্ম-চারিণী মহাবিদুষী শবরীকে দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভট্টিকাব্যে ষষ্ঠ স্বর্গে লিখিত আছে :—

শুদ্ধতারামিব খ্যাতাং শবরীমাপতুর্ব্বনে ॥
বসানাং বল্কলেশুদ্ধে বিপুষ্যৈঃ কৃতমেখলাম্।
ক্ষামা মঞ্জনপিণ্ডাভাং দণ্ডিনীমজিনাম্বরাম্ ॥
প্রগৃহ্যপদবৎ সাধ্বীং স্পষ্টরূপামবিক্রিয়াম্।
অগৃহ্যাং বীতকামত্বাৎ দেবগৃহ্যা মনিন্দিতাম্॥
ধর্ম্মকৃত:রতাং নিত্যম্ অবৃষ্যফলভোজনাম্।
দৃষ্টাতামমুচদ্রামো যুগ্যায়াত ইবশ্রমম্॥
সতামুচে হ্থ কচ্চিৎত্বম্ অমাবাস্যা সমুন্নয়ে!
পিতৃণাং কুরুষে কার্য্যম্ অবাচ্যৈঃ স্বাদুভিঃ ফলৈঃ॥
অবশ্যপাব্যং পবসে কচ্চিৎত্বং দেবভাক্ হবিঃ।
আসাব্য মধ্বরে সোমং দ্বিজৈঃ কচ্চিৎ নমস্যসি ॥
আচম্য সন্ধ্যয়োঃ কচ্চিৎ সম্যক্তে ন প্রহীয়তে।

কচ্চিদগ্নিমিবানার্য্যং কালে সংমন্তসেহতিথিম্ ॥
কৃতওপাষ্যবতাং কচ্চিৎ অগ্নিচিত্যাবতাং তথা।
কথাভীরমসে নিত্যম্ উপচায্যবতাং শুভে ॥
নাম্নাস্যাসিতপস্যন্তী গুরূন্ সম্যক্ অতূতুষঃ।
যমাম্লোদবিজিষ্ঠাস্তুং নিজায় তপসেহতুষঃ ॥

অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যসুসিদ্ধিকরী পুষ্যা নাম্নী জগদ্বিখ্যাত তারার ন্যায় সর্ব্বসিদ্ধিসম্পাদিনী, শুদ্ধা, পুণ্যবতী, বল্কলপরিধায়িনী, মুঞ্জ-মেখলাশালিনী যোগাভ্যাসক্ষীণকলেবরা, পলাশদণ্ডবতী, মৃগচর্ম্মোপবিষ্টা, নির্ব্বিকারা, সাধ্বী, কৌটিল্য-খলতাদি দোষ-বর্জ্জিতা, দেবপক্ষপাতিনী, অনিন্দিতা, সদা ধর্ম্মকর্ম্মব্যাপৃতা, ইন্দ্রিয়ের অবিকারজনকফল-মূলাহারিণী, মহাবিদুষী শবরীর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ, নিবিড় বন-ভ্রমণজনিত শ্রান্তি দূর করিলেন। সেই আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক শবরীকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের বোধ হইল, যেন তাঁহারা দুই ভ্রাতা দিব্য, "জুড়ী গাড়ী"তে আরোহণ করিয়া সেই আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। পদব্রজে অরণ্য-ভ্রমণ-জনিত সমস্ত ক্লেশ তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন :—

আপনি অমাবস্যাতিথিতে পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে উত্তমোত্তম সুস্বাদু ফলাদি দ্রব্য দ্বারা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন ত? ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দের প্রীত্যর্থে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করেন্ ত? ব্রাহ্মণদিগের সহিত যজ্ঞে সোমলতাকে নমস্কার করেন ত? প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা কালে আচমনাদি ক্রিয়া যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় ত? অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদিগের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-কথা শ্রবণে ও আলাপে সদারত থাকেন্ ত? তপশ্চরণে ক্লেশ বোধ করেন না ত? আপনার শিক্ষা-দীক্ষার আচার্য্য গুরু-দিগকে সম্যক্‌রূপে সন্তুষ্ট করিয়াছেন ত? যমের ভয় পরিত্যাগ করিয়াছেন ত?

শবরী উত্তর দিলেন—ভগবন, সকল বিষয়েই কুশল জানিবেন। ভাট্টিকাব্যের এই শ্লোকগুলি দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রী লোকেরও যোগাভ্যাস, মুঞ্জ-মেখলা ধারণ, মৃগচর্ম্মো পরি উপবেশন, অমাবাস্যাদি পুণ্যতিথিতে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পৈত্র ক্রিয়ানুষ্ঠান, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হোমানুষ্ঠান, এবং জ্ঞানী দার্শনিক সাধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আলোচন

করিবার অধিকার পূর্ব্বে ছিল। স্ত্রী জাতিও, তত্ত্ব-জ্ঞানবলে নিতান্ত দুর্দ্দান্ত কৃতান্তের আত্যন্তিক ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারিত, এবং পরমেশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ও, অন্বেষণীয়া মান্যা ও আদরণীয়া হইতে পারিত। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক স্বয়ং পূজা করিত, হোম করিত, বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিত। পুরোহিতের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অকালে অপ্রশস্তক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠান পণ্ড করিত না। পুরোহিত মহাশয়, দুই এক দণ্ড মাত্র স্থায়ী শুভতিথির মধ্যে ছাপ্পান্ন ঘর যজমানের লক্ষ্মীপূজা সারিয়া পাছে ধর্ম্মকৃত্য পণ্ড করেন, এই ভয়ে পুরা-কালের স্ত্রীলোক যথা সময়ে বিহিত ক্ষণে স্বয়ংই ধর্ম্মকৃত্য অনুষ্ঠান করিত।

প্রাচীনকালের নারীরা জানিত যে, "বরমেকা হুতিঃকালে না কালে লক্ষ কোটয়ঃ"। অর্থাৎ প্রকৃত সময়ে অগ্নিতে এক আহুতি প্রদানও ভাল, কিন্তু অকালে লক্ষ লক্ষ কোটি আহুতিও কিছু নয়। প্রাচীনকালে স্বল্পবিত্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই যে কেবল ধর্ম্মকৃত্যানুষ্ঠান-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা নহে, অর্থাৎ পুরোহিতকে দক্ষিণা দিবার ভয়ে মধ্যম-

কিন্তু আর্য্য-মহিলারাই যে, কেবল স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাহা নহে, কিন্তু সম্রাট্-প্রাসাদে সম্রাট-পত্নীও, স্বয়ং হোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহারা বৈদিক মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। বাহ্যাড়ম্বরযুক্ত পুরোহিত মহাশয়কে ফাঁকি দিবার জন্য স্বয়ং যজনক্রিয়া করিতেন্ না। কারণ তাঁহাদের দানকীর্ত্তি সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ২০ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

সা ক্ষৌমবসনাহৃষ্টানিত্যং ব্রতপরায়ণা।
অগ্নিং জুহোতিস্ম তদা মন্ত্রবিৎকৃতমঙ্গলা॥

তৎকালে মঙ্গলাচারনিষ্ঠা সদা ব্রতপরায়ণ রাজ্ঞী কৌশল্যা, ক্ষৌমবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন। রামায়ণের ১৬ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ততঃ স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা মন্ত্রবিৎ বিজয়ৈষিণী।
অন্তঃপুরং সহ স্ত্রীভিঃ প্রবিষ্টা শোকমোহিতা॥

অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞা তারা, বালির জন্য

বিজয়াভিলাষিণী হইয়া স্বস্ত্যয়নকৃত্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তারপর যখন শুনিলেন যে; বালি, যুদ্ধে হত হইয়াছেন, তখন শোকে অধীর হইয়া অন্যান্য নারীদিগের সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ২৮ সূক্তটি, অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্যমহিলা কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সূক্তে ছয়টি মন্ত্র আছে ঃ—

প্রথম মন্ত্র ঃ—

সমিদ্ধোঽগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙউষস মুর্ব্বিয়া বিভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবা ঈলানা ঘৃতাচী॥ ১॥

অর্থাৎ অগ্নি সম্যকরূপে প্রজ্বলিত হইয়া দ্যোতমান অন্তরীক্ষে প্রদীপ্ত শিখা বিস্তার পূর্ব্বক প্রখর ভাব ধারণ করিয়াছেন। ঊষাকালে প্রশস্ত শিখা বিস্তার করিয়া অগ্নি অতীব শোভান্বিত হইয়াছেন। এই সময়ে ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা, হোম করিবার জন্য স্রুক্ নামক ঘৃতাধারপাত্রহস্তে, নানাবিধ স্তোত্রপাঠে, ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্তব করিতে করিতে, পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া ঈদৃক উত্তম-প্রজ্বলিত অগ্নির নিকট গমন করিতেছেন।

দ্বিতীয় মন্ত্র ঃ—

সমিধ্যমানা অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বং তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং য মিন্বস্যাতিথ্য মগ্নে নিচিধত্ত ইৎপুরঃ ॥ ২ ॥

অর্থাৎ হে অগ্নে, তুমি উত্তমরূপে প্রজ্বলিত হইয়া অমৃতোপরি আধিপত্য বিস্তার কর। তুমি হোতার মঙ্গলার্থ তাঁহার সমীপে বিদ্যমান হও। তুমি যে যজমানের সমীপে উপস্থিত হও, সে যজমান, সমগ্র ধন লাভে সমর্থ হন্, এবং তোমার সম্মুখে অতিথি যোগ্য হব্য প্রদান করেন। ঘৃতাহুতি প্রদানে তোমার ন্যায় উপকারী অতিথিকে সন্তুষ্ট করেন।

তৃতীয় মন্ত্র ঃ—

অগ্নে শর্ধমহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু। সংজ
স্পত্যং সুয় মমাকুনুষ। শত্রুয়তামভিতিষ্ঠামহাংসি ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ হে অগ্নে, আমাদের প্রভূত সৌভাগ সম্বর্দ্ধনের জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও তোমার কৃপায় আমরা যেন ধনবান হই। তুমি আমাদিগের শত্রুগণকে বিনাশ কর। তোমার তেজ সম্পত্তি আরও উৎকৃষ্ট হউক। হে অগ্নে, এ জগতে পতি ও পত্নীর দাম্পত্যপ্রেমকে সমধিক প্রগা

করিয়া দাও। পতি ও পত্নীর দাম্পত্য-প্রেম তোমার আশীর্ব্বাদে এ জগতে আরও প্রগাঢ়তর হউক। কদাপি তাহাদের যেন পরস্পর বিচ্ছেদ না হয়।

ষষ্ঠ মন্ত্র ঃ—

আজুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রযত্যধ্বরে। বৃণীধ্বং হব্যবাহনং ॥ ৬॥

অর্থাৎ এই মন্ত্রে ব্রহ্মবাদিনী বিশ্ববারা সকলকে উপদেশ দিতেছেন যে, সমারব্ধযজ্ঞে ঘৃতবাহক অগ্নিতে হোমকর। অগ্নির সেবায় রত থাক। দেবগণের নিকট ঘৃতবাহনার্থ অগ্নিকে বরণ কর। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ এবং ৪০ সূক্ত, কক্ষীবানের কন্যা ঘোষানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে।

৪০ সূক্তের নবম মন্ত্র ঃ—

জনিষ্ট ঘোষা পতয়ৎ কনীনকো বিচারুহন্ বীরুধো দংশনা অনু।
অস্মৈরীয়ন্তে নিবনেন সিন্ধবোস্মা অহ্নে ভবতি তৎ পতিত্বনং ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদের অনুগ্রহে ও প্রসাদে ঘোষা, স্ত্রীজনোচিত গুণশালিনী ও সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। ইহাকে বিবাহ করিবার

জন্য পাত্রীকামী বর, ইহার নিকট আগমন করুক্। আপনারা কৃপাপূর্ব্বক ইহার ভাবী পতির হিতার্থে আকাশ হইতে সুবৃষ্টি বর্ষণকরুন। ইহার ভাবী পতির হিতার্থে উত্তম শস্যসকল, প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হউক। ইহার ভাবী পতির মঙ্গলার্থ আকাশ হইতে ভবৎপ্রেরিত বারিধারা যেমন প্রচুর পরি-মাণে পতিত হইবে, তদ্রূপ, তৎপরিমাণে রাশি রাশি শস্যও, উৎপন্ন হউক। কোন শত্রু যেন ইহার ভাবী পতির হিংসা করিতে সমর্থ না হয়। যুবা পতিকে লাভ করিবার জন্য ঘোষার যৌবন যেন চিরকাল অক্ষুন্ন থাকে।

দশম মন্ত্র ঃ—

জীবং রুদন্তি বিময়ন্তে অধ্বরে দীর্ঘামনুপ্রসিতিং দীধিয়ুর্নরঃ॥ বামং পিতৃভ্যো যইদং সমেরিরে ময়ঃ পতিভ্যো জনয়ঃ পরি ধ্বজে॥ ১ ॥

অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এমন্ কি রোদন পর্য্যন্ত করে, এবং স্বীয় বনিতাকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করে ও পুত্র সন্তান উৎপাদনপূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত

করে, তাদৃশী বনিতাই পতির আলিঙ্গনে সুখসমৃদ্ধি-শালিনী ও সৌভাগ্যবতী হইতে পারে।

ত্রয়োদশ মন্ত্রঃ—

তামন্দসানা মনুষোদুরোণ অবিত্তং রয়িংসহ বীরং বচস্যবে।
কৃতংতীর্থং সুপ্রপাণং শুভস্পতী স্থানুং পথেষ্ঠামপদুর্ম্মতিং হতম্॥

অর্থাৎ হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমি আপনা-দিগকে সদা স্তব করিয়া থাকি। অতএব আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমার পতিভবনে ধনবল লোকবল বর্দ্ধিত করুন। আমি যে ঘাটের জল পান করি, উহা সুনির্ম্মল করিয়া দিন। আমার পতি-গৃহে যাইবার পথে যদি কোন দুষ্টাশয় লোক বিঘ্ন উপস্থিত করে, তাহাহইলে তাহাকে বিনাশ করিবেন।

৩৯ সূক্তে চতুর্দ্দশটি মন্ত্র আছে।

প্রথম মন্ত্রার্থ ঃ—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগের যে বিশ্ব-সঞ্চারী রথ আছে, উত্তমরূপে সম্বোধনপূর্ব্বক যে রথকে আহ্বান করা যজমানের দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমরা সর্ব্বদা সেই রথের নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকি। পিতৃনামোচ্চারণে যাদৃক্ আনন্দ লাভ

হয়; তদ্রূপ আপনাদের ঐ রথের নামে বড়ই আনন্দ হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

আমাদিগকে সুমধুরবাক্যোচ্চারণ করিবার প্রবৃত্তি প্রদান করুন! আপনাদের অনুগ্রহে আমাদের সমস্ত শুভক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পাদিত হউক্। আমাদের নানাপ্রকার সুবুদ্ধি উদিত হউক্। ইহাই আমাদের বাসনা। আমাদিগকে প্রশংসনীয় ধন ভাগ প্রদান করুন্। যজ্ঞে সোমরস যেরূপ আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমাদিগকে যজমানের আনন্দবর্দ্ধক ও প্রীতিভাজন করিয়া দিন্।

তৃতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

একটি অবিবাহিতা কন্যা, পিত্রালয়ে বার্দ্ধক্যাবস্থায় উপনীত হইতেছিল। আপনারাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার জন্য সৌভাগ্যকর বর আনিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা, গতিশক্তি-বিহীন, আশ্রয়বিহীন, ক্ষুদ্র দরিদ্র, ব্যক্তিদিগের আশ্রয়স্বরূপ রোরুদ্যমান পঙ্গু অন্ধ রুগ্ন ব্যক্তিগণের চিকিৎসক বলিয়া আপনাদিগকে সকলে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

চতুর্থ মন্ত্রার্থ ঃ—

রথ জীর্ণ ও পুরাতন হইয়া গেলে, তাহাকে উত্তম রূপে নির্ম্মাণ করিলে সেই রথটি যেমন নূতনবৎ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ আপনারাই জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে নবীন যুবা পুরুষের ন্যায় সুন্দর ও সুগঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। তুগ্রতনয়কে নির্ব্বিঘ্নে জলোপরি বহন করিয়া তীরদেশে সমুত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে ভবৎসম্পাদিত এই সৎকার্য্যসকল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পঞ্চম মন্ত্রার্থ ঃ—

পূর্ব্বোক্ত ভবদীয় বীরত্বসূচক কার্য্যসকল আমি লাকসমাজে বর্ণনা করি। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রশং-ার কথা এই যে, আপনারা সুনিপুণ চিকিৎসক স্বর্গীয় বৈদ্য"। আপনাদের আশ্রয় লাভার্থ আমি াপনাদিগকে আন্তরিক ভক্তির সহিত স্তব করি-তেছি। হে সর্ব্ববিদ্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আমার াই স্তবে যজমান অবশ্য আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ারিবে।

ষষ্ঠ মন্ত্রার্থ ঃ—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগকে আমি আহ্বান

করিতেছি। আপনারা আমার আহ্বান কর্ণগোচর করুন। পিতা, পুত্রকে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করে, তদ্রূপ আপনারা আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন। আমার জ্ঞাতি বা কুটুম্ব কেহই নাই। আত্মীয় মিত্র বান্ধব নাই। আমি জ্ঞানবুদ্ধিবিহীন আমার কোন রূপ দুর্গতি যেন কদাপি না ঘটে। কোনরূপ দুর্গতি ঘটিবার পূর্ব্বেই দুর্গতির কারণটিকে উৎপাটিত করিয়া দিন।

সপ্তম মন্ত্রার্থ ঃ—

শুন্ধ্যুবনাম্নী পুরুমিত্ররাজনন্দিনীকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া আপনারা বিমদের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। বধ্রীমতী, প্রসববেদনায় কাতর হইয়া আপনাদের সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়া যখন আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে সুখে প্রসব করাইয়াছিলেন।

অষ্টম মন্ত্রার্থ ঃ—

জরাজীর্ণ কলি যখন আপনাদিগকে স্তব করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে নবীন যুবা পুরু করিয়া দিয়াছিলেন। আপনারা বন্ধননাম ব্যক্তিকে কূপের ভিতর হইতে উদ্ধৃত করিয়

ছিলেন। আপনারাই বিপ্পলানাম্নী ছিন্নপদা মহিলাটীকে লৌহময় চরণ দ্বারা সংযোজিত করিয়া চলনশক্তিশালিনী করিয়া দিয়াছিলেন।

নবম মন্ত্রার্থ ঃ—

হে অভীষ্টপ্রদ অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যখন শত্রুগণ, রেভকে মৃতপ্রায় করিয়া গুহা মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আপনারাই উহাকে এই বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। আপনারাই তখন উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সপ্তবন্ধনে বদ্ধ অত্রিমুনি যখন জ্বলদগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনারাই সেই কুণ্ডকে নির্ব্বাপিতাগ্নি, নিরুপদ্রব, শান্তিপূর্ণ পাত্রে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন।

দশম মন্ত্রার্থ ঃ—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনাদিগের নিকট হইতেই পেদু নামক রাজা নবনবতিসংখ্যক অশ্বের সহিত একটি সুদৃশ্য শুভ্রবর্ণ ঘোটক লাভ করিয়াছিলেন। ঐ ঘোটকটিকে দেখিবামাত্রই শত্রুগণ পলায়ন করিয়া থাকে। ঐ ঘোটকটি মানবের

অমূল্যরত্নস্বরূপ। উহার নাম করিলেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দসঞ্চার হয়।

একাদশ মন্ত্রার্থঃ—

আপনাদের নামোচ্চারণ মাত্রেই বড়ই আনন্দ হয়। আপনারা যখন যে পথে গমন করেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই সকলেই আপনাদিগকে বন্দনা করে। যদি সস্ত্রীক কোন ব্যক্তিকে আপনারা নিজ রথোপরি উপবেশন করাইয়া আশ্রয় দানে সুখী করেন, তাহা হইলে, ঐ সস্ত্রীক ব্যক্তির কোন বিপত্তি বা দুর্গতি ঘটে না।

দ্বাদশ মন্ত্রার্থঃ—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঋভুনামক দেবগণ দ্বারা আপনার জন্য যে রথ নির্ম্মিত হইয়াছে, যে রথ আকাশমার্গে উত্থিত হইলে, আকাশকন্যা ঊষা দেবীর আবির্ভাব হয়, এবং সূর্য্যদেব হইতে দিন ও রজনী উৎপন্ন হয়, মন হইতেও অতিবেগশালী সেই রথে আরোহণ করিয়া আপনারা আগমন করুন।

ত্রয়োদশ মন্ত্রার্থ :—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, আপনারা উক্ত রথোপরি আরোহণ করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে গমন করুন্। শয়ু নামক ব্যক্তির বৃদ্ধা ধেনুকে পুনরায় দুগ্ধবতী করিয়া দিন্। বৃকের করালকবলে বর্ত্তিকা পতিত হইয়াছিল, আপনারাই উহার মুখের ভিতর হইতে ঐ বর্ত্তিকা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ মন্ত্রার্থ :—

ভৃগুসন্তানগণ যদ্রূপ, রথনির্ম্মণ করে, তদ্রূপ আমি ও আপনাদের জন্য এই স্তুতিমন্ত্রগুলি রচনা করিলাম। যেমন কন্যাসম্প্রদানসময়ে, পিতা কন্যাকে উত্তম বসন ভূষণে সমলঙ্কৃত করে, তদ্রূপ, আমিও আপনাদের স্তুতিমন্ত্রগুলিকে আপনাদিগের প্রশংসা দ্বারা সমলঙ্কৃত করিলাম। আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি যেন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দিন যাপন করে।

৪০ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রার্থ :—

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, কৃশ ও শৈযুব নামক ব্যক্তি দ্বয়কে এবং একটি অসহায়া বিধবা নারীকে আপ-

নারাই রক্ষা করিয়াছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠাতৃ-যজমান-গণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ আপনারাই মেঘপটলকে বিদীর্ণ করেন, এবং সেই বিদীর্ণ জলদরাশি, শব্দ করিতে করিতে সপ্তমুখ ব্যাদনপূর্ব্বক জল বর্ষণ করে।

৪০ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রার্থ ঃ—

হে অন্ন ধনশালিন্ অশ্বিদ্বয়, আপনারা আমার প্রতি কৃপাবিন্দু বর্ষণ করুন। আমার মনের অভি-লাষ পূর্ণ হউক। আপনারা আমাদের কল্যাণ বিধাতা। অতএব আপনারা আমার রক্ষক হউন্। আমি যেন পতিগৃহে গমন করিয়া পতির প্রিয়পাত্রী হই, ইহাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তটি সূর্য্যানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য-মহিলা কর্ত্তৃক সংকলিত।

৮৫ সূক্তের ষষ্ঠ মন্ত্রার্থ ঃ—

সূর্য্যার বিবাহসময়ে রৈভীনাম্নী ঋক্গুলি সূর্য্যার সহচরী হইয়াছিল। নরাশংসীনাম্নী ঋক্গুলি তাঁহার দাসী হইয়াছিল। সূর্য্যার মনোহর বসনখানি যেন সামগানদ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছিল

সপ্তম মন্ত্রার্থঃ—

সূর্য্যার পতিগৃহে আগমনকালে তাঁহার পবিত্র সুসংগঠিত ধর্ম্মজীবনই, জামাতৃ-গৃহে প্রেরনীয় উপঢৌকনস্বরূপ হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। তাঁহার সুপ্রশস্ত সুস্নিগ্ধ নয়নযুগলই, জামাতৃ-গৃহে প্রেরনীয় তৈল হরিদ্রাদি অভ্যঞ্জন দ্রব্যস্বরূপ হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। স্বর্গলোক ভূলোক, তাঁহার কোষপেটিকা ("ক্যাশ্‌ বাক্স") স্বরূপ হইয়াছিল।

অর্থাৎ কন্যা যখন বিবাহিত হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করে, সেই সময়ে তাহাকে ধন-বসন-ভূষণপূর্ণ একটি পেটিকা (প্যাট্‌রা) প্রদান করিতে হয়। সহস্র সহস্রবর্ষপূর্ব্বে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে এই রীতি প্রচলিত হইল এবং অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কিন্তু সূর্য্যা, ঈদৃক্‌, ঐহিকপারত্রিক-তত্ত্ব-জ্ঞানসম্পন্না বিদুষী ছিলেন যে, তাঁহার উক্তবিধ তত্ত্বজ্ঞান-রাশিই, পতিগৃহে প্রেরনীয় উপঢৌকন দ্রব্যসম্ভারস্বরূপ হইয়াছিল। ঈদৃশী তত্ত্বজ্ঞানবতী কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাইবার সময় অন্য কোনরূপ উপঢৌকনদ্রব্যসম্ভার প্রেরণের কোন প্রয়োজন হয় নাই। পতিগৃহে গমনকালে নবোঢ়া কন্যার

সহিত দাসী প্রেরণ করিতে হয়। কিন্তু সূর্য্যার সঙ্গে অন্য দাসী প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। নরাশংসীনাম্নী ঋকগুলিই তাঁহার দাসী হইয়াছিল। নবোঢ়া কন্যার পতিগৃহে সকলেই অপরিচিত। সুতরাং পাছে, কন্যাটির মনে কোনপ্রকার দুঃখ জন্মে, এই জন্য তাহার সহিত দুই একটি তাহার সঙ্গিনী প্রাচীনকালে প্রেরিত হইত। কিন্তু সূর্য্যার সঙ্গে অন্য সহচরী কিম্বা দাসীপ্রেরণের কোন প্রয়োজনই হয় নাই। কারণ, তিনি বেদের রৈভী ও নরাশংসীনাম্নীঋক্‌মন্ত্রে এতই পণ্ডিতা ছিলেন যে, তাঁহার অভ্যস্ত ঐ ঋক্‌গুলিই তাঁহার সহচরী ও দাসীস্বরূপা হইয়াছিল। আধুনিক সাধারণ নবোঢ়া কন্যার ন্যায় তিনি অশিক্ষিতা ছিলেন না। সুতরাং পতিগৃহে, পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাতৃ-ভগিনী-বিরহজনিত দুঃখ, তাঁহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার সুশিক্ষাগুণে পতিগৃহস্থ সমস্ত অপরিচিত লোক পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। তাঁহার সুস্নিগ্ধ মনোরম সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত নয়ন-যুগল হইতে যেন স্নেহধারা নিঃস্যন্দিত হইতেছিল। সুতরা ঈদৃশী সুন্দরী সুলোচনা রমণীর জন্য শরীর শোভ

বর্দ্ধক তৈলহরিদ্রাদি দ্রব্যসম্ভার পাঠাইবার প্রয়োজন হয় নাই। স্বর্গ ও মর্ত্তলোক তাঁহার ধন-রত্ন-বসন-ভূষণ-পেটিকাস্বরূপ হইয়াছিল। অর্থাৎ স্বর্গে ও মর্ত্তে তাঁহার যশোরূপ ধন বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং স্বর্গ ও মর্ত্তলোক তাঁহার কোষাগারস্বরূপ হইয়াছিল।

দশম মন্ত্রার্থ ঃ—

সুপ্রশস্ত মনই সূর্য্যার পতিগৃহে গমনার্থ যান স্বরূপ হইয়াছিল। আকাশই ঊর্দ্ধাচ্ছাদনস্বরূপ হইয়াছিল। এইরূপে তিনি পতিগৃহে গমন করিয়াছিলেন।

ত্রয়োবিংশতি মন্ত্রার্থ ঃ—

আমাদের বন্ধুগণ বিবাহার্থ পাত্রী অন্বেষণ করিবার জন্য যে সকল পথে গমন করেন, সেই সকল পথ যেন, সরল নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব হয়। হে ইন্দ্রাদিদেবগণ, পতি ও পত্নী যেন উত্তমরূপে পরস্পর প্রেমসূত্রে গ্রথিত হয়।

পঞ্চবিংশতি মন্ত্রার্থ ঃ—

এই কন্যারূপ পবিত্র পুষ্পটিকে পিতৃকুলরূপ বৃক্ষ হইতে উত্তোলিত করিয়া পতির হস্তে গ্রথিত

করিয়া দিলাম। হে বারিবর্ষিণ্ ইন্দ্রদেব, এই কন্যাটি যেন, পতিগৃহে গিয়া সৌভাগ্যবতী হয়, এবং সুপুত্র-বতী হয় ইহাই আন্তরিক প্রার্থনা।

ষড়্বিংশতি মন্ত্রার্থ ঃ—

পূষা (দেবতা) তোমার হস্তধারণ করিয়া তোমাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাউন। স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমার, তোমাকে রথে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাউন্। তুমি পতিগৃহে গমন করিয়া প্রশংসনীয়া গৃহকর্ত্রী হইও। তুমি পতিগৃহে সকলের প্রভু হইয়া শান্তভাবে বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্যের সহিত সকলের উপর প্রভুত্ব করিও।

ঊনত্রিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

হে সৌভাগ্যবতি নারি! তুমি মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিও। কদাপি মলিন বস্ত্র পরিধান করিও না। মলিন বস্ত্র পরিধান করা দারিদ্র্যের লক্ষণ। পরমেশ্বরের স্তোতৃবর্গকে যথাসাধ্য ধন দান করিও। হে হিতৈষিবর্গ! তোমরা সকলে দেখ, পত্নী, পতির সহিত অভিন্নরূপা হইয়া পতি-গৃহে যাইতেছে।

দ্বাত্রিংশৎ মন্ত্রার্থ :—

যাহারা শত্রুতাচরণের জন্য এই দম্পতীর নিকট আসিবে, তাহারা বিনষ্ট হউক। এই দম্পতী যেন সদুপায় দ্বারা বিপত্তি-জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক্।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ মন্ত্রার্থ :—

এই নবপরিণীতা বধূ অতি সুলক্ষণ-সম্পন্না। তোমরা সকলে মিলিয়া আইস, এই বধূকে দেখ। এই বধূ সৌভাগ্যবতী হউন, স্বামীর প্রিয়পাত্রী হউন্, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমরা স্বস্ব গৃহে গমন কর।

ষড়্‌ত্রিংশৎ মন্ত্রার্থ :—

হে বধূ, তুমি সৌভাগ্যশালিনী হইবে বলিয়া আমি তোমার হস্তধারণ করিয়াছি। আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি। ভর্গ, অর্য্যমা এবং সবিতা, (দেবতারা) আমার সহিত গৃহস্থোচিত কার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

দ্বিচত্ত্বারিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

হে দম্পতি, তোমরা তুইজন সদা একস্থানেই থাকিও কদাচ পরস্পর পৃথক হইও না। নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য ভোজন কর। নিজ গৃহে থাকিয়া পুত্র পৌত্রাদির সহিত আমোদে আহ্লাদে ক্রীড়া কর।

ত্রয়শ্চত্ত্বারিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

প্রজাপতির আশীর্ব্বাদে ও অনুগ্রহে আমাদের পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হউক্। অর্য্যমা (দেবতা) আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত একত্র সম্মীলিত করিয়া রাখুন। হে বধু! তুমি কল্যাণ-ভাগিনী হইয়া পতিগৃহে চিরকাল অবস্থতিকর। এক মুহূর্ত্তের জন্যও, পতিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইও না। দাস, দাসী এবং গো ঘটকাদি গৃহপাল্য পশুগণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, তাহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে যত্ন করিও, তাহাদের কল্যাণসাধন করিও।

চতুশ্চত্ত্বারিংশৎ মন্ত্র ঃ—

হে বধু! তোমার নেত্রদ্বয় যেন দোষ শূন্য হয়। তুমি পতির কল্যাণদায়িনী হইও। তোমার মন

যেন সদা প্রফুল্ল থাকে। তোমার শরীর যেন লাবণ্যপূর্ণ ও উজ্বল হয়। হে বধু! তুমি বীর-প্রসবিনী হও। দেবতার প্রতি তোমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। দাস, দাসী ও পশুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও এবং তাহাদের কল্যাণকামনা করিও।

পঞ্চচত্বারিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

হে বারিবর্ষিণ্ ইন্দ্রদেব, এই বধূকে উৎকৃষ্টপুত্রবতী ও সৌভাগ্যশালিনী করিয়া দিন্। ইহার গর্ভে যেন দশটি পুত্র জন্মে, এবং পতিকে লইয়া এই বধূ যেন একাদশব্যক্তিমতী হয়।

ষট্চত্বারিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরেভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননন্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥

অর্থাৎ হে বধু, তুমি তোমার শ্বশুর মহাশয়ের প্রতি, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর প্রতি, ননন্দদিগের প্রতি এবং দেবরদিগের প্রতি সম্রাজ্ঞীস্বরূপা হও। অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী যেমন কোটি কোটি প্রজাকে রক্ষা করেন, মাতার ন্যায় প্রতি পালন করেন, এবং সুবিচার, সুনীতি, সুব্যবস্থা ও সুশাসনগুণে প্রজাবর্গকে মন্ত্র-

মুগ্ধবৎ স্ববশে রাখিয়া থাকেন, তদ্রূপ, তুমিও পতি কূলে গৃহকর্ত্রী হইয়া সকলবিষয়ে সুব্যবস্থা করিও, সকলের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও, সদা সুস্থ থাকিয়া পারিবারিক বিপদ হইতে সকলকে রক্ষা করিও এবং নিজগুণে সকলকে বশীভূত করিয়া রাখিও। অবহেলা করিও না।

সপ্তচত্বারিংশৎ মন্ত্রার্থ ঃ—

ইন্দ্রাদিদেবগণ, আমাদের দুই জনের (পতি ও পত্নীর) হৃদয়কে এক করিয়া দিন্। বায়ু, ধাতা এবং বাগ্দেবী আমাদিগকে উত্তমরূপে সম্মিলিত করিয়া দিন্, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। ঋবেদের দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্তটি পুরুরবা নামক পতি ও উর্ব্বশী নাম্নী পত্নী কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ১৮টি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলি স্বামী ও স্ত্রীর উক্তি প্রত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থ-কলেবর বিস্তৃতিভয়ে ঐ মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইল না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০২ সূক্তের দ্বিতীয়মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদ্গলঋষির পত্নী ইন্দ্র-সেনানাম্নী আর্য্য-মহিলা রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, সহস্রজয়িনী হইয়াছিলেন, এবং বিপক্ষী

সৈন্যগণের হস্ত হইতে ধেনুসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ও অসাধারণ বীরত্ব-প্রভাবে তদানীং ভারতের গোধন, শত্রু হস্ত-গত হইতে পারে নাই।

গোধন যে কি অমূল্য বস্তু, তাহা প্রাচীন ভারতের আর্য্য-মহিলারাই সম্যকরূপে জানিতেন। তাঁহারা স্ত্রীলোক হইয়াও ভারতের গোধনরক্ষার্থ রথে চড়িয়া যুদ্ধ পর্য্যন্ত মহাকাণ্ড করিতে পারিতেন। তাঁহারা দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর, নবনী ও ঘৃতের অভাব কখনই অনুভব করিতেন না। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সূক্তে একাদশটি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলি, "পণিগণ" ও সরমানাম্নী আর্য্যমহিলার উক্তি প্রত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ। প্রথম মন্ত্রে "পণিগণ" সরমাকে বলিতেছে, "হে সরমে! তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ? ইহা অতি দূরের পথ। তুমি এত নদ নদী ও অরণ্যানী কিরূপে অতিক্রম করিলে?" সরমা বলিলেন, "আমি গোধন উদ্ধার করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।"

"তোমরা বিস্তর গোধন সংগ্রহ করিয়াছ। ঐ সকল গোধন উদ্ধার করিবার জন্য আমি এখানে

আসিয়াছি।" ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১০৯ সূক্তটি, বৃহস্পতির ভার্য্যা জুহুনাম্নী আর্য্যমহিলা-কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৭টি মন্ত্র আছে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৪৫ সূক্তটি, ইন্দ্রানী নাম্নী আর্য্যমহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৬টি মন্ত্র আছে।

জগতে সপত্নী পীড়াদায়িকা হয় বলিয়া কোন স্ত্রীলোকের যেন সপত্নী না হয়, এই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই মন্ত্রগুলি সংকলন করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন সভ্যতার আকর ভারত-ভূমিতে শান্তিপূর্ণ গৃহস্থাশ্রমে সপত্নীর আবির্ভাব মহা অমঙ্গলজনক বলিয়া তদানীং বিবেচিত হইত। এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর পরিগ্রহ করা, তদানীং সভ্য-সমাজ-রীতি-বিরুদ্ধকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত বৈদিকযুগে, এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর-পরিগ্রহ-প্রথা অতি ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইত। অদ্যাপি অন্য সমাজ অপেক্ষা বৈদিক সমাজে এই-রূপ কুরীতি নাই বলিলেই হয়। কলির প্রভাব-বৃদ্ধি ও ধর্ম্মহানির সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং ভারতবর্ষে কোন কোন সমাজে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে

এমন কি, এক ব্যক্তির ১০৮টি পর্য্যন্ত বিবাহ, শ্রুতি-গোচর হইয়াছে। ইহা মনে করিলেও গাত্র শিহরিয়া উঠে!! ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৯ সূক্তটি, শচীনাম্নী আর্য্যমহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৬টি মন্ত্র আছে। ঐ মন্ত্রগুলিও সপত্নী-উচ্ছেদার্থ সংকলিত হইয়াছে। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৪ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি গোধানাম্নী আর্য্য মহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত।

সপ্তম মন্ত্রার্থ ঃ—

হে দেববৃন্দ, আমি আপনাদিগের জপ-হোম-স্তুতি-পাঠাদি বিষয়ে কখনই কোনরূপ ত্রুটি করি নাই।

আপনাদিগের পূজা-আরাধনাদিবিষয়ে আমার ঔদাস্য ও শৈথিল্যভাব কখনই হয় নাই। বৈদিক বিধি অনুসারে আমি সর্ব্বদা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি। বেদোক্ত আচার ব্যবহারে সদাই রত থাকি। দুই হস্তে যজ্ঞীয়দ্রব্যসম্ভার লইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করি। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্তটি ব্রহ্মবাদিনী যমীনাম্নী আর্য্যমহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৫টি মন্ত্র আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

যে সকল মহাত্মা তপঃপ্রভাবে অনাক্রমণীয় হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে কেহই আক্রমণ করিতে পারে না, যাঁহারা তপঃপ্রভাবে স্বর্গগামী হইয়াছেন, যাঁহারা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন, আপনি তাঁহাদিগের নিকটেই গমন করুন।

তৃতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

যাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে রীতিমত যুদ্ধ করিয়াছেন, যে সকল বীরপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে শরীরের মায়া ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হন্ নাই, যাঁহারা যজ্ঞে সহস্র সহস্র মুদ্রা দক্ষিণা দান করিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন, আপনি তাঁহাদের নিকটেই গমন করুন।

চতুর্থ মন্ত্রার্থ ঃ—

যে সকল প্রাচীন পুণ্যকর্ম্মা লোক, পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক পুণ্যকীর্ত্তি হইয়াছেন, পুণ্যধারা প্রবাহিত করিয়াছেন ও কঠোর তপস্যা করিয়াছেন, হে প্রেতাত্মন, আপনি তাঁহাদের সেই পুণ্যধামেই গমন করুন।

পঞ্চম মন্ত্রার্থ ঃ—

যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র প্রকার সৎকর্ম্মের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, যাঁহাদের পুণ্যপ্রভাবে সূর্য্যদেব রক্ষিত হন, যাঁহারা তপস্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া তপস্যাই করিয়াছেন, হে কৃতান্ত, এই প্রেতাত্মা যেন তাঁহাদের নিকটেই গমন করেন, ইহাই প্রার্থনা।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ১৮৯ সূক্তটি ব্রহ্মবাদিনী সার্পরাজ্ঞীনাম্নী আর্য্যমহিলা-কর্ত্তৃক সংকলিত। এই সূক্তে ৩টী মন্ত্র আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরে অত্যুজ্জ্বল প্রভা যেন বিচরণ করিতেছে। সেই অত্যুজ্জ্বল প্রভা, সূর্য্যদেবের প্রাণের মধ্য হইতে নির্গত হইয়া আসিতেছে। এই সূর্য্যদেব বৃহত্তম হইয়া আকাশমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন।

তৃতীয় মন্ত্রার্থ ঃ—

এই সূর্য্যদেবের ত্রিংশৎ স্থান কেমন সুশোভিত হইতেছে। এই বিচরিষ্ণু সূর্য্যদেবের উদ্দেশে

সুবোদ্ধার হইতেছে। আহা! সূর্য্যদেব কেমন স্বীয় কিরণমালায় বিভূষিত হইয়া আছেন।

ঋগবেদে শ্রদ্ধানাম্নী ব্রহ্মবাদিনী আর্য্য-মহিলা-কর্ত্তৃক ৫টী মন্ত্র সংকলিত আছে। এই মন্ত্র-গুলিতে যজ্ঞদানাদি সৎকার্য্যের মহিমা উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৯ সূক্তটি, মহিলা-কুল-ললামভূতা মহাপ্রভাবা লোপামুদ্রাকর্ত্তৃক-সংকলিত হইয়াছে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রার্থ:—

লোপামুদ্রা পতিকে বলিতেছেন—হে স্বামিন্, বহু সংবৎসর অবধি, রাত্রিদিন ক্রমাগত আপনার সেবা করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছি। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল জরাজীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অদ্যাপি আপনার সেবায় রত আছি। আপনার সেবায় কখনই আলস্য করি নাই। আপনার সেবাকেই পরম তপস্যা বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, স্ত্রীজাতি স্বামী এক মাত্র গতি। আমার প্রতি আপনার যে অটল অনুগ্রহ থাকে, ইহাই আমার প্রার্থনা।

ঋগ্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের ৩

মন্ত্রটি, মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা, আসঙ্গ নামক রাজার স্ত্রী শশ্বতী কর্তৃক সংকলিত।

আসঙ্গনামক এক রাজা, একদা দেবশাপে নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শশ্বতী, ভর্ত্তার ঈদৃশী দুর্দ্দশাদর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়া উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উগ্র তপঃপ্রভাবে তাঁহার স্বামী এই দুর্দ্দশা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। অনন্তর শশ্বতী প্রীত হইয়া তাঁহার স্বামীকে ঐ মন্ত্র দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৬ সূক্তের সপ্তম মন্ত্রটি, রোমশানাম্নী শিক্ষিত আর্য্য মহিলাকর্ত্তৃক সংকলিত। রোমশার গাত্র, রোমাবলীসমাচ্ছন্ন ছিল বলিয়া তাঁহার পতি, তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন ও ঘৃণা করিয়াছিলেন। রোমশা তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন, হে স্বামিন্, আমার গাত্রে বেশী লোম থাকিলেও আমি সম্পূর্ণাবয়বা। অর্থাৎ স্ত্রীজনোচিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন অংশে হানি ঘটে নাই। আমার গাত্রে বেশী লোম থাকিলেও আমি বিকলাঙ্গী নহি।

ঋগ্‌বেদের ১১৬ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে," বধ্রিমতীনাম্নী বিদুষী আর্য্যমহিলা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তব করিয়াছিলেন। শিষ্য যেমন গুরুর কথা শ্রবণ করে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তদ্রূপ বধ্রিমতীর আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৩১ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাপদ্বেষী যজমান ও তাঁহার পত্নী একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু গোধন-প্রাপ্তিকামনায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান-পূর্ব্বক ইন্দ্রের পূজা করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৭৩ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘৃতাহুতিপ্রদাতা যজমান, অধ্বর্যু প্রভৃতি হোতৃগণের সহিত যজ্ঞীয় দ্রব্যসমূহ দ্বারা ইন্দ্রকে পূজা করিতেছেন। ইন্দ্র, পূজাগ্রহণার্থ তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের ন্যায় দ্রুতগতিতে যজ্ঞশালায় উপস্থিত হইতেছেন। সস্ত্রীক যজমান দেবগণের স্তুতি-পূর্ব্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ২৪ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতের আর্য্য মহর্ষিগণ যখন অনার্য্য জাতির সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত

থাকিতেন, তখন তাঁহাদের ধর্ম্মপত্নীগণ, যজ্ঞশালায় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন।

পতি যখন যুদ্ধাদি-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন পত্নীই গৃহে হোমাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। বিদুষী পত্নী, মূর্খ পুরোহিতকে না ডাকিয়া স্বয়ংই দৈনিক হোমাদিধর্ম্মকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। কালের বিচিত্রগতিক্রমে যখন পতি ও পত্নী, মুর্খ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সংস্কৃত-জ্ঞানবিহীন হইতে লাগিল, তখন পুরোহিত দ্বারা ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের সূচনা আরদ্ধ হইতে লাগিল। তারপর কালপ্রভাবে যখন পুরোহিতগণও, যজ্ঞানুষ্ঠানজ্ঞানবিহীন হইতে লাগিলেন, তখন যজ্ঞাদিক্রিয়াকলাপ দেশ হইতে সমূলে উন্মূলিত হইতে লাগিল। ঋগ্‌বেদের চতুর্থ মণ্ডলের ৪২ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুকুৎসের পত্নী, ঘৃতাহুতি ও স্তুতিদ্বারা ইন্দ্র ও বরুণকে প্রীত করিয়াছিলেন। তিনি ইন্দ্র ও বরুণের কৃপায় অর্দ্ধদেব ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজা দুর্গহের তনয় পুরুকুৎস, শত্রু কর্ত্তৃক কারাবরুদ্ধ হইলে পর, রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক ও বিদ্রোহপূর্ণ হইয়া উঠিবে এই ভাবিয়া

তাঁহার মহিষী স্বয়ং বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সপ্তর্ষি-গণের পূজা করিয়াছিলেন।

সপ্তর্ষিগণ প্রীত হইয়া ঐ রাজার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্ঞীর পূজায় অতিশয় প্রীত হইয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন—হে রাজ্ঞি! আপনি ইন্দ্র ও বরুণের প্রীত্যর্থ যজ্ঞ করুন। অনন্তর রাজমহিষী স্বয়ংই ইন্দ্র ও বরুণের প্রীত্যর্থে যজ্ঞ করিয়া অর্দ্ধদেব ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। রাজার অভাবে রাজ্য অরাজক বিদ্রোহ ও অশান্তিপূর্ণ হইবে এই ভাবিয়া সেকালের রাজ-মহিষীরা ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। কূটনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য রসাতলে দিতেন না। তাঁহারা এই বুঝিতেন যে, রাজ্যের মঙ্গল, ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপরেই নির্ভর করে। ভারতীয় আর্য্যমহিলাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানকথা ঋগ্‌বেদেও স্থান পাইয়াছিল। ইহা একবার ভাবিলেও ভারতের মৃতপ্রায় ধর্ম্মভাব পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৩০ সূক্তের নবম মন্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, পূর্ব্ব-কালে মহিলারা যুদ্ধে সৈনিককার্য্যও করিতেন। নমুচির সহিত ইন্দ্রের যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন

ইন্দ্র বলিয়াছিলেন নমুচির স্ত্রীসেনা আমার কি করিবে? কিছুই করিতে পারিবে না। নমুচি, স্বীয় স্ত্রীসেনাকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ করাইত। ইন্দ্র তাহার দুইটি স্ত্রীসৈন্যাধ্যক্ষকে কারাবরুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদের ৪৩ সূক্তের পঞ্চদশ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধার্ম্মিক দম্পতী সদা ধর্ম্মানুষ্ঠানবশতঃ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং বলশালী অগ্নিতে প্রচুর ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন যে, আমরা দেবগণকে আহ্বান করিয়া যেন কৃতার্থ হই এবং দেবগণ আমাদের প্রতি যেন কদাপি কুপিত না হন। ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজা তরন্তের মহিষী রাজ্ঞী শশীয়সী দেবারাধনা ও দান ধ্যানাদিসৎকার্য্যে সদা রত থাকিতেন। তিনি চিরযৌবনা ও দয়াদাক্ষিণ্যবতী ছিলেন। তিনি ব্যথিত ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত ও দীন হীন জনগণের প্রতি সদা কৃপাবর্ষণ করিতেন। ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রের অর্থ এই যে, হে ইন্দ্র ও বরুণ, মর্ত্ত্যলোকে স্ত্রী ও পুরুষ তোমাদিগকে সদা

পূজা করে। তোমরাও তাহাদিগকে সদা রক্ষা করিও। তোমরা মহান। এই মন্ত্রপাঠে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রবরুণপ্রভৃতি দেবগণের পূজা করিবার অধিকার আছে।

লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রের প্রথম প্রপাঠকের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় "পত্নীচ" এই চতুর্থ সূত্রে ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, পতির ন্যায় পত্নীও সামগান করিবে। যাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের বেদপাঠে অধিকার নাই, তাঁহাদের মুদ্রিতচক্ষু উন্মীলিত হউক। অনেকে হয় ত এই কুতর্ক উত্থাপিত করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতীয় মহিলারাই বেদমন্ত্রোচ্চারণে অধিকারিণী, অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদমন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ। ঈদৃক্ আন্দাজী শাস্ত্র তাৎপর্য্যব্যাখ্যাকারগণ যাহাই বলুন না কেন তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ আন্দাজী ব্যাখ্যা কখনই শুনিবেন না। কারণ, যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে,

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অতিশূদ্রেরও বেদের উপদেশশ্রবণে অধিকার আছে.। মন্ত্রটী যথা ঃ—

> যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ।
> ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় স্বায়চারণায়।
> প্রিয়োদেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াস ময়ং
> মে কামঃ সমৃদ্ধ্যতামুপ মাদোনমতু॥

অর্থাৎ ৺ভগবান পরমেশ্বর বলিতেছেন—হে ব্রাহ্মণগণ, আমি যেমন তোমাদিগকে পরমকল্যাণকর এবং ঐহিক ও পারত্রিক সুখকর "দীয়াতাং ভুজ্যতাং" ( দান কর ভোগ কর ) ইত্যাদি বৈদিক সদুপদেশ প্রদান করিলাম, তদ্রূপ, তোমরাও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং জলচলনবর্জ্জিত অতিশূদ্রজাতিকেও এই পরমকল্যাণীয় অমূল্য উপদেশ প্রদান করিও। সর্ব্বহিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া আমি বিদ্বানদিগের যেরূপ প্রিয় হইয়াছি এবং দাতা ও চরিত্রবান পুরুষদিগের যেরূপ প্রিয় হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও পক্ষপাতশূন্য হইয়া শ্রবণেচ্ছু লোক সকলকে বেদোপদেশ শ্রবণ করাইয়া তাহাদের প্রিয়পাত্র হইও। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাহারা শ্রবণেচ্ছু নয়, তাহা-

দিগকে শ্রবণ করাইও না, দুর্ব্বাক্যে মুক্তা ছড়াইও না। অথর্ব্ব বেদের পঞ্চম কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাকে এই মন্ত্রটি দৃষ্ট হয়। যথা ঃ—

সত্যমহংগভীরঃ কাব্যেন সত্যঞ্জাতেনাস্মি জাতবেদাঃ।
নমে দাসোনার্য্যো মহিত্বা ব্রতং মীমায় যদহংধরিষ্যে ॥

অর্থাৎ ভগবান পরমেশ্বর বলিতেছেন—হে মনুষ্যগণ, আমি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আমি, মহাগম্ভীর সর্ব্বজ্ঞানাকর ও নিত্য বেদবিদ্যাকে প্রকাশিত করিয়াছি। এইজন্য আমাকে সত্যস্বরূপ ও প্রকাশকজাতবেদাস্বরূপ বলিয়া জানিবে। আমি, দাস অর্থাৎ অনার্য্য এবং আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিয়া কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করি না। যে ব্যক্তি, আমার সত্য ন্যায্য বৈদিক সদুপদেশ পালন করিবে, আমি তাহাকেই উদ্ধার করিব। মহাভারতেও লিখিত আছে ঃ—

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চকার্য্যং মহৎস্মৃতম্ ॥

অর্থাৎ একজন ব্রাহ্মণকে সম্মুখে বসাইয়া ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্রকেও বেদ শ্রবণ করাইবে

চারিবর্ণকে বেদ শ্রবণ করাইয়া তাহাদের কুসংস্কার অপনোদন করিয়া দেওয়াই বেদাধ্যয়নের ফল বা উদ্দেশ্য। এবং ইহাই মহত্তের কার্য্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে জাতিই হউক্ না কেন, যাহার অধ্যবসায় ও তপস্যার বল আছে, সেই লোকেরই উন্নতির পথে বিচরণ করিবার অধিকার আছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

শূদ্রাণাংব্রহ্মচর্যত্বং মুনিভিঃ কৈশ্চিদিষ্যতে।

অর্থাৎ কোন কোন মুনি বলেন যে, শূদ্রও যদি সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহারও ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের অধিকার আছে। লাট্যায়নশ্রৌতসূত্রের চতুর্থপ্রপাঠকের তৃতীয় কাণ্ডিকায় অষ্টাদশ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৃহস্বামীর শূদ্রজাতীয় দাসীগণও "ইদং মধু ইদং মধু" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম পদের চতুর্থ সূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সমভাবে ফলদান করিয়া থাকে। বেদপাঠ ও বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার আছে। মহর্ষি জৈমিনি এই কথা বলিয়া

গিয়াছেন ইহা আমার নব্যমত নয়। মীমাংসা দর্শনের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম পদের অষ্টমসূত্র যথা—

জাতিস্তু বাদরায়ণো অবিশেষাৎ তস্মাৎ স্ত্রী অপি
প্রতীয়েত জাত্যর্থস্য অবিশিষ্টত্বাৎ ॥

অর্থাৎ জপহোম বেদপাঠাদি ধর্ম্মকর্ম্মে পুরুষই যে কেবল মাত্র অধিকারী তাহা নহে, কারণ, বাদরায়ণ মুনির মতে স্ত্রীলোকেরও অধিকার আছে।

"স্ত্রী শূদ্রৌনাধীয়েতাম্"

অর্থাৎ স্ত্রী ও শূদ্র বেদ অধ্যয়ন করিবে না এই-রূপযে সকল বচন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অর্থই এই যে, সাধারণতঃ স্ত্রী ও শূদ্র জাতি অধ্যয়-নাদিসংকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে চাহে না। সেই জন্য শাস্ত্রে শূদ্রকে শ্মশান স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "পদ্যুহবা এতৎ শ্মশানম্।" অর্থাৎ শূদ্র দাসত্ব স্বীকার করে বলিয়া বা উত্তম আচার ব্যবহার করে না বলিয়া কেবল হীন নয়, কিন্তু শূদ্র শ্মশানস্বরূপ বলিয়াই হীন। অর্থাৎ শ্মশান যেমন শূন্যময় শুষ্ক নীরুৎসাহ মায়ামোহময় ও দেহদাহস্থান, তদ্রূপ সাধারণতঃ শূদ্রজাতির হৃদয়ও, শূন্য, শুষ্ক, নিরুৎসাহ মায়ামোহসমাচ্ছন্ন,

এবং প্রকাশশীল সদ্‌গুণগ্রামের বিলয়স্থান। প্রকাশের অভাব হইলেই ঘোরান্ধকারের আবির্ভাব বিনিশ্চিত। কিন্তু গুহক ও মাতঙ্গের ন্যায় দুই একটি পুণ্যবান লোক যে শূদ্র বা অতি শূদ্রজাতির মধ্যে জন্মিতে পারে না তাহাও নহে। গুণীর আদর সর্ব্বত্রই। এইজন্য শাস্ত্রে লেখা আছে—"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।" অর্থাৎ গুণেরই পূজা বা আদর হইয়া থাকে; গুণবান ব্যক্তির জাতি বা বয়স কেহ দেখে না। সেই জন্য ভগবান পরমেশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্র, গুহকের বাটীতেও আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাহাকেও বেদের ন্যায় অমূল্য উপদেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কিন্তু অন্যান্য যে সমস্ত শূদ্র অতিশূদ্র বা চণ্ডাল, ব্যাধবৃত্তি বা কুৎসিত চণ্ডালবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবন যাপন করে, তাদৃশ শুষ্ক নীরস নির্দ্দয়-হৃদয় মহা"হস্তিমূর্খ"কে যদি "তৎত্বমসি" ইত্যাদি অমূল্য মহাবাক্য উপদেশ করা হয়, তাহা হইলে দূর্ব্বাবনে মুক্তা ছড়ান হইবে বলিয়া কোন কোন স্থলে শূদ্রের বেদাধ্যয়ননিষেধবচন দৃষ্ট হয়। যে যাহার গুণ জানে না, সে তাহাকে মান্য

করে না সুতরাং উত্তমোত্তম বস্তুর অনাদর ঘটিবে এই ভয়ে কোন কোন স্থলে সাবধান হইবার জন্য উপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। একদা এক ব্যাধপত্নী হিমালয়ের একটী রত্নখনির নিকটে বিচরণ করিতে করিতে একটি রত্ন পাইয়াছিল। কিন্তু উহাকে কাচনির্ম্মিত বদরীফল (কুল) মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাই ভাবগ্রাহী কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—অস্থানে পততামতীব মহতা মেতাদৃশী স্যাদ্‌গতিঃ॥ অর্থাৎ অতি মহৎ মূল্যবান বস্তু যদি অস্থানে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার ঈদৃশী দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং বেদের উপদেশ শূদ্র বা অতিশূদ্রের কর্ণে প্রদত্ত হইলে দুর্গতি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধবচন দৃষ্ট হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ উপদেশ গ্রহণের যোগ্যপাত্র, তাহাকে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে ইহাই পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদের মন্ত্রদ্বয়ের ভাবার্থ। গোভিলগৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকের দ্বিতীয় খণ্ডের ৫—১০ পাঁচ হইতে দশ সূত্রের অর্থ এই যে, কন্যার ভ্রাতা এক অঞ্জলি লাজ (খৈ) লইয়া স্বীয় ভগিনীর অঞ্জলিতে প্রদান করিবে।

ঐ পাত্রী পূর্ব্বোপদেশ অনুসারে অঞ্জলি ভেদ না হয় এইরূপ সাবধানে

ইয়ং নারী উপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মে পতিঃ এধন্তাং জ্ঞাতয়োমমস্বাহা ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই ভ্রাতৃদত্ত লাজাঞ্জলি অগ্নিতে আহুতি দিবে। এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, আমার পতি দীর্ঘায়ুঃ হউন এবং আমার জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের শ্রীবৃদ্ধি হউক। স্ত্রীলোকের যদি বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করিবার অধিকার না থাকে, তাহা হইলে এই বৈদিক মন্ত্রটি কি মিথ্যা? এই মন্ত্রে-লিখিত আছে যে, "ইয়ং নারী উপব্রূতে," অর্থাৎ এই নারী বলিবে।

ইংরাজ জর্ম্মন্ ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির বিবাহসময়ে তত্তদ্ভাষায় অনূদিত বাইবেল ধর্ম্ম-পুস্তক অনুসারে যে সকল বাক্য পঠিত হয়, তাহা বর ও বধূ বুঝিতে পারে। পুরোহিত মহাশয় কি বলিতেছেন এবং তাহারা দুইজন কীদৃক কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রতী হইয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে। ঐ সকল জাতীয় বর ও বধূ, বিবাহকালে মনোযোগ, ভক্তি, প্রেম এবং আহ্লাদের সহিত

ঐ সকল দাম্পত্যবন্ধন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে। আর এই প্রাচীনতম সুসভ্যভূমি ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির বিবাহ সময়ে যে সকল বৈদিকমন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহার অর্থ না জানেন পুরোহিত, না জানে বর, না জানেন বধু, আর না জানেন্ কন্যাসম্প্রদাতা পিতা। কি যে "সাপের মন্ত্র পড়া" হয়, আর কিবা যে তাহার অর্থ, আর কেইবা তাহার খোঁজ খবর রাখে!!!

ইদানীং অধঃপতিত হতভাগ্য ভারতবর্ষে এই ভয়ঙ্কর হিন্দুধর্ম্মবিপ্লবসময়ে বিবাহ এবং ব্রতাদি ধর্ম্মকর্ম্ম যে, কিরূপ পণ্ড হইতেছে ও দুর্গতিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

সমস্তই যেন একটা "ভুতুড়িব্যাপার" বা "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে!!! যে কার্য্যটা করা হইল, তাহার "মাথামুণ্ড" কিছু বুঝা হইল না, অথচ তিল তুলসী তাম্র গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া ৺শালগ্রামশিলাসম্মুখে যে সকল মন্ত্রবাক্য উচ্চারিত হইল, তাহার অর্থবোধ হইল না। সুতরাং নিজের উক্তি রক্ষিত হইল না। ঐরূপে নিজের উক্তি রক্ষা করিতে না পারিলে যে,

কিরূপ ভয়ঙ্কর প্পাপগ্রস্ত হইতে হয় তাহা ভাবিয়া দেখিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়!!

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের "বুনিয়াদু"টি খুব পাকা, খুব দৃঢ়, তাই বহু শতাব্দী হইতে নানাবিধ অত্যাচারগ্রস্ত হইয়াও এখনও সমূলে উন্মূলিত হয় নাই। এবং কস্মিনকালেও সমূলে উন্মূলিত হইবে না। কারণ, ইহার নাম "সনাতন আর্য্যধর্ম্ম।"

শ্রীমৎ গোভিলাচার্য্যপূজ্যপাদ যে সময়ে গৃহ্য সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষার কিঞ্চিৎ হ্রাসাবস্থা ঘটিয়াছিল। কারণ, কন্যা যে "পতিলোক" প্রাপ্ত হইতেছেন তাহার মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার জন্য মন্ত্রের অর্থজ্ঞ একটি ব্রাহ্মণের উল্লেখ গৃহ্যসূত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহ্যসুত্রে লিখিত আছে কন্যা, "ইয়ং নারী" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নিতে এক আঁচলা খৈ প্রদান করিলে পর বেদার্থজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণ "কন্যলা" এই মন্ত্রের অর্থ, বর ও বধুকে বুঝাইয়া দিবেন!

তাহাহইলেই বুঝা যাইতেছে যে, তখন মন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়া দিবার জন্য অর্থজ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক

পৌরাণিক এবং বৌদ্ধযুগে সংস্কৃতজ্ঞ সুশিক্ষিত আর্য্যমহিলাগণ স্বয়ংই মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, মন্ত্রের অর্থ বুঝিতেন এবং হোমাদি যজ্ঞ অনুসষ্ঠান করিতেন। মন্ত্রব্যাখ্যা বা মন্ত্রপাঠের জন্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যের প্রয়োজন বোধ হইত না। কিন্তু গৃহ্যসূত্ররচনাসময়ে মন্ত্রের অর্থ বুঝাইবার জন্য ব্রাহ্মণের উল্লেখ থাকাতে ইহাই বোধ হইতেছে যে, তদানীং স্ত্রীশিক্ষার কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিয়াছিল। এই সামান্য মাত্র অবনতি ঘটিলেও তাদৃক বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ তখনও একজন বেদার্থজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিতেন। ইদানীং তাদৃশী রীতিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রত পূজাদি অনুষ্ঠানকালে যে সকল মন্ত্র পঠিত হয় কোন ব্রাহ্মণ তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেন্ না। পুরোহিত ব্রাহ্মণ নিজেই মন্ত্রের অর্থ বুঝেন না, সুতরাং পরকে আর কি বুঝাইবেন? বৈদিক মন্ত্রের সম্যকরূপে উচ্চারণই সিদ্ধ হয় না। পুরোহিত মহাশয় নিজেই সম্যক উচ্চারণ করিতে পারেন না, সুতরাং পরকে আর কি উচ্চারণ করাইবেন? ইদানীং যে কোন প্রকারে পক্ষীকে "রাধা-

কৃষ্ণ” নাম উচ্চারণ করাইতে পারিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায়। “গোলে হরিবোল” দিয়ে কোন রকমে দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই খালাস! যাহাই হউক, তদানীং মন্ত্রের অর্থশিক্ষার কিঞ্চিৎ অবনতি ঘটিলেও স্ত্রীলোকের মন্ত্রোচ্চারণক্রিয়া সম্পন্ন হইত। “স্ত্রীলোকের মন্ত্রোচ্চারণের অধি- কার নাই” এইরূপ কুসংস্কার তখনও কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় প্রপাঠকের, তৃতীয় খণ্ডের ১১ সূত্রে লিখিত আছে যে, অনন্তর বর, বধূকে “ধ্রুবা দ্যৌঃ” এই মন্ত্র পাঠ করাইবে।

উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রপাঠকের তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম সূত্রে লিখিত আছে যে, বধূ, “ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং পতিকূলে ভূয়াসম্” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে, ইহার অর্থ এই যে, আমি ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির প্রকৃতি হইয়া যেন চিরকাল পতিকূলে বাস করিতে পারি। আমি স্বর্গ ও পর্ব্বতাদির ন্যায় সুস্থির অচল হইয়া যেন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পতিকূলে বাস করিতে পারি। অর্থাৎ পিত্রালয়ে মাতুলালয়ে কিম্বা অন্য কোন আত্মীয় মিত্র বান্ধবগৃহে সর্ব্বদা উৎসব

আমোদ উপলক্ষে যাইবার জন্য যেন চাঞ্চল্যভাব প্রকাশ না করি। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রপাঠকের চতুর্থ খণ্ডে লিখিত আছে যে, বধূ যখন পতিভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইবেন, তখন কুলশীলসম্পন্না পতিপুত্রবতী ব্রাহ্মণীরা "ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বন্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ বধূকে "কর্ণীরথ" নামক যান হইতে নামাইবেন। ইদানীং তাদৃশী রীতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই সকল শুভমন্ত্রো-চ্চারণের পরিবর্ত্তে "হুলু হুলুধ্বনি" মাত্র পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। কালে তাহাও লুপ্ত হইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হইতেছে।

উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পত্নী ইচ্ছা করিলে প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে হোম করিতে পারে। কারণ, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "অগৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিনী গৃহমুচ্যতে।" অর্থাৎ ইট পাথর চুন সুরকি কাষ্ঠ লৌহাদি দ্বারা নির্ম্মিত গৃহ গৃহই নয়। কারণ, উহা গৃহশব্দের গৌণ অর্থ। গৃহশব্দের মুখ্য অর্থ পত্নী। এইরূপ মুখ্য অর্থ বুঝাইবার জন্য শ্রীমৎ গোভিলাচার্য্য একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন—"গৃহাঃ পত্নী।" অর্থাৎ পত্নীই গৃহ শব্দের মুখ্য অর্থ, পত্নীই

গৃহের দেবতা। পত্নীই গৃহকর্ম্মের প্রধান উপযোগিনী, এবং অগ্নি, গৃহের প্রধান উপকরণ বস্তু। অতএব গৃহিণী, গৃহ্য অগ্নিতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোম করিতে পারেন। পত্নীর জন্যই গৃহের প্রয়োজন। এই নিমিত্ত পত্নীর নাম হইয়াছে গৃহিণী। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন ঃ—

> পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।
> গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা ॥

অর্থাৎ সেই পত্নী যদি পতির পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এবং পতির বশ্যা হয়, তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রম তুল্য সুখকর স্থান আর ত্রিভুবনে কুত্রাপি হইতেই পারে না। এই জন্য অন্যান্য আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অন্যান্য আশ্রম, গৃহস্থাশ্রমের সাহায্য প্রার্থনা করে বলিয়া গৃহস্থাশ্রম, অন্যান্য আশ্রমের আশ্রয়স্বরূপ। যাঁহাকে লইয়া গৃহস্থাশ্রম সংগঠিত হয়, যিনি গৃহশব্দের মুখ্য অর্থ, সেই গৃহিণী যদি গৃহ্য ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকারিণী না হয়েন, তাহা হইলে "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" অর্থাৎ সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, এই বাক্য ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। কালের প্রভাবেই

আমাদের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

যে সমস্তা জগৎসৃষ্টিস্থিতিসংহারকারিণঃ।
তেপি কালেষু লীয়ন্তে কালোহি বলবত্তরঃ॥

অর্থাৎ যাঁহারা এ জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহারকারী তাঁহারাও কালে লয়প্রাপ্ত হন্। সুতরাং কালই বলবত্তর পদার্থ। ভগবান পরমেশ্বরের অবতার শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতিই যখন এই কালে লীন হইয়া গিয়াছেন, তখন স্ত্রীলোকের বেদপাঠ, হোম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পূজা প্রভৃতি গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যে, বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

## মৈত্রেয়ী।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুঃ ব্রাহ্মণের প্রথম মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বৈরাগ্যবশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন—প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আমি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে

ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব তোমার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। কারণ পত্নী বিদ্যমান থাকিতে পত্নীর অনুমতি না লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া শাস্ত্র ও যুক্তিসঙ্গত নহে। পত্নী গৃহে বিদ্যমান থাকিতে পতির যদি সহসা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বে পত্নীর অনুমতি লইতে হয়। আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণ করিলে পাছে তোমার ও তোমার সপত্নী কাত্যায়নীর, সাংসারিক কোন কষ্ট উপস্থিত হয়, সেই জন্য অগ্রে তোমাদিগকে সমভাগে আমার ধন সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া, পরে আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিব। আমি তোমাদিগকে যে সম্পত্তি দিয়া যাইব, তাহাতে তোমাদের অন্নবস্ত্রের জন্য কোন কষ্ট হইবে না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও তাঁহার ধনসম্পত্তি বড় কম ছিল না। তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

মিথিলাধিপতি মহারাজ জনকের কঠিন কঠিন শাস্ত্রীয় প্রশ্নের সদুত্তরদানের দরুন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মহারাজের নিকট হইতে অনেকবার সহস্র গোধন লাভ করিয়াছিলেন। এই সহস্র ধেনুর প্রত্যেক

শৃঙ্গ দশভরি পরিমিত সুবর্ণে মণ্ডিত করিয়া মহারাজ মহর্ষিকে দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক শৃঙ্গে যদি দশ ভরি পরিমাণে সুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে সহস্র ধেনুর দুই সহস্র শৃঙ্গে বিশ হাজার ভরি স্বর্ণ ছিল। এইরূপ বিশ হাজার ভরি সোণা এবং সহস্র সংখ্যক বৃহৎ ধেনু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অনেকবার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন না। যাঁহার আশ্রমে সহস্র সহস্র শিষ্য অন্নবস্ত্র পাইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, যাঁহার গৃহে নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠানে রাশি রাশি ঘৃত অগ্নিসাৎ হইত, যাঁহার আশ্রমে অসংখ্য অতিথি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর প্রাপ্ত হইত, তিনি কি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইতে পারেন? তিনি আধুনিক অনেক প্রধান ভূস্বামী ও নরপতি হইতেও "বড়লোক" ছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তৎকালের কুলপতি মহর্ষিগণ, ধনের প্রকৃত সদ্ব্যয় করিতেন। তাঁহারা ক্রিয়াবান ছিলেন। সৎক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য তাঁহাদের ধনাভাব হইত না। তাঁহারা কাহারও নিকটে যাচ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা ভিক্ষুক ছিলেন না। রাজা মহারাজার

তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপচারে পূজা করিয়া ধন দান করিত। যাহারা তাঁহাদিগকে 'ভিক্ষুক বলিয়া মনে করে, তাহারাই দারুণ ভিক্ষুক, দীন, হীন ও কৃপাপাত্র। যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া স্বগৃহে শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, শাস্ত্রে তাঁহাকে "কুলপতি" কহে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহর্ষিরা কুলপতি অপেক্ষাও বড় ছিলেন। তাঁহারা দশ সহস্রেরও অধিক শিষ্যকে অন্নবস্ত্র দান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। প্রতিদিন দশ সহস্র শিষ্যকে ভোজন করান যে কিরূপ মহাব্যাপার, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে কে না বিস্মিত হয়? তাঁহাদের সন্তান ও শিষ্যবর্গ আচার-বিনয়-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা-বিহীন হওয়াতেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এবং সেই জন্যই অসদুপায়ে সমৃদ্ধিশালী আধুনিক "বড় লোক"-দিগের নিকট ভিক্ষুক বলিয়া গণ্য হইতেছে। যাহারা ভৃত্য ছিল, তাহারা কালপ্রভাবে "মুনিম্" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর যাঁহারা "মুনিম" ছিলেন, আজ তাঁহাদের সন্তানগণ ভৃত্য হইয়া পড়িয়াছেন। হাই কালের কুটিলা বিচিত্রা গতি!!

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, স্বীয় ধনসম্পত্তি বিভাগ করিয়া

মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে প্রদান করিবেন এবং পরে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, এই কথা শুনিয়া মহাবিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ী পতিকে বলিলেন ঃ—

সাহোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ংভগো সর্ব্বাপৃথিবী বিত্তেন পূর্ণাস্যাৎ কথংতেনামৃতাস্যামিতি ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্ স্বামিন্, বিবিধ ধনরত্নাদি পরিপূর্ণা সসাগরা সমগ্রা বসুমতীও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে না। আমি যদি সসাগরা সমগ্রা পৃথিবীর অধিশ্বরীও হইতাম, তথাপি আমার মহাভিলাষ পূর্ণ হইত না। আমি এই সমগ্র পৃথিবী লইয়া কি করিব? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়-সম্পাদ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া সেই পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিলেও আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। কারণ "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকে বিশন্তি।" অর্থাৎ পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে পতিত হইতে হয়। সুতরাং আমার অভীষ্ট কিরূপে সিদ্ধ হইবে? আমি অমর হইতে চাহি।

আমি অমৃতত্বলিপ্সু নারী। আমি নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের অভিলাষিনী। ভূ-লোকে ভুব-লোকে

( অন্তরীক্ষ বা জ্যোতির্লোকে ) কিম্বা স্ব-র্লোকেও আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি সত্যলোকে, চিৎ-লোকে, আনন্দ-লোকে—অমৃতলোকে যাইতে ইচ্ছুক। সুতরাং আপনার প্রদত্ত নশ্বর ধনরত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গো-গৃহাদি বস্তু লইয়া আমার কি ফল হইবে? এই সমস্ত বস্তু, আমাকে অমৃত-লোকে লইয়া যাইতে পারিবে না। এই সমস্ত নশ্বর বস্তুর উপভোগে কেবল আসক্ত থাকিলে, অমর হইব কিরূপে? অপার অমৃতসাগরে বিলীন হইতে পারিব না। আপনার প্রদত্ত সমস্ত বস্তু লাভ করিয়া কিম্বা বিত্তসাধ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়াও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব কি?

নেতি হোবাচ যাজ্ঞবাল্ক্যঃ। যাজ্ঞবাল্ক্য বলিলেন, "না।" এই সুবিশাল পৃথিবী লাভ করিয়াও অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না।

যথৈব উপকরণবতাং জীবিতং স্যাৎ তথৈব তেজীবিতং স্যাৎ, অমৃতত্বস্যাতু নাশাস্তিবিত্তেন ইতি।

অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "না"। সসা-গরা পৃথিবী ভোগ করিলে, কিম্বা মহাব্যয়সাধ্য

অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিয়া সেই পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করিলেও, অমৃতত্বপ্রাপ্তির কিছুমাত্রও আশা নাই। তবে তাহাতে এইমাত্র সামান্য লাভ হইবে যে, যেমন পুত্রকলত্রধনধান্যযানবাহনাদি নানাবিধ সুখোপকরণ-সম্পন্ন ব্যক্তির জীবনযাত্রা খুব সুখে স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তোমারও জীবনযাত্রা সুখেস্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহিত হইবে, এইমাত্র সামান্য লাভ। নতুবা বিশেষ কিছু ফললাভ হইবে না। উক্তবিধ সুখস্বচ্ছন্দতায়ও দুঃখসম্পর্ক আছে। উক্ত প্রকার সুখস্বচ্ছন্দতাও একেবারে দুঃখসম্পর্ক-শূন্য নহে। উহাও দুঃখসম্পৃক্ত। তবে যাহারা দারিদ্র্যজনিত দুঃখসম্ভারে প্রপীড়িত, তাহাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষা, তোমার জীবনযাত্রা অনেকাংশে উৎকৃষ্টরূপে নির্ব্বাহিত হইবে, এইমাত্র তোমার লাভ হইবে। কিন্তু ধন-রত্ন-পূর্ণ সাম্রাজ্যভোগ করিলে কিম্বা স্বর্গে গমন করিলেও মুক্তিপ্রাপ্তির কিছুমাত্রও আশা নাই। মৈত্রেয়ী পতির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে ভগবন,

কিমহং তেন কুর্য্যাং যেনাহং নামৃতাস্যাম্। যদেব ভগবান বেদ, তদেব মে ব্রূহীতি।

অর্থাৎ হে ভগবন্, যদ্দ্বারা আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? অতএব হে ভগবন্ স্বামিন, আপনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝেন, তাহাই আমাকে উপদেশ করুন। যে উপায় অবলম্বন করিলে মুক্তিপ্রাপ্তি হইবে, সেই উপায়ই আমাকে বলিয়া দিন। বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ীর এবম্বিধ মহা সন্তোষজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহাপ্রীত হইলেন, এবং প্রিয়বাদিনী প্রিয়াকে বলিলেন ঃ—

প্রিয়াবতারে নঃ সতী প্রিয়ংভাষসে। এহি, আস্ব। ব্যাখ্যাস্যামিতে, ব্যাচক্ষাণস্তু মে, নিদিধ্যাসস্ব ইতি।

অর্থাৎ হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! তুমি ইতঃপূর্ব্ব হইতেই যেমন আমার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়বাদিনী হইয়া প্রিয়ানামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ, তদ্রূপ এক্ষণেও আমার চিত্তবৃত্তির অনুকূল আচরণ করিতেছ এবং সুমধুর বচনবিন্যাসে আমার অসীম আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ। আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অতএব নিকটে এস, বস, আমি তোমার অভীষ্ট ও

পৃষ্ট বিষয় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমি যাহা যাহা বলিতেছি, তাহা একাগ্রচিত্তে তুমি শ্রবণ কর।

নবা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়োভবতি। নবা অরে জায়ায়াঃ কামায় জায়াপ্রিয়া ভবতি, আত্মনস্ত কামায় জায়াপ্রিয়া ভবতি, নবা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। নবা অরে ভৃত্যস্য কামায় ভৃত্যঃ প্রিয়োভবতি, আত্মানস্ত কামায় ভৃত্যঃ প্রিয়োভবতি। নবা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়ানিভবন্তি, আত্মনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়ানিভবন্তি। নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। মৈত্রেয়ি, আত্মনোবা অরে, দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি! এ জগতে পত্নী, পতির অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য—পতির প্রীতি সংসাধনার্থ পতিকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য—নিজের প্রীতিসম্পা-

দনের জন্য পতিকে ভাল বাসিয়া থাকে। পত্নীর সুখাভিলাষ পূর্ণ হউক এই ভাবিয়া পতি পত্নীকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের সুখাভিলাষপরিপূরণার্থ পতি পত্নীকে ভালবাসিয়া থাকে। পুত্রের প্রীতি-জননের নিমিত্ত লোকে পুত্রকে ভাল বাসে না; কিন্তু জীবিত অবস্থায় পুত্রের সেবা ও মৃত্যুর পর জলপিণ্ডাদি পাইবার জন্য লোকে পুত্রকে ভাল বাসিয়া থাকে। ভৃত্য অর্থসঞ্চয় করিয়া স্বদেশে গিয়া জমিজুমা ক্রয় করুক্, পুত্র কলত্রকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করুক, এবং সুদশাপন্ন হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া কেহ ভৃত্যকে বেতন দিয়া রাখে না, বা ভালবাসে না, কিন্তু স্বামী নিজের সুখের জন্য নিজের গৃহকৃত্য সম্পাদনের জন্য ভৃত্যকে ভাল বাসিয়া থাকে। পশুর উপকারের জন্য লোকে পশুকে ভালবাসে না, কিন্তু পশুর নিকট হইতে উপকার পাইবার জন্যই লোকে পশুদিগকে ভাল-বাসিয়া থাকে। এ জগতে লোকে যে যে বস্তু ভাল বাসে, সেই সেই বস্তুর উপকারের জন্য লোকে সেই সেই বস্তুকে ভালবাসে না, কিন্তু নিজের উপকারের জন্য নিজের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য, সেই সেই

বস্তুকে ভালবাসিয়া থাকে। সকলেই আত্মার প্রীতির জন্য অপরকে ভাল বাসে। আত্মাই সকলের প্রিয় পদার্থ। আত্মার তৃপ্তিসাধনের জন্য লোকে পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, মিত্র, ভৃত্য ও বিশ্বকে ভালবাসিয়া থাকে। এমন কি, যাঁহারা পরোপকারে ব্রতী, তাঁহারাও পরোপকার করিয়া আত্মা সুখী ও পরিতৃপ্ত হইবে, এই বিবেচনায় পরোপকার করিতে ভাল বাসেন্। যে দিকেই যাও না কেন, দেখিতে পাইবে যে, আত্মার তৃপ্তিই চরম তৃপ্তি। আত্মার তৃপ্তিই একমাত্র তৃপ্তি। এ জগতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কেহই আত্মাকে অতৃপ্ত রাখিতে ইচ্ছা করে না। জগতে আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম পদার্থ। এই আত্মার প্রিয় বলিয়াই অন্যান্য বস্তুও প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব হে মৈত্রেয়ি! এই প্রিয়তম আত্মাকে দর্শন করা, এবং গুরু বেদান্ত-বাক্য হইতে সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ক মহোপদেশ শ্রবণ করাই মুমুক্ষু ব্যক্তির একমাত্র উচিত কার্য্য। আত্মতত্ত্বোপদেশ শ্রবণানন্তর উপদেশের বিরুদ্ধ মত নিরাকরণপূর্ব্বক অর্থাৎ এই মহা সদুপদেশের বিরোধী কুতর্ক জাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সৎ অনুকূলতর্ক দ্বারা

সিদ্ধান্ত-স্থিরীকরণরূপ আত্ম মনন কার্য্য করা উচিত। অনন্তর সেই গুরূপদিষ্ট ও, দৃঢ়রূপে স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তিত পদার্থের একাগ্রতার সহিত ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসন করিতে হয়। আত্ম বিষয়ক দর্শন, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন সুসম্পাদিত হইলে সাধকের ভেদদৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া যায়। সমদৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়। লোকের আত্মতত্ত্ব—জ্ঞান যতক্ষণ সুসিদ্ধ না হয়, ততক্ষণই ভেদদৃষ্টি বা দ্বৈতভাব থাকে। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ীকে বলিতে-ছেন—

ইদংব্রহ্ম, ইদংক্ষত্রেং, ইমেলোকাঃ, ইমেদেবাঃ, ইমানি ভূতানি, ইদং সর্ব্বং যদয়ম্ আত্মা।"

অর্থাৎ ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি ক্ষত্রিয়, ইত্যাদি জাতি-ভেদ-জ্ঞান তখন থাকে না। তখন ইহা ভূলোক পৃথিবীলোক, ইহার উপরে অন্তরীক্ষ-লোক, তাহার উপরে স্বর্গলোক ইত্যাদি লোকের ভেদজ্ঞান থাকে না।

তখন দেব, মনুষ্য যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি লোকের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। তখন ইনি মানুষ, ইহা

পশু, ইহা পক্ষী ইত্যাদি প্রাণিসমূহের পরস্পর ভেদজ্ঞান থাকে না, তখন সমস্তই আত্মময় হইয়া যায়। তখন আত্মার অস্তিত্ব ব্যতিরেকে কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সৎস্বরূপ, এক, অদ্বিতীয়, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই বস্তুত্বরূপে লক্ষিত হয় না। তখন এই নশ্বর ভূমণ্ডল, কল্পিত মায়াময় ও মিথ্যা বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। আত্মার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্বের অবভাস হয় মাত্র। নতুবা বাস্তবিক ইহার কোন অস্তিত্বই নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন :—

> সযথা আর্দ্রৈধাগ্নে রভ্যাহতাৎ পৃথক্ ধূমা বিনিঃ
> সরন্তি, এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য,
> নিঃশ্বসিত মেতৎ যৎ ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ
> সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গীরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং
> বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রানি অনুধ্যাখ্যানানি
> ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বাসিতানি ॥

অর্থাৎ যেমন আর্দ্র কাষ্ঠাগ্নি সন্ধুক্ষিত হইলে, তাহা হইতে ধূম স্ফুলিঙ্গাদি পদার্থ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে

বিনির্গত হয়, তদ্রূপ, অয়ি প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! সেই মহামহিম নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত পরব্রহ্ম পরমেশ্বর পরমাত্মা হইতে অযত্নসাধ্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব-বেদ ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষৎ, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যা প্রভৃতি বিনির্গত হইয়াছে। অর্থাৎ নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া যেমন অনায়াসে সম্পন্ন হয়, তন্নিমিত্ত প্রাণিবর্গকে যেমন স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, তদ্রূপ, ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্রসমূহ, মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত সেই পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বরের অপ্রযত্নপ্রসূত কার্য্য। এতন্নিমিত্ত তাঁহাকে কোন রূপ ক্লেশ বা প্রয়াস পাইতে হয় না। তিনি বিজ্ঞানঘন বিজ্ঞানময় ও নামরূপবর্জ্জিত। ঘট-পটাদি অনিত্য পদার্থের ন্যায় নামরূপযুক্ত নহেন। বিদুষী পত্নী মৈত্রেয়ী, যাজ্ঞবল্ক্যের এই সকল অমৃত-ময় সারগর্ভ বাক্য শ্রবণে প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, অত্রৈব মা ভগবান অমূমুহন্, ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তীতি॥" অর্থাৎ হে ভগবন্ স্বামিন্, আপনার উপদেশের এই অংশটিই আমি বুঝিতে পারিলাম না। এই স্থলেই

আপনি আমাকে বড়ই গোলে ফেলিলেন। অর্থাৎ এক ব্রহ্মে সংসারিত্ব, অসংসারিত্ব, সগুণত্ব নির্গুণত্ব সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং উদাসীনত্ব প্রভৃতি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল, কি প্রকারে এক পদার্থে সমাবেশিত হইতে পারে? অর্থাৎ আপনি পরমেশ্বরকে নিত্য-মুক্ত পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, কিন্তু যিনি মুক্ত পুরুষ, তাঁহার তো ইচ্ছাদি কোন গুণই থাকিতে পারে না। মুক্ত শব্দের অর্থই এই যে, যাঁহার ইচ্ছা, চেষ্টা, যত্ন, অভিলাষ প্রভৃতি সমস্ত গুণ বিলুপ্ত হইয়াছে তিনিই মুক্ত পুরুষ। পরমেশ্বর যখন জগৎ সৃষ্টি করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁহার ইচ্ছা আছে, যত্ন আছে। বিনা ইচ্ছা ও যত্নে কখনই কুত্রাপি কোন বস্তু নির্ম্মিত হইতে পারে না। যিনি জগৎস্রষ্টা, তিনিই উদাসীন স্বরূপই বা কি প্রকারে হইতে পারেন? বিরুদ্ধ ধর্ম্মগুলি, কখনই একত্র অবস্থিত হইতে পারে না। যিনি সগুণ, তিনি নির্গুণই বা কিরূপে হইতে পারেন, ইহা আমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না? কারণ, এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন। আপনি এইমাত্র আত্মাকে

"বিজ্ঞানময়" নামে অভিহিত করিয়াছেন, পুনশ্চ তাহাকেই আবার নামরূপরহিত বলিয়া বিশেষিত করিতেছেন। সুতরাং যে নামরহিত, সে কোন্ নামদ্বারা কি প্রকারে বিশেষিত হইতে পারে? অগ্নি যেমন উষ্ণত্ব শীতত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় হইতে পারে না, তদ্রূপ এক আত্মা কি প্রকারে বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে? এই সন্দেহ-তরঙ্গে আমার হৃদয়-সরোবর আলোড়িত হইতেছে।

হে ভগবন্ স্বামিন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার হৃদয় হইতে এই সংশয় দূর করিয়া দিন। "সহোবাব যাজ্ঞবল্ক্যঃ, নবা অরে অহং মোহং ব্রবীমি, অলং বা অরে ইদং বিজ্ঞানায়॥" অর্থাৎ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, অয়ি প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আমি ভ্রান্তিজনক কোন কথাই বলি নাই। সকল কথাই সত্য বলিয়াছি। নাম-রূপবর্জ্জিত পরমাত্মাকে বিজ্ঞানঘন বা বিজ্ঞানময় নামে অভিহিত করাতে তুমি যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবেশের আশঙ্কা করিতেছ, তাহা বৃথা আশঙ্কা। কারণ আমি এক পদার্থের উপরে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কখনও

করি নাই। কিন্তু তুমি নিজেই একের উপরে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ বুঝিয়া স্বয়ং ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছ। আমি এই মাত্র বলিয়াছি যে. অজ্ঞান বা অবিদ্যানিবন্ধন এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বন্ধবশতঃ আত্মা, নিজের সৎ, চিৎ ও আনন্দ-রূপতা ছাড়িয়া দিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত একীভাবাপন্ন হইয়া যায়। নিজকে শরীর ও ইন্দ্রিয়স্বরূপ বলিয়া মনে করে। অবিদ্যা বা অজ্ঞান-দোষই ইহার মূল। এবং সেই জন্যই আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি অন্ধ, আমি বধির ও আমি পঙ্গু, এইরূপ মনে করে। আত্মা, স্থূলত্ব কৃশত্ব, গৌরত্ব ও কৃষ্ণত্বাদি শরীরের ধর্ম্ম, এবং অন্ধত্ব বধিরত্ব মূকত্ব পঙ্গুত্বপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আপনাতে বৃথা আরোপিত করে। আত্মা সৎস্বরূপ বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্, নিরঞ্জনস্বরূপ। তাঁহাতে স্থূলত্বাদি শরীরধর্ম্ম, ও অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম কখনই সম্ভবে না। যে যাহার প্রকৃত ধর্ম্ম, সে তাহাতেই থাকে জড়ের ধর্ম্ম জড়েতে থাকে, চেতনের ধর্ম্ম চেতনেই থাকে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ চেতন জড়বং

হইয়া যায় ও জড়ের ধর্ম্মকে নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। যেমন চক্ষু, রোগবশতঃ পীত হইয়া গেলে শুভ্র শংখও, পীত বলিয়া বোধ হয়, যেমন চক্ষুর দূরত্বাদিনিবন্ধন ঝিণুককে রৌপ্য বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ আত্মা, অবিদ্যার প্রভাবে বিমোহিত হইলে নিজের বাস্তব অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়, এবং জড়ের স্বতন্ত্র পৃথক অবাস্তব অস্তিত্ব নিজেতে বৃথা আরোপিত করিয়া লয়, এবং জড়ের অধীন হইয়া যায়। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় চিন্ময় আত্মার অস্তিত্ব ছাড়া, জড়জগতের অন্য কোন পৃথক স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। আত্মার অস্তিত্বেই জড়ের অস্তিত্ব। জড়ের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। আত্মার প্রকৃত স্বরূপবিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা যতক্ষণ উদিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বজ্ঞান বেদান্ত শাস্ত্রে ভ্রান্তি বলিয়াই পরিগণিত হয়। নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত, পূর্ণ, আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হইলে মিথ্যাজ্ঞানান্ধকার, জ্ঞানীর হৃদয়গহ্বর হইতে অপসৃত হইয়া যায়। তখন পরমাত্মা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কোন জড় পদার্থ অনুভূত হয় না। তখন পরিদৃশ্যমান

এই নশ্বর ভূমণ্ডল আত্মময় বলিয়া অনুভূত হয়। তখন অন্য বস্তুর বস্তুত্বই থাকে না। গৃহ, ধন, রত্ন, আসন, শয্যা ও যান বাহনাদি পদার্থের সত্তা, ব্যবহারিক সত্তা মাত্র। ইহাদের পারমার্থিক সত্তা নাই। এক অদ্বিতীয় আত্মা পরমেশ্বরই পরম সৎ পদার্থ। ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইলে, দ্বৈতভাবজনিত বিশেষ বিশেষ নাম ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং তখন রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, যদু, মধু, কাল, সাদা, স্থুল ও কৃশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা-বুদ্ধি, এবং জীবাত্মা এক পদার্থ ও পরমেশ্বর পরমাত্মা অন্য পদার্থ এইরূপ ভেদবুদ্ধি, বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন আত্মা স্ব স্বরূপে অবস্থিত হয়েন।

যতক্ষণ মানবহৃদয়, অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ এই ভিন্ন ভিন্ন নামও ভিন্ন ভিন্ন রূপের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভূত হইলে জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যায়। যেমন জলাধার বিনষ্ট হইলে চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব বিনষ্ট হয়, চন্দ্র-সূর্য্যাদির বিনাশ হয় না, তদ্রূপ, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি রূপ আবরণ বা উপাধি বিনষ্ট হইলে বিজ্ঞানস্বরূপ

আত্মার বিনাশ হয় না। নশ্বর ভৌতিক আবরণ বিনষ্ট হইলে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন জীবাত্মা নষ্ট হয় না। তখন 'জীবাত্মা' বলিয়া আত্মার একটি স্বতন্ত্র নাম থাকে না। একমাত্র আত্মাই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যুক্ত হইলেই জীবনামে অভিহিত হয়। নতুবা জীবনামক স্বতন্ত্র কোন একটি পদার্থ নাই। অতএব সেই নিত্যসিদ্ধ অবিনাশী পরমাত্মার বিজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেয়স্কর। এই পরমাত্ম-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে এই অজ্ঞান-কুসংস্কার-ভ্রান্তি-সন্দেহাদিরূপ-নক্র-কুম্ভীরাদি-ব্যাপ্ত, দুস্তর, সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন উপায়ই নাই। যতকাল মানবের অজ্ঞান প্রবল থাকে, ততকাল জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনটি পদার্থ পৃথক পৃথকরূপে ব্যবহৃত হয়। পরমাত্ম-বিজ্ঞান আবির্ভূত হইলে এই ত্রিত্বভাব আর থাকে না। তখন সকল পদার্থই এক বলিয়া অনুভূত হয়। তখন সকল পদার্থ এক মাত্র সত্যজ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। যেমন অগ্নি, অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, যেমন প্রদীপ দ্বারা প্রদীপ কখন প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানস্বরূপ প্রকাশস্বরূপ

আত্মা, অন্যজ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হন্ না। যে পদার্থ স্ব-প্রকাশ ও স্বয়ং প্রকাশ, সে অন্য প্রকাশের সাহায্যে প্রকাশিত হয় না। সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবার জন্য অন্য সূর্য্যের প্রয়োজনই হয় না। আত্মা জ্ঞানসস্বরূপ; নিত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। "বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজানীয়াৎ।" অয়ি প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, যিনি নিখিলব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাতা প্রকাশয়িতা, যিনি বাক্য মনের অতীত, তাঁহাকে আর কি উপায়ে জানিবে? তাঁহার জ্ঞাতা আর অন্য কেহই হইতে পারে না তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিজ্ঞাতা। যে দেশে স্বামী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মপত্নী মৈত্রেয়ীকে এই সকল সূক্ষ্ম, গভীর গবেষণাপূর্ণ, অমূল্য দার্শনিক তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন, যে দেশে শ্রীমতী বিদুষী মৈত্রেয়ী পুংখানুপুংখরূপে স্বামীর নিকট আত্মতত্ত্বোপদেশ শিক্ষা করিয়া শিক্ষিত ভারতীয় আর্য্য মহিলাগণের মধ্যে আদর্শ হইয়াছিলেন, যে দেশে স্বামী ও স্ত্রী ঈদৃকরূপে দার্শনিক তত্ত্বের আলাপ করিতেন, সে দেশে সেই ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা যে কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। যে সকল সূক্ষ্ম

দার্শনিকতত্ত্ব অনেক বুদ্ধিমান পুরুষ, টীকা টিপ্পনী ব্যতিরেকে বুঝিতেই পারে না, প্রাচীন সুসভ্য দেশ ভারতবর্ষের মহিলা জাতি, তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। পত্নী, ঐ সকলতত্ত্ব সহসা বুঝিতে না পারিলে স্বামী উহা বুঝাইয়া দিতেন। স্বামীর কোন কথা অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হইলে, ভার্য্যা ঐ বিষয়ে তর্ক উত্থাপিত করিতেন। পতি ও পত্নীর এই সকল আধ্যাত্মিক কথোপকথন যে পুস্তকে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে, ভারত মাতার সুবুদ্ধি সন্তানগণের হৃদয়ে যে, কি অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয় তাহা বর্ণনাতীত!! যে সময়ে পতিও পত্নী, এই সকল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই-তেন, "তেহি নো দিবসাগতাঃ", আমাদের সেই সকল আনন্দের দিন চলিয়া গিয়াছে!! আজ সেই মৈত্রেয়ীর, জাতিগোত্রোৎপন্ন মহিলাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, লেখা পড়া শিখিলে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া যায়! ভারতে স্ত্রীশিক্ষার ঈদৃশী ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া অধুনা বিদেশীয় ব্যক্তিরা নব্য-ভারতের স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ

সমালোচনা করিবার সুবিধা পাইয়াছেন্। কেনই বা না পাইবেন? তুমি যদি একটা অন্যায় কার্য্য করিতে পার, বা অন্যায় কথা বলিতে পার, তাহা হইলে অপর ব্যক্তি উহার উল্লেখ করিতে পারিবে না কেন?

ব্রহ্মবাদিনী গার্গী।

অতি প্রাচীনকালে এই পুণ্যভুমি ভারতবর্ষে গার্গীনাম্নী একটি ব্রহ্মবাদিনী আর্য্যমহিলা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম মহর্ষি বচক্নু। সেই জন্য গার্গীর অপর নাম বাচক্নবী। গার্গী, আধ্যাত্মিকতত্ত্বশাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় অসাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত তর্ক করিবার সময় তাঁহার অকুতোভয়তা, সাহস ও প্রতিভার কথা পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি যে বিষয় লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন, সে বিষয়ে যতক্ষণ সুমীমাংসা ও সুসিদ্ধান্ত না হইত, ততক্ষণ তিনি কোনক্রমেই তাহা না বুঝিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-প্রণালী অবলোকন করিয়া বড় বড় ঋষিরাও স্তম্ভিত হইয়া

যাইতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, একদা ব্রহ্ম-বাদিনী গার্গী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন হে মহর্ষে! সমগ্র পৃথিবী জলের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ পৃথিবী খনন করিলেই জল দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং বেদান্ত মতে "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী", অর্থাৎ জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব পৃথিবী, জলরূপ উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই জল কাহার উপর ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "বায়ৌ গার্গি," হে গার্গি, জল, বায়ুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। গার্গী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে, বায়ু কাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত? মহর্ষি বলিলেন বায়ু, অন্তরীক্ষে অবস্থিত।

গার্গী। আন্তরীক্ষলোক কাহার উপরে অবস্থিত?

মহর্ষি। অন্তরীক্ষলোক গন্ধর্ব্বলোকে অবস্থিত।

গার্গী। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় অবস্থিত?

মহর্ষি। গন্ধর্ব্বলোক, আদিত্য লোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। আদিত্য লোক কাহার উপরে ওত প্রোত ভাবে অবস্থিত ?

মহর্ষি। আদিত্যলোক চন্দ্রলোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। চন্দ্রলোক কাহার উপরে অধিষ্ঠিত ?

মহর্ষি। চন্দ্রলোক, নক্ষত্র লোকের উপরে অবস্থিত।

গার্গী। নক্ষত্র লোক কাহার উপরে অধিষ্ঠিত ?

মহর্ষি। নক্ষত্রলোক, ইন্দ্রলোকের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গার্গী। ইন্দ্রলোক কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত ?

মহর্ষি। ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

গার্গী। প্রজাপতি লোক কোথায় অবস্থিত ?

মহর্ষি। প্রজাপতিলোক ব্রহ্মলোকের উপর অবস্থিত।

গার্গী। ব্রহ্মলোক কাহার উপরে অধিষ্ঠিত ?

মহর্ষি বলিলেন; হে গার্গি! আর জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি তোমার প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছ। শিষ্টাচারপরম্পরাপ্রচলিত

প্রশ্নরীতি তুমি অতিক্রম করিতেছ। যে লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই ব্রহ্মলোক, কাহারও উপরে অবস্থিত নহে। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার উপরে আশ্রিত। সেই লোক, সকল লোকের আশ্রয় দাতা। সেই ব্রহ্মলোককে আশ্রয় করিয়া অন্য সকল লোক অবস্থিতি করে। আত্ম-জ্ঞান-গম্য ও শ্রুতিপ্রমাণগম্য পদার্থকে অনুমান দ্বারা জানা যায় না। অনুমান সেখানে পৌছিতেই পারে না। সেই ব্রহ্মালোক, আনুমানিক প্রশ্নো-ত্তরের বিষয় নয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী একদা বেদান্তবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন – হে পূজ্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ করুন'। যদি আপনারা কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি করেন, তাহা হইলে আমি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এবং' মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যদি ঐ প্রশ্নদ্বয়ের সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন যে,

আপনাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত করিতে পারেন। গার্গীর এবম্বিধ তেজোব্যঞ্জক বচনবিন্যাস শ্রবণ করিলে এই বোধ হয় যে, তাঁহার প্রশ্নদ্বয় এতই কঠিন যে, সভাস্থ অন্যান্য ব্রাহ্মণ তো তাঁহার উত্তর প্রদান করিতে পারিবেনই না, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যদি কোন রকমে উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পাণ্ডিত্য "হাতে কলমে" বুঝা যাইবে। আর যদি মহর্ষি উত্তর দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের কোন মূল্যই নাই। অর্থাৎ গার্গী যুবতী মহিলা বলিয়াই যে, হেয় এবং তত্ত্বজ্ঞানবিহীনা, আর মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই যে, মহাপণ্ডিত, সভাস্থ সাধারণ ব্যক্তিদিগের এইরূপ বিবেচনা করা মহাভুল। মহর্ষি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া যাইবেন, আর অবলা বালা গার্গী বিনা তর্কে সেই সকল কথার উপর যে, ধ্রুব বিশ্বাস করিবেন, গার্গী তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সভাস্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গার্গীর ঈদৃক্ তাৎপর্য্যব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যথাবিধি প্রশ্ন করি-

বার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। গার্গীর বচনা-বিন্যাস তেজোব্যঞ্জক হইলেও, দম্ভসূচক ছিল না। তিনি, বিনয়-সৌজন্য-সভ্যতাদি-সদ্‌গুণে বিভূষিতা ছিলেন। প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বে তিনি, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ সভাস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গার্গী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! আমি আপনাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। নিজের প্রশ্ন দুইটি যে বড়ই কঠিন তাহা জানাইবার জন্য গার্গী, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন :—

হে মহর্ষে, এই ভূমণ্ডলে অসীমশৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন, কাশীধামসম্ভূত বীরগণ এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ-শালী, অপরাজেয় ভীমপরাক্রম, বীরবংশাবতংস বিদেহাধিপতি মহারাজজনক, শত্রুসংহারক তীক্ষ্ণ-বাণ লইয়া যেমন, রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, তদ্রূপ আমিও সাধারণের 'দুর্ব্বিজ্ঞেয়োত্তর দুইটি প্রশ্নরূপ তীক্ষ্ণ 'বাণ লইয়া আপনার' নিকট উপস্থিত হইয়াছি!

প্রশ্নদ্বয়ের প্রকৃত উত্তর আমাকে বলুন। যাজ্ঞ-

বল্ক্য এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন হে গার্গি, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। অনন্তর গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে, এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধদেশস্থিত স্বর্গ লোকে ও অধঃস্থিত মর্ত্ত্যলোকে এবং স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষ লোকের মধ্যে যাহা অতীত, যাহা বর্ত্তমান ও যাহা ভবিষ্যৎ, তৎসমস্ত দ্বৈত পদার্থ, যে সূত্রেতে একী-ভাবে অবস্থিত, সেই সূত্রটি, ওতপ্রোতভাবে কোথায় অবস্থিত ? যাজ্ঞবল্ক্য, গার্গীর এবম্বিধ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, গার্গী ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহার উত্তর বলিতেছি। অবধানের সহিত শ্রবণ কর। এই ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধলোক স্বর্গে, মধ্যলোক অন্তরীক্ষে এবং অধোবর্ত্তী মর্ত্ত্যলোকে যাহা যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দ্বৈত পদার্থ উহাদের সমষ্টির নাম সূত্র। পৃথিবী যেমন জলো-পরি ওত প্রোতভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ সেই অভি-ব্যক্ত সূত্রও, ত্রিকালেই অব্যাকৃত অনভিব্যক্ত আকাশে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। গার্গী, এই উত্তর শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, যাজ্ঞবল্ক্য, আপনি যেহেতু, এই কঠিন দুর্ব্বিজ্ঞেয় প্রশ্নের দুর্ব্বিজ্ঞে

উত্তর প্রদান করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে নমস্কার করিলাম। অন্যান্য পণ্ডিতেরা মদুক্ত সূত্র পদার্থটি যে কি, তাহাই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না, আর আপনি যখন এই সূত্রের আশ্রয়কে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন এবং প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি আপনাকে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনাকে নমস্কার করিলাম। এক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্নটি কহিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা কর। গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! স্বর্গলোক অন্তরীক্ষ লোক ও মর্ত্ত্যলোকে যে যে পদার্থ অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, তৎসমুদায়কে অর্থাৎ সেই নশ্বর পদার্থ সমষ্টিকে শাস্ত্রে সূত্র কহে। আপনি বলিয়াছেন সেই সমষ্টি স্বরূপ সূত্র, আকাশে ওত.প্রোতভাবে অবস্থিত। কিন্তু সেই আকাশের আশ্রয় কে? সেই আকাশ কাহার উপরে অধিষ্ঠিত? এই প্রশ্নের ভাল উত্তর হইবে না, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই অতি কঠিন প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে পারিবেন না, মহর্ষি এই প্রশ্নটি অগ্রে ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন, এইরূপ

মনে করিয়া গার্গী পুনরায় এই প্রশ্নটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহর্ষি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেনঃ—

"এত দ্বৈ তদক্ষরং গার্গি। ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু, আহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্ অলোহিতম্, অস্নেহম, অতমঃ অবায়ু, অনাকাশম, অসঙ্গম, অরসম্, অগন্ধম্, অচক্ষুকম্, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ অতেজস্কম্, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্ অনন্তরম্, অবাহ্যম, নতদশ্নাতি কিঞ্চন নতদশ্নাতি কশ্চন। এতস্যবা অক্ষরস্য প্রসাসনে গার্গি! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দ্যাবা পৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্যবা অক্ষরস্য প্রসাসনে গার্গি! নিমেষাঃ মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি মাসাঃ অর্দ্ধমাসাঃ ঋতবঃসংবৎসরাঃ বিধৃতা স্তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গী! প্রাচ্যোন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোন্যাঃ যাংযাঞ্চ দিশং অন্বেতি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি, যজমানং দেবাঃ দর্ব্বীং পিতরো-হন্বায়ত্তাঃ। যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মিন্

লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনিবর্ষ-সহস্রাণি, অন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি। যোবা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ, অথ য এতদক্ষরং গার্গি! বিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ। তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি! অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ, অশ্রুতং শ্রোতৃ, অমতং মন্তৃ, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ। এতস্মিন্ খলু অক্ষরে গার্গি! আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি।

অর্থাৎ হে গার্গি! তুমি যাঁহার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ তিনিই আকাশের আশ্রয়। আকাশ তাঁহাতে ওতপ্রোতঃভাবে আশ্রিত। তাঁহাকে বেদে অক্ষর কহে। তাঁহার কস্মিন্ কালেও ক্ষয় নাই ও ক্ষরণ নাই। সেই জন্য তিনি অক্ষর। হে গার্গি! প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া থাকেন। ইহা আমার নিজের মনগড়া কথা নয়। মহাপ্রামাণিক প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এই মত প্রকাশ করেন বলিয়া আমি তোমাকে বলিলাম।' 'নতুবা' আমি বলিতাম না, আমি কখনই কল্পিত বা অসত্য কথা বলি না, আর তুমি যে দুইবার তোমার প্রশ্নটি

আবৃত্তি করিলে, তাহাতে এই মনে হয় যে, প্রশ্নটিই যেন আমি বুঝিতে পারি নাই। প্রশ্নটিই যখন আমি আদৌ বুঝিতে পারি নাই, তখন উত্তর দিব কি প্রকারে? সুতরাং প্রশ্নটিই অগ্রে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য তুমি প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়াছ। পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজনই ছিলনা। তোমার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোয়োজন। আমি তোমার প্রশ্ন বুঝিতে পারি নাই, তুমি এরূপ কখনও মনে করিও না।

গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন বুঝিলাম যেন, যাঁহার ক্ষরণ নাই, ক্ষয় নাই তিনি অক্ষর, তা বেশ, তাঁহার ক্ষরণ ও ক্ষয় যেন নাই রহিল, তিনি ক্ষয়-ক্ষরণবিহীন হউন, তাহাতে তাঁহার স্বরূপের কি প্রতিপত্তি হইল? তিনি কিংস্বরূপ? তাহার কিছু বর্ণনা করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন ঃ—সেই পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বর স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন, হ্রস্বও নহেন দীর্ঘও নহেন, লোহিতবর্ণও নহেন এবং জল তৈল ঘৃতাদির ন্যায় স্নেহ পদার্থও নহেন। তিনি ছায়াও নহেন অন্ধকারও নহেন বায়ুও নহেন আকাশও নহেন। তিনি কোন

বিষয়ে আসক্ত নহেন। তিনি রস নহেন, গন্ধ নহেন, তিনি নেত্ররহিত, শ্রোত্ররহিত, বাগিন্দ্রিয়-রহিত, তেজোরহিত, প্রাণরহিত, মুখরহিত, রূপ-রহিত, ছিদ্ররহিত, ব্যবধানরহিত, অন্তররহিত, বাহ্য-রহিত।

তিনি কিছুই ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করিতে পারে না। আর অধিক কি বলিব। ত্রিভুবনে যত প্রকার বিশেষণ সম্ভবিতে পারে, তিনি তৎসমুদায়রহিত। তিনি এক অর্থাৎ স্বসজাতীয়দ্বিতীয়রহিত। এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্ববিজাতীয়দ্বিতীয়রহিত। অর্থাৎ মনুষ্যজাতির মধ্যে যেমন যাদব ছাড়া মনুষ্যজাতীর অন্য একজন মাধব আছে তদ্রূপ, ব্রহ্মের স্বজাতীয় অন্য একটি ব্রহ্ম নাই। যেমন মনুষ্য হইতে ভিন্ন বিজাতীয় কুক্কুরাদি জন্তুর অস্তিত্ব আছে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বিজাতীয় স্বতন্ত্র কোন বস্তুই এজগতে বিদ্যমান নাই। একমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্ব ছাড়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থের বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই, কেবল কল্পিত অস্তিত্ব মাত্র। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বর নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

হে গার্গি! সেই পরাৎপর পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রাণিসমূহের মহোপকারার্থ সূর্য্যও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সূর্য্যও চন্দ্র তাঁহার কঠোরশাসনে পরিচালিত হইয়া তাঁহার কঠোর শাসনভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া আলোকদানাদি স্বস্ব নিরূপিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। নিয়মিত দেশে নিয়মিত কালে উদয় অস্ত বৃদ্ধি লয়াদি কার্য্যে তাহারা নিয়মিতরূপে ব্যাপৃত রহিয়াছে। হে গার্গি, সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের সুশাসন বশবর্ত্তী হইয়া স্বর্গলোক ও ভূলোক সুনিয়মে পরিচালিত হইতেছে। তিনি যদি এই দুই লোককে ধারণ করিয়া না থাকিতেন, তাহা হইলে অতি গুরু ভারাক্রান্ত এই লোকদ্বয় রসাতলে বিলীন হইয়া যাইত। তাঁহারই কঠোর শাসন ভয়ে এই লোকদ্বয় স্ব স্ব নিরূপিত কার্য্য করিতেছে। হে গার্গি! তাঁহারই প্রকৃষ্ট শাসনগুণে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমূহের বয়োনিরূপক মহাকালের অংশভূত নিমেষ, মুহূর্ত্ত, দিবা, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর, সুশাসিত হইয়া যথানিয়মে গতাগতি করিতেছে। যেমন কোন প্রভুর আজ্ঞাপালক ভৃত্যবর্গ সাবধানে

প্রভুর আয় ব্যয় প্রভৃতি গণনা করে, তদ্রূপ মহা-কালের অংশভূত অহোরাত্র মাস সংবৎসরাদি, বিশ্বপ্রভু পরমেশ্বরের জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সংখ্যা রক্ষা করে। হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বরের প্রকৃষ্ট শাসনবলে কৈলাসহিমালয়াদি পর্ব্বতপ্রসূতা পূর্ব্বদিগ্‌গামিনী গঙ্গাপ্রভৃতি নদী এবং পশ্চিমদিগ্‌গামিনী সিন্ধুপ্রভৃতি নদী, যথা-নিয়মে প্রবাহিত হইতেছে। বহু ক্লেশে অর্থো-পার্জ্জনপূর্ব্বক জ্ঞানী দাতারা যে, গো স্থবর্ণাদি ধন-রত্ন দান করেন, এবং সাধুগণ যে, ঐ সকল দাতার প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহাও সেই অবিনাশী পরম পুরুষেরই শাসনমহিমা। সাধুজনপ্রশংসিত দানাদি সৎকার্য্যের ফল পরলোকে লব্ধ হইয়া থাকে। অবিনাশী পরমেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের সুবিচার করিয়া, যাহার যেমন কর্ম্ম তাহাকে ঠিক তদনুরূপ ফলপ্রদান করেন। পরমেশ্বরই সেই দাতার দানজনিত ফলের সংযোজয়িতা। পরমেশ্বরই সেই দাতাকে তাহার দানজনিত ফল ভোগ করাইয়া থাকেন। হে গার্গি! সেই পরমে-শ্বরের উৎকৃষ্ট শাসনগুণে দেবতাগণ, স্ব স্ব তৃপ্তির

জন্য নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহশক্তিসত্ত্বেও, কেবল যজমানদত্ত ঘৃতচরুপিষ্টকাদি উত্তমোত্তম বস্তু ভোজনের আশায় অবস্থিতি করেন। সেই পরমেশ্বরের শাসনবলেই মহানুভব পিতৃলোক, পুত্র প্রদেয় শ্রাদ্ধান্ন মাত্র ভক্ষণের নিমিত্ত পুত্র পৌত্রাদির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। হে গার্গি! সেই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের মহিমা না জানিয়া না শুনিয়া যাহা কিছু জপ হোম পাঠাদি সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্তই বিনশ্বর। ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণ, স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগান্তে পুনরায় শোকদুঃখপ্রভৃতি ভীষণনক্রকুম্ভীরাদিব্যাপ্ত সংসারসাগরে পতিত হন্। কিন্তু উপনিষদ্‌বেদান্তবেদ্য মঙ্গলময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় পরমাত্মা পরমেশ্বরকে একবার কোন সুযোগে জানিতে পারিলে অনবরত জন্মমরণাদিরূপ ভীষণ চক্রে ঘূর্ণ্যমান হইতে হয় না। যাহার জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান সংসাধিত হইয়া থাকে, আর ইহজগতে তাহাকে পুনরায় আসিতে হয় না। সে ব্যক্তি, নক্রকুম্ভীরাদিশূন্য অপার অনন্ত সর্ব্বব্যাপী অমৃতআনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া যায়।

সে ব্যক্তি তখন ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি আর এই কষ্টময়, মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় ফিরিয়া আসে না, আর ফিরিয়া আসে না। সচ্চব্রহ্মলোকম্ অভিসম্পদ্যতে, নসপুনরাবর্ত্ততে নসপুনরাবর্ত্ততে। বেদ। সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত° হয়, পরমেশ্বরে লীন হইয়া যায়। কষ্টভোগার্থ সে এই মর্ত্ত জগতে আর ফিরিয়া আসে না। আর ফিরিয়া আসেনা। এই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞানই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পরমেশ্বরতত্ত্বশ্রবণ, পরমেশ্বরতত্ত্বমনন পরমেশ্বরতত্ত্ব নিদিধ্যাসন ও পরমেশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য কোনই উপায় নাই, অন্য কোনই উপায় নাই! তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যু মেতি নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। তাঁহাকে জানা ছাড়া তাঁহাতে বিলীন হওয়া ছাড়া, তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ ছাড়া মুক্তিপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই। অন্য কোন পথ নাই। হে গার্গি। সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে না জানিয়া যেব্যক্তি ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে ব্যক্তি বড়ই দীন হীন ক্ষুদ্র ও দুর্ভাগ্যকলুষিত। আর

যে ব্যক্তি তাঁহার মহিমা জানিয়া এই মর্ত্ত্যলোক হইতে চলিয়া যায়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, অর্থাৎ ব্রহ্মপরায়ণ। হে গার্গি! সেই অবিনাশী পরমেশ্বর সকল প্রকার শব্দের শ্রোতা, কিন্তু তাঁহাকে কেহ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি সর্ব্বদ্রষ্টা, কিন্তু তাঁহাকে কেহই এই চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পায় না। তিনি সকল পদার্থের মন্তা, তিনি সর্ব্ববিজ্ঞাতা। আর অধিক কি বলিব তিনি ছাড়া অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা হইতেই পারে না। তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা। সেই এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে আকাশাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

সাহোবাচ ব্রাহ্মণা তদেব বহু মন্যেধ্বম্, যদস্মান্নমস্কারেণ মুচ্যেধ্বম্! নবৈ জাতু যুষ্মাকমিমং কশ্চিৎ ব্রহ্মোদ্যং জেতাইতি। ততোহ বাচক্নবী উপররাম।

অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনী গার্গী, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এবম্বিধ মহাসন্তোষজনক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, আপনারা পরম-

তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অমূল্য উপদেশ-রত্ন লাভ হেতু অত্যন্ত ঋণী হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে আপনারা তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে প্রণাম করিয়াই মাত্র যদি সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাহাতেই সামান্য মাত্র ঋণ শোধ হইল এইরূপ মনে করিবেন। নতুবা সে ঋণ হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। আর ইহাঁকে জয় করা তো বহুদূরের কথা। ইহাঁকে জয় করিব এইরূপ কথাও মনে ভাবিবেন না। যেহেতু আপনাদিগের মধ্যে ঈদৃশ কেহই ব্রহ্মজ্ঞানী বিদ্যমান নাই যিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জয় করিতে সাহসী হইতে পারেন। কারণ আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলে ইঁহাকে আর কেহই পরাস্ত করিতে পারিবেন না। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মবাদিনী গার্গী নিবৃত্ত হইলেন।

যে দেশে জ্ঞানিকুল-চূড়ামণি মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্যের নিকট কোন একটি মহিলা, সুক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন করিবার সময় শাস্ত্রজ্ঞান-সাহসের উপর নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে বলিতে পারিতেন যে,

কাশীধামসম্ভূত বীরগণের ন্যায় ও বীরবংশাবতাংস বিদেহ রাজ জনকের ন্যায় আমিও কঠিন প্রশ্ন রূপ সুতীক্ষ্ণবাণ লইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যে দেশে কোন একটি মহিলার কঠিন দার্শনিক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভাব ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পর্য্যন্তও বিস্মিত হইয়া যাইতেন, আজ সেই দেশের কোন কোন মহিলা বলিয়া থাকে যে, স্ত্রীলোক লেখা-পড়া শিখিলেই বিধবা হয় এবং বিধবা হইলে নাম দস্তখৎ করিবার সময় "শ্রীমত্যা" লিখিতে হয়। হে ভারতবর্ষ। তোমার যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই!

অতি প্রাচীন কালেও অর্থাৎ বৈদিক যুগেও কাশীধামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাশী-ধামের ন্যায় অতি পুরাতন মহানগরী পৃথিবীতে আর কুত্রাপিও ছিল না। বৌদ্ধযুগের পালিগ্রন্থেও কাশী মহানগরীর সমৃদ্ধির যথেষ্ট বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, কাশী মহানগরীতে ঈদৃশ ধনী বনিকের বাস ছিল, যাঁহার বাটীতে ৫০০ পরি-চারিকা ও তাহাদের পতিরাও, একসঙ্গে কার্য্য

কাশীধামের বীরগণের যশের উল্লেখও বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বে কাশীতে যেরূপ বলবান্ লোক দেখিতে পাওয়া যাইত, ইদানীং সেরূপ বলবান ও সাহসী লোক দৃষ্ট হয় না। ভক্ষ্যপেয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলীর সংখ্যার হ্রাস দিন দিন ঘটিতেছে। উৎসাহসাহায্যদাতার অভাবে কাশীতে পণ্ডিতের সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। পুরাকালে কাশীধাম সমৃদ্ধিশালী বৈশ্য, মহানুভবপণ্ডিত ও ভীম পরাক্রম বলবান লোকের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

বৈদিক যুগে পুত্রকন্যাদিগের ধর্ম্মজীবনসংগঠ-নার্থ মাতাকে সুশিক্ষালাভ করিতে হইত। পুত্র-কন্যাগণের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ বপন করিবার জন্যই মাতার শিক্ষার প্রয়োজন হইত। মাতা সুশিক্ষিতা না হইলে পুত্রের সুশিক্ষা সম্পন্ন হইতে পারে না। পুত্রকন্যাগণ, বাল্যকালে মাতার নিকট শিক্ষালাভ করিবার যেরূপ সুযোগ পায়; অপরের নিকটে তাদৃশ সুযোগ পাইতে পারে না। বাল্য-কালে ধর্ম্মজীবনসংগঠন সুন্দররূপে সহজভাবে

যেমন সম্পাদিত হইতে পারে, যৌবনে কিম্বা বার্দ্ধক্যে তদ্রূপ হইতে পারে না। বাল্যকালে সরলবিশ্বাসরূপভিত্তি যেমন সুদৃঢ় হয়, অন্য অবস্থায় তদ্রূপ সুদৃঢ় হইতে পারে না। বাল্যাবস্থায় বিশ্বাস-ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে উহার উপরে সন্নিবেশিত ধর্ম্ম-ভাব স্থায়ী হইতে পারে। আর সেই ধর্ম্মই যে একমাত্র চিরস্থায়ী পদার্থ, শাস্ত্র তাহা বলিয়া দিতেছেন। "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনে প্যনুযাতিযঃ।

এই নশ্বর জগতে ধর্ম্মই একমাত্র অবিনশ্বর বন্ধু। মানুষ মরিয়া গেলে তাহার সঙ্গে অন্য কিছুই যায় না। কেবল একমাত্র ধর্ম্মই তাহার সঙ্গে যায়। ঈদৃশ অবিনশ্বরবন্ধুস্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষাদান বিষয়ে জননীরই একমাত্র প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ইহা অধুনিক স্ত্রীশিক্ষাপ্রবর্ত্তক আড়ম্বরপটু নব্য বক্তা-দিগের কথা নয়, ইহা প্রাচীনতম সভ্যদেশ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জ্ঞানশাস্ত্র উপনিষদের কথা। বৃহদার-ণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ জনককে যে সকল অমূল্য উপদেশরত্ন দান করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যেই এই

জননীকর্ত্তৃক প্রদেয় শিক্ষার প্রাধান্য বিঘোষিত হইয়াছে। একদা জ্ঞানিকুলশিরোমণি মহারাজ জনক, পণ্ডিতমণ্ডলী সমলঙ্কৃত রাজসভায় সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা-পারদর্শী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! আপনি আবার এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? পুনরায় গোধন লাভ করিতে আসিয়াছেন কি? কিম্বা আমার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য দুরুত্তর প্রশ্নসকল শ্রবণ করিতে আসিয়াছেন? মহর্ষি বলিলেন, হে মহারাজ, আমি উভয়ের জন্যই আসিয়াছি। স্বর্ণমণ্ডিত শৃঙ্গযুক্ত ধেনুগ্রহণ এবং মহারাজের কঠিন প্রশ্নশ্রবণ এই উভয়ই এখানে আমার আগমনের কারণ, জানিবেন। ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ জনকের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, দশদশপাদ পরিমিত স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিতশৃঙ্গযুক্ত, সহস্র ঘটোঘ্নী ধেনু লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই মহারাজ জনক, মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন

হে মহর্ষে, আবার গোধনলাভ করিতে আসিয়াছেন কি ? অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্যের তথায় আগমনটি তো বড় সহজ আগমন নয়, তিনি রাজসভায় আসিলেই মহারাজের কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আর তাহার উত্তর দিতে পারিলেই মহারাজের নিকট হইতে তাঁহার অদ্ভুত পারিতোষিক লাভ ! এইরূপ পারিতোষিকের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সহস্র ধেনুর দুই সহস্র শৃঙ্গে দশ দশ ভরি পরিমাণে বিশ হাজার ভরি সোণা ছিল।

আধুনিক স্বর্ণ অপেক্ষা তৎকালের স্বর্ণ, অনেক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান ছিল। তৎকালের মূল্য না ধরিয়া যদি ইদানীন্তন ২২৲ টাকা ভরি গিনি সোনার হিসাব ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলেও, বিশ হাজার ভরি সোনার দামটা কি বড় সামান্য ? তারপর ধেনুর দাম আছে। অনেকের এই কুসংস্কার আছে যে, প্রাচীন-কালে ধেনুর মূল্য কম ছিল। কেহবা বলেন, ধেনুর মূল্যই ছিলই না। বিনামূল্যেই ধেনু পাওয়া যাইত। বিনামূল্যেই যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শাস্ত্রে শ্রাদ্ধাদি সৎকৃত্যে চন্দন ধেনু ও ধেনুমূল্যের জন্য স্বর্ণ রজতাদির ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইত না। ইদানীং

ধর্ম্ম বিপ্লব সময়ে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াকলাপে ধেনুমূল্যের পরিমাণ দেখিয়া তৎকালের ধেনুমূল্য কম ছিল এই রূপ বিবেচনা করা ঠিক নয়। কারণ, প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বেণীঘাটে স্নান করিবার সময় দেখা গিয়াছে যে, ঘাটের পাণ্ডারা এক একটি মাত্র পয়সা লইয়া মূর্খ যাত্রীকে গোপুচ্ছ ধরাইয়া গোদান করাইতে ছিল। প্রত্যেক ধেনুকে সহস্র সহস্র যাত্রী সহস্র সহস্রবার উৎসর্গ করিয়াছে। যে কালে এক পয়সায় একটি বৃহৎ "পাহাড়ে" পশ্চিম দেশীয় ধেনু পাওয়া যায়, এবং সহস্র সহস্রবার তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারা যায়, সেই কাল যে, ধর্ম্মবিপ্লবের যুগ, তাহা বলাই বাহুল্য। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যদি প্রত্যেক প্রশ্নের দরুন প্রতিবারই সহস্র ধেনু ও বিশ হাজার ভরি পাকা সোনা দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাজ কোষাগার শূন্য হইয়া পড়িবে, এইরূপ মনে করিয়া মহারাজ জনক কৌতুকচ্ছলে মহর্ষিকে তাঁহার পুনরাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের পুনরাগমনে মহারাজ মোটেই অসন্তুষ্ট হন নাই। যদি মহারাজ অসন্তুষ্টই হইতেন, তাহা হইলে মহর্ষির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রশ্ন

জিজ্ঞাসা করিতেন না। তৎকালের রাজারা দান করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়াও গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভিলাষ পূরণ করিতে কদাচ ত্রুটী করিতেন না। একদা মহারাজ রঘু বিশ্বজিৎনামক যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ছিলেন, মৃতপাত্রে ভোজন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বরতন্তুমুনির ছাত্র কৌৎস, গুরুদক্ষিণাপ্রার্থী হইয়া মহারাজ সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কৌৎস, মহারাজ রঘুর দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাহি না। আমি স্থানান্তর হইতে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিব। এই বলিয়া তিনি গমনোন্মুখ হইলে রঘু তাঁহাকে বলিলেন, আপনি স্থানান্তরে গুরুদক্ষিণা সংগ্রহের নিমিত্ত গমন করিবেন না। আপনি আমার নিকট বিফলমনোরথ হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলে, এ জগতে আমার একটী কলঙ্ক থাকিয়া যাইবে। আপনি আমার যজ্ঞশালায় দুই তিন দিন মাত্র অবস্থিতি করুন। আমি দুই তিন দিনের মধ্যেই আপনার প্রার্থিত চতুর্দ্দশকোটি সুবর্ণমুদ্রা গুরু-দাক্ষিণা, যে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আপ-

তাকে প্রদান করিব। এই বলিয়া রঘু, কুবেরের অলকাপুরী অভিমুখে যুদ্ধ-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অস্ত্রশস্ত্রাদিদ্বারা রথ সজ্জিত করা হইল। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বরাত্রে রঘু, সেই সজ্জিত রথে শয়ন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে কোষাগারের অধ্যক্ষ, মহারাজসমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, অদ্য প্রাতঃকালে কোষাগারের দ্বার উদঘাটন করিয়া দেখিলাম কোষাগার, সুবর্ণসম্ভারে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। মহারাজ রঘু, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া কৌৎসকে বলিলেন; হে বিদ্বন্, আপনি এই কোষাগারস্থিত সমস্ত সুবর্ণই গ্রহণ করুন, কৌৎস বলিলেন, চতুর্দ্দশ কোটির অধিক এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না। মহারাজ বলিলেন, আপনার জন্যই এই সুবর্ণরাশি কুবের কর্ত্তৃক গোপনে প্রেরিত হইয়াছে। সুতরাং আমি উহা লইব কেন? আপনি সমস্তই গ্রহণ করুন। দাতা, কোষাগারের সমস্ত সুবর্ণ দান করিতেছেন, এবং গ্রহীতা, প্রয়োজনাতিরিক্ত এক কপর্দ্দকও লইতে ইচ্ছুক নহে, এই বিচিত্র ব্যাপার অবলোকন করিয়া অযোধ্যা মহানগরীর অধিবাসিগণ বিস্মিত

হইল ও দাতা এবং গ্রহীতার প্রশংসা করিতে লাগিল। মহারাজ রঘু, কৌৎসের প্রার্থিত চতুর্দ্দশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা বরতন্তুমুনির আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। মহারাজ জনক ও, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বহুবার বহুধন দান করিয়াছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, মহারাজজনকসমীপে কেবল অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেন না। মহারাজ জনক, বহু গুরুর নিকট বহু উত্তমোত্তম উপদেশ গ্রহণ করিতেন, সুতরাং তিনি অনেক তত্ত্ব কথা জানিতেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সেই সব উপাদেয় তত্ত্ব কথা শুনিবার জন্য কখন কখন মহারাজ সমীপে আগমন করিতেন। মহর্ষি বলিলেন মহারাজ, আপনি বহু সদ্‌গুরুর নিকট বহু উত্তমোত্তম উপদেশ লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কোন একটি উপদেশকের উত্তম উপদেশ আমাকে শ্রবণ করাইলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইব। আপনার সেই উপদেশ শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে। মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

শিলিনের পুত্র জিত্বানামক আচার্য্য আমাকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বাগ্‌দেবতাই ব্রহ্ম।

তাঁহার একথা মিথ্যা নহে। কারণ যদ্রূপ কোন "মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্" ব্যক্তি সত্য কথা বলিয়া থাকে, তদ্রূপ আচার্য্য জিত্বাও আমাকে সত্য কথাই বলিয়াছেন। আচার্য্য জিত্বা, মাতৃমান পিতৃমান ও আচার্য্যবান মহাত্মা, ঈদৃশ ব্যক্তি কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন্ না। শৈশবে স্বয়ং মাতা যাঁহার সুশিক্ষাদাত্রী, তদনন্তর পিতা যাঁহার সুশিক্ষা দাতা ছিলেন, তৎপরে উপনয়নসংস্কার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত আচার্য্য গুরু যাঁহার সুশিক্ষাদাতা ছিলেন, ঈদৃক্ ত্রিবিধ পুণ্য-সম্পন্ন তাদৃশ মহানুভব মহাত্মা যাহা যাহা বলেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। তিনি যাহা বলেন্ তাহাই সত্য।

আমার আচার্য্য মহাত্মা জিত্বা যখন মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান, তখন তাঁহার সদুপদেশ নিশ্চয়ই মহামূল্য, ইহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। প্রশংসনীয়া সুশিক্ষিতা মাতা যাঁহার ধর্ম্ম-জীবনসংগঠনে সবিশেষ যত্নবতী ছিলেন, যাঁহার সুশিক্ষিত পিতা, যাঁহার চরিত্র নির্ম্মাণে ও লোক-বোধ শিক্ষাদানে সুনিপুণ ছিলেন, যাঁহার ব্রহ্মতত্ত্বো-

পদেষ্টা আচার্য্য গুরু ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁহাকে বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব প্রশংসনীয় মহাত্মা। এই মন্ত্রে সুশিক্ষিতা মাতা-কেই সর্ব্বপ্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং সেই জন্যই সর্ব্বপ্রথমেই এই মন্ত্রে "মাতৃমান" পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে, তৎপরে পিতৃমান ও আচার্য্যবান এই দুইটি পদের প্রযোগ ক্রমানুসারে দৃষ্ট হয়, এইরূপে যে কয়েকজন আচার্য্য মহাত্মা, মহারাজকে ব্রহ্মতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, মহারাজ, সেই সমস্ত উপদেষ্টা মহাত্মাদিগকে সর্ব্বাগ্রে "মাতৃমান" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যার্থীকে বাল্য-কালে মাতৃমান হইতে হয়। "প্রশংসনীয়া ধর্ম্ম-নীতিসুশিক্ষিতা মাতা আছে যাহার" এইরূপ অর্থে মাতৃ শব্দের উত্তর মতুপ্ প্রত্যয় হইলে মাতৃমান এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। কেবল পিতা ও গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিলে, শিক্ষা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়। শৈশবে মাতার নিকট শিক্ষা পাইবার যেমন সুযোগ ঘটে, পিতার নিকট তদ্রূপ সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু মাতা যদি স্বয়ং সুশিক্ষিতা

না হন, তাহা হইলে তিনি পুত্র কন্যাদিগকে আর কি শিখাইবেন? শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়েৎ"। মানুষ নিজেই যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে পরকে কিরূপে সিদ্ধ পুরুষ করিয়া দিবে? কখনই পারে না। কেবলমাত্র মাতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রকে মাতৃমান্ বলা যায় না। কারণ, ব্যাকরণ শাস্ত্রানুসারে মাতৃ-শব্দের উত্তর প্রশস্ত অর্থ বুঝাইতে মাতৃমান এইরূপ পদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহার প্রশস্তা সুশিক্ষিতা মাতা বিদ্যমান আছেন, তাদৃক পুত্রকেই মাতৃমান বলাযায়। কেবল মাত্র, বিশিষ্ট অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হইলে, যাহার পকেটে একটি বা দুইটি মাত্র পয়সা আছে সে ব্যক্তিও ধনবান বলিয়া অভিহিত হউক? বস্তুতঃ তাহাকে কেহও ধনবান বলে না। পুত্র কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রে মাতাকে সুশিক্ষিত হইতে হয়। বৈদিকযুগে পুত্র কন্যা-দিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য মাতা সুশিক্ষিত হইতেন। ধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাচীন সুরীতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক-যুগের পর পৌরাণিকযুগে ও স্ত্রীশিক্ষাপ্রথা প্রচলিত

ছিল। পৌরাণিকযুগের পর বৌদ্ধযুগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধযুগেও ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা শিক্ষা-দীক্ষালাভ করিয়া জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধন করিতেন। কপিলবাস্তুনগরের কোন একটি ধনবান্ বৌদ্ধের শুক্লানাম্নী একটী রূপবতী ও গুণবতী কন্যা ছিল। নানাদিগ্‌দেশীয় নরপতিগণ, শুক্লার পাণিগ্রহণার্থ অধীর হইয়া পড়েন। কারণ, একে ঐ কুমারীটি অতি সুন্দরী ও নানাসদ্‌গুণশালিনী ছিল, তাহাতে আবার বিপুলঐশ্বর্য্যশালী পিতার অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং এই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলে কেবল মাত্র যে, অনুপমা সুন্দরীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যোপভোগ হইবে তাহাই নহে, কিন্তু প্রভূত ধনরত্নলাভও হইবে এই আশায় নানাদিগন্তবাসী পাত্রগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে শুক্লার কর্ণে বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণতত্ত্বের কথা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। শুক্লা, অতুল সুখ-সম্ভোগ কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধ-শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম-শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞাননিবন্ধন, তিনি মহিলা হইয়াও আর্হত পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া অনেক রাজকুমারের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছিল। নির্ব্বাণ-তত্ত্বশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি-দর্শনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও চকিত হইয়া যাইতেন। অধ্যয়ন অধ্যাপন দান অতিথিসপর্য্যাদি সৎকার্য্যে সর্ব্বদারত থাকিয়া শুক্লা মানবজীবনের সফলতালাভ করিয়াছিলেন। যতিধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ পথের দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই তিনি এজগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি, বিবাহার্থী রাজকুমারগণের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হইয়া আজীবন কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন বলিয়া নানাবিধ সৎকার্য্যে প্রচুর ব্যয় করিতেন। দশ সহস্র ছাত্রীর বাসোপযোগী একাধিক সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ সকল ছাত্রীর খাদ্য-বস্ত্রব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এবং অন্যান্য সৎকার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিদান

করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরীতে সোমনাম্নী একটী ব্রাহ্মণ দুহিতার ঈদৃশী মেধা ও স্মৃতি ছিল যে, তিনি একবার মাত্র যাহা শুনিতেন, পুনরায় তাহা শুনিবার আর প্রয়োজন হইত না। একবার একটী কথা শুনিলেই উহা চিরকাল মনে থাকিত। তাঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তিগুণে তিনি সমগ্র বৌদ্ধগাথা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে ভগবান কাশ্যপের আজ্ঞা ও উপদেশে সাংসারিক অনিত্য সুখভোগ বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম চর্চ্চায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। ভগবান গৌতম বুদ্ধদেব অনুকম্পান্বিত হইয়া মহিলাদিগকে বৈরাগ্যবতী ও তত্ত্ববিদ্যাপারদর্শিনী করিয়া দিতেন। একদা "গিরিবল্গুসঙ্গম" দিবসে একটি মহাভোজ উপলক্ষে নানাদিগ্‌দেশ হইতে নরনারী-বৃন্দ দলে দলে নদীস্রোতের ন্যায় শ্রাবস্তী নগরীতে আসিতে লাগিল। তন্মধ্যে দক্ষিণাপথ হইতে কুবলয়ানাম্নী একটি যুবতী নর্ত্তকীও আসিয়াছিল, সে উক্ত নগরীতে আসিয়া দর্পভ'রে জিজ্ঞাসা করিল, "এনগরীতে আমার রূপ লাবণ্যের আকর্ষণ অতি-

ক্রম করিতে পারে এমন ব্যক্তি কে আছে?" এক জন উত্তর করিল, "গৌতমবুদ্ধনামক এক ব্যক্তি আছেন।" কুবলয়া এই কথা শুনিয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার জেতবনস্থ আশ্রমে গমন করিল। এবং ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্বীয় সৌন্দর্য্যেরছটা ও হাবভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আকর্ষণ শক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। কিন্তু ভগবান গৌতমবুদ্ধদেবের অমানুষিক অদ্ভুতশক্তিমহিমায় কুবলয়ার অনুপম রূপলাবণ্য সহসা বিনষ্ট হইয়া গেল। যুবতী, সহসা অশীতিবর্ষীয়া কঙ্কালসারা বিকটরূপা বৃদ্ধার আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন সে মহাভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভগবচ্চরণার বিন্দোপরি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক আত্ম-সৌন্দর্য্যা-ভিমানজনিত ভয়ঙ্কর মহাপাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিল। তাহার ভীষণ অনুতাপ জর্জ্জরিত-হৃদয় শান্তিমার্গোৎসুক হইয়া পড়িল। ভগবান বুদ্ধদেব সদয় হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব নিজেই তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঈদৃশী দয়া দেখিয়া ভগবানের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ, কুব-

লয়ার সুকৃতির প্রশংসা করিয়াছিল। কারণ, অনেক সময়ে শিক্ষাদানাদি কার্য্যভার আনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণের উপরেই অর্পিত থাকিত। কিন্তু কুবলয়ার পূর্ব্ব জন্মের এতই সুকৃতিবল ছিল যে, সে, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কুবলয়ার সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন—একদা বারাণসীরাজপুত্র কাশীসুন্দর হিমালয়ের এক নিভৃত নিকুঞ্জপ্রদেশে তপস্যা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একটী সুন্দরী যুবতী মহিলা তথায় দৈবাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি রূপবান যুবা পুরুষ ধ্যান নিমগ্ন হইয়া তথায় বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ সুন্দরী যুবতী মহিলাটি তাঁহার প্রেমাকাংক্ষিণী হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল। তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, ঐ ব্যক্তি, তাহার রূপলাবণ্যমোহে টলিবার পাত্র নয়, তখন সে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে, সমস্ত ব্যসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সেখানে ত্যাগ

করিল, এবং তাহার মনে বড়ই ধিক্কার জন্মিল। তাহার বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইল। অবশেষে সে কাশ্যপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বানতত্ত্বজ্ঞানবতী হইয়াছিল। সেই যুবতী সুন্দরী নারীই এই জন্মের কুবলয়া। একদা ব্রহ্মদত্তনামক বারাণসী রাজের দুহিতার পাণিগ্রহণার্থ নানাদিগ্‌দেশীয় নরপতিগণ অধীর হইয়া পড়েন। কিন্তু ঐ রাজনন্দিনী সকলের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যয়নে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। একদা ভগবান কাশ্যপ যখন ঋষিপত্তনে বাস করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সেই সুযোগে ঐ রাজনন্দিনী তাঁহার নিকটে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষালাভার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভগবান কাশ্যপ, তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছিলেন। এমন সময়ে রাজনন্দিনীর প্রেমাকাংক্ষী, কতিপয় রাজকুমার তাঁহাকে তথা হইতে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইতে বাসনা করিল। তাহারা রাজকুমারীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবার জন্য আশ্রমে উপস্থিত হইবামাত্র, তিনি যোগশিক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে উখিত

হইয়া স্বীয় অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজকুমারগণ, এই অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনন্তর তাহারা হতাশহৃদয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ভগবান কাশ্যপ বলিয়াছেন,—এই রাজকুমারীর নাম কাশীসুন্দরী। ইনি, মহাত্মা কণকের প্রদত্ত শিক্ষাপ্রভাবে উক্ত অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদা ভগবান বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীনগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময়ে প্রসেনজিৎ ও ব্রহ্মদত্ত নামক দুইটি নৃপতির মধ্যে একটি বিবাদ ঘটিয়াছিল। এই বিবাদ উপলক্ষে যখন অনিবার্য্য যুদ্ধ সংঘটিত হইল, তখন প্রসেনজিতের একটি কন্যাও ব্রহ্মদত্তের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তখন তাঁহারা উভয়ে এই প্রস্তাব করিলেন যে, যদি একের পুত্রের সহিত অপরের কন্যার ভবিষ্যতে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে ক্ষান্ত হইয়া মৈত্রী সংস্থাপন করিতে পারেন। এই প্রস্তাব অনুসারে যুদ্ধ বন্ধ হইল। কতিপয় বৎসর পরে যখন, প্রসেনজিতের কন্যা ক্ষেমা, পরিণয়যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত

হইলেন, তখন তিনি এই স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিলেন যে, তিনি বিবাহ করিবেন না। আজীবন কুমারী-ব্রত অবলম্বন করিবেন এবং ভগবান বুদ্ধদেবের চরণ-সরোজে মনোভৃঙ্গ সন্নিবেশিত করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রাধ্যয়নে কালাতিপাত করিবেন। প্রসেনজিৎ, কন্যার ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বড়ই ভীত হইলেন এবং ব্রহ্মদত্তকে লিখিলেন তিনি যেন শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার পুত্রের বিবাহের উদ্‌যোগ করেন। এ দিকে তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষিনী ক্ষেমা, গোপনে এই বিষয় অবগত হইয়া জেতবনে ভগবান বুদ্ধের নিকটে পলায়ন করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব ঐ কুমারীকে উপদেশ দানের যোগ্যপাত্রী বিবেচনা করিয়া স্বয়ং তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবানের উপদেশপ্রভাবে ক্ষেমা বৌদ্ধধর্ম্মের সারতত্ত্ব শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষেমা, কামাদিষড়রিপুর প্রভুত্বনিরাকরণপথে উন্নীত হইলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে ক্ষেমার আত্মীয়গণ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রম হইতে গৃহে ধরিয়া লইয়া গেল। প্রসেনজিৎ ক্ষেমার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বিবাহের দিন

উপস্থিত হইল। শুভক্ষণে পুরোহিত মহাশয়, বর ও কন্যার হস্ত ধরিয়া উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ আলেপনচিত্রিত মঙ্গল-পীঠোপরি সমাসীনা ক্ষেমা, পীঁড়ি সমেত ধীরে ধীরে আকাশমার্গে উঠিতে লাগিলেন। আকাশে উত্থিত হইয়া তিনি নানাবিধ বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুতকাণ্ড দেখিয়া বিবাহসভাস্থ সকলেই অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অনন্তর সকলের সবিনয় প্রার্থনায় তিনি আকাশমার্গ হইতে নামিলেন। আর তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে কেহ সাহসী হইল না। বিবাহ স্থগিত রহিল। তিনিও, তাঁহার পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। যোগ-শিক্ষারপ্রভাবে ক্ষেমা, আকাশে উঠিবার শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, ক্ষেমা আকাশে উঠিবার শক্তি-শিক্ষা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় শিক্ষা-লাভ করিয়াছিল। শ্রাবস্তী নগরীতে কোন এক ধনবান বণিকের প্রভবানাম্নী একটী যুবতী কন্যা

ছিল। এই কন্যাটির পাণিগ্রহণার্থ নগরীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা ও নানাদেশীয় নরপতিগণ লালায়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রভবা তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের নিকটে নির্ব্বাণ-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শিক্ষাপ্রভাবে প্রভবা মহাপ্রভাবা হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তিনি আর্হত পদবীলাভ করিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক জন্মেই প্রায় কেহই ঈদৃশী তত্ত্বজ্ঞানবতী হইতে পারে নাই, সুতরাং পূর্ব্বজন্মে প্রভবার জ্ঞান ও বৈরাগ্যভাব প্রবল ছিল বলিয়াই সেই সংস্কারবলে এই জন্মে তিনি অল্পকাল মধ্যেই উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বজন্মে প্রভবা, বন্ধুমৎনামক রাজার প্রধানা মহিষী ছিলেন, এবং এই জন্মে তিনি নির্ব্বাণতত্ত্ববিদ্যাশিক্ষয়িত্রী হইতে পারিয়াছিলেন। অনাথ পিণ্ডদনামক কোন এক ব্যক্তির সুপ্রিয়ানাম্নী এক কন্যা ছিল। এই সুপ্রিয়ার জন্মকাল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই সে তাহার জননীর মুখের দিকে চাহিয়া একটী বৌদ্ধগাথা উচ্চারণ করিতে লাগিল। সদ্যোজাত

শিশুর এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। গাথাটির অর্থ এই যে, "যেখানে পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ আছে, সেই সকল স্থানে চম্পক পুষ্পরাশি ছড়াইয়া দাও"। এই সদ্যোজাতা কন্যার কথানুসারে তাহার পিতা তাহাই করিলেন। সাত বৎসর পরে কোন একটী জ্ঞানী বৌদ্ধপরিব্রাজক তাঁহাদের বাটীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ-বীজ, বালিকা সুপ্রিয়ার উর্ব্বরা চিত্তভূমিতে উপ্ত হইবামাত্র অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ অত্যুচ্চতত্ত্বজ্ঞান-বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। সুপ্রিয়ার আর একটি অদ্ভূত শক্তি ছিল, সে, বাল্যকালে পূর্ব্বজন্ম বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বলিতে পারিত। সুপ্রিয়া সপ্তমবর্ষ বয়সে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীনী হইবার জন্য পিতা মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। গৌতমী, সুপ্রিয়াকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সুপ্রিয়া দীক্ষিত হইবার পর তত্ত্বজ্ঞানবতী বলিয়া যেরূপ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল, তদ্রূপ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, রুগ্ন, ও দীনজনের শুশ্রূষার জন্যও পবিত্রকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিল।

একদা দেশমধ্যে দুর্দ্দিক্ষ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ-

ক্লিষ্ট লোক সকলকে অনাহারজনিত মৃত্যু-মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুপ্রিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার তিন মাস পরে, ভগবান বুদ্ধদেব, একদিন শ্রাবস্তীনগরী হইতে রাজগৃহ নামক স্থানে আসিতেছিলেন। পথে আসিতে আসিতে এক নিবিড় অরণ্যাণীর মধ্যেস্থলে আসিয়া পড়েন। সেখানে কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইবার সম্ভাবনা ছিলনা। সুপ্রিয়া কোনরূপে জানিতে পারিলেন যে, ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গ, বনমধ্যে খাদ্যাভাবে মহাকষ্টে পতিত হইয়াছেন। সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভিক্ষাপাত্র বাহির করিয়া বনদেবতা সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে বনদেবতে! যদি আমার পূর্ব্বজন্মের কোন সুকৃতি থাকে, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন আমার ভিক্ষাপাত্র অমৃতরসে পূর্ণ হয়। বনদেবতা, তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাঁহার ভিক্ষাপাত্র অমৃত রসে পূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর, সুপ্রিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্যবর্গকে সেই অমৃতরস পান করাইয়া অতিশয় পরিতৃপ্ত করেন। সুপ্রিয়া, জ্ঞানবৈরাগ্যবলে আর্হতপদবী লাভ করিয়াছিলেন। একদা

আনন্দপ্রমুখ শিষ্যবর্গ ভগবান বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ভগবন, সুপ্রিয়া এত অল্পবয়সে আর্হতপদবীলাভ করিল কিরূপে? ভগবান বুদ্ধদেব বলিলেন, পূর্ব্বে একদা ভগবান কাশ্যপের কাশীতে অবস্থিতি সময়ে, বারাণসী নগরীস্থ কোন এক বণিকের একটি পরিচারিকা প্রভুর জন্য পিষ্টক লইয়া যাইতেছিল। সেই সময়ে ভগবান কাশ্যপ, ভিক্ষালাভার্থ রাজমার্গে পর্য্যটন করিতেছিলেন। ঐ পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিবামাত্র হস্তস্থিত পিষ্টক তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিল। ভগবান কাশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। পূর্ব্বজন্মের সেই পরিচারিকাই এই জন্মের সুপ্রিয়া।

বৌদ্ধযুগে উৎপলাবতী নগরীতে রুক্মাবতীনাম্নী একটী দয়াবতী ধনবতী ও জ্ঞানবতী মহিলা বাস করিতেন। তিনি যে পল্লীতে বাস করিতেন, সেই পল্লীর প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে যদি কখন কেহ অন্নবস্ত্রাভাবজনিত ক্লেশভোগ করিত, তাহা হইলে রুক্মাবতী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার করিতেন। পল্লীমধ্যে কোন ব্যক্তি

কষ্টে পতিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য গোপনে সদা অনুসন্ধান করিতেন। তাঁহার অসীম অলৌকিক দয়ার কথা শুনিলে গাত্র শিহরিয়া উঠে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। স্নেহ, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি শব্দগুলি যেন তাঁহাকেই সমলঙ্কৃত করিবার জন্য অভিধানে স্থান পাইয়াছে। নগর ও উপনগরের তরুলতা পত্র পুষ্প ও তৃণাঙ্কুর প্রভৃতি উদ্ভিদ পদার্থ সকল, ক্ষুধার্ত্ত নরনারীগণের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী-গণের মৃতদেহসমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে এবং নগরীটি ক্ষুধার্ত্ত প্রাণিগণের আর্ত্তনাদে পূরিত হওয়াতে বিরাট শ্মশানরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল। দয়াবতী রুক্মাবতী একদিন রাজপথে বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, একটী ক্ষুধার্ত্তা কঙ্কালসারা নারী খাদ্যাভাবে অনন্যোপায় হইয়া তাহার সদ্যোজাত শিশুর সজীব দেহ ভক্ষণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। রুক্মাবতী এই ভয়ঙ্কর অমানুষিক বীভৎস ব্যাপার দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ঐ নর-পিশাচীকে বলিলেন, "অয়ি ক্ষুধার্ত্তে! ক্ষান্ত

হও! ক্ষান্ত হও!" তখন সেই ক্ষুধার্ত্তা নারী বলিল, "তবে কি খাব? দেশে স্বচ্ছন্দবনজাত শাকঘাসাদিপর্য্যন্ত পদার্থও লোকের উদরসাৎ হইয়া গিয়াছে। তবে এক্ষণে কি খাই?" রুক্মাবতী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ক্ষান্ত হও, আমি গৃহ হইতে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তোমাকে দিতেছি। তুমি তোমার এই সদ্যোজাত শিশুটিকে ভক্ষণ করিও না। ক্ষান্ত হও।" বুদ্ধি-মতী রুক্মাবতী তাহাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহাকে উক্ত অস্বাভাবিক ভীষণকাণ্ড হইতে নিবৃত্ত করিলেন। সেও, কিঞ্চিৎ খাদ্য পাইবে এই কথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই রুক্মাবতীর মনে এই বিবেচনা উদিত হইল যে, যদি তিনি খাদ্য আনয়নের জন্য গৃহে গমন করেন, তাহা হইলে, সেই অবসরে এই ক্ষুধার্ত্তা নারী, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যদি শিশুটিকে খাইয়া ফেলে তাহা হইলে তো শিশুটির প্রাণরক্ষা করা হইল না, শিশুটির প্রাণ রক্ষার্থ তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আর শিশুটির প্রাণরক্ষার্থ

যদি তিনি শিশুটিকে মাতার ক্রোড় হইতে বল-পূর্ব্বক কাড়িয়া লন ও গৃহে প্রস্থান করেন, তাহা হইলে ঐ ক্ষুধার্ত্তানারী, খাদ্যবিয়োজনজনিত শোকে তাপে ও ক্ষুধানলজ্বালায় অস্থির হইয়া মরিয়া যাইবে, সুতরাং এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনপ্রকারেই সঙ্গত নয়। শিশুটিকে লইয়া গেলে প্রসূতির প্রাণরক্ষা করা হয় না, আর প্রসূতির প্রাণরক্ষার্থ গৃহে খাদ্য আনয়ন করিতে গেলে, সেই অবসরে শিশুটি ভক্ষিত হইয়া যাইবে, সুতরাং শিশুটির প্রাণরক্ষা করা অসম্ভব হইবে, এইপ্রকার "নযযৌনতস্থৌ" অবস্থায় রুক্মাবতী, মহাসঙ্কটেই পড়িলেন। এইরূপ উভয় সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ তাঁহাকে বেশিক্ষণ ভাবিতে হয় নাই। তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া জননী, সন্তানের রুধিরমাংসদ্বারা জঠরানল নির্ব্বাপিত করিলে, এজগতে স্বাভাবিক নিয়মোল্লঙ্ঘনের একটা নূতন দৃষ্টান্তকলঙ্ক থাকিয়া যাইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রুক্মাবতী, অটল স্থৈর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সহকারে একখানি শানিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির

করিয়া তদ্বারা স্বকীয় মাংসল স্তনদ্বয় কর্ত্তন করিয়া ঐ দুর্ভিক্ষক্লিষ্টা সন্তান-রুধির-মাংসলোলুপা ক্ষুধার্ত্তা নারীকে প্রদান করিলেন। ঐ ক্ষুৎক্ষামা নর-পিশাচীও, বিকট ভৈরবনৃত্যে হাত বাড়াইয়া ঐ কর্ত্তিত মাংসলস্তনদ্বয় ভক্ষণ করিতে লাগিল। সেই সুযোগে মহীয়সী রুক্মাবতী শিশুটিকে লইয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে প্রবাহিত রুধিরধারা, উৎপলাবতী নগরীর রাজমার্গ রঞ্জিত করিয়া ফেলিল।

## মালিনী।

বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের উচ্চসম্ভ্রান্ত অভিজাত কুল-ললনাগণ, স্ব স্ব অট্টালিকা হর্ম্ম্যপ্রাসাদের অতুল সুখসম্ভোগকামনা পরিত্যাগ করিতেন, এবং বৈরাগ্যব্রতাবলম্বিনী হইয়া নির্ব্বাণপথের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও তপোনুষ্ঠানাদি সৎকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা দিগন্তব্যাপী যশঃসৌরভে মত্ত হইবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন না। তাঁহারা যশের প্রত্যাশা করিতেন না।

তাঁহারা দক্ষিণ হস্তে যখন কোন লোককে কিছু দান করিতেন, তখন তাঁহাদের বাঁমহস্ত উহা জানিতেই পারিত না। তাঁহারা কামনাশূন্য হইয়া লোকহিতব্রতে দীক্ষিত হইতেন। তাঁহাদের অসীম অধ্যবসায় সূচিত করিবার জন্যই যেন বোধ হয়, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন," এই মহাবাক্যটি কবি মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল।" "চণ্ডী"তে বর্ণিত চণ্ডমুণ্ড দৈত্য-দূতের নিকট হিমাচলশোভিনী ভগবতী দুর্গার মুখ হইতে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার ন্যায় তাঁহাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল।

তাঁহারা এজগতে যে বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতেন, সূর্য্য, পশ্চিমদিকে উদিত হইলেও, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেন না। তাঁহাদের সৎসাহসের নিকট ভীমপরাক্রম বীরপুরুষগণকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। অভিধান শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ কেন যে নারী মাত্রকে "অবলা" শব্দের পর্য্যায়ান্তর্গত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। কারণ, মানসবল, সাহসবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল-সম্পন্না ভারতীয় আর্য্যমহিলাদিগকে অবলাশব্দে

অভিহিত করা কোনপ্রকারেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইদানীং যাঁহারা কোন কোন মহিলার বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা নিম্ন-লিখিত প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা কেবল "গীতা"র অনুবাদ মাত্র পাঠ করিয়া "বাহাবা" লইবার প্রত্যাশায় বক্তৃতা-জাল প্রসারিত করিতেন না, কিন্তু রীতিমত ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞানশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ-গুলি যথাবিধি পাঠ করিতেন, এবং ঐ সকল গ্রন্থের সরল ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতেন। তাঁহারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক বচনজালে ইন্দ্র-জালকেও পরাভূত করিয়া ভারতহিতৈষিতার পরি-চয় দিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না। সংকার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, নিজেরাই অর্থদান করিতেন। সদ্ব্যয়ের জন্য তাঁহাদের অর্থের অভাব হইত না। অন্যের নিকট অর্থসাহায্য গ্রহণ-লালসা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পাইত না। তাঁহা-

দের মধ্যে একটী মহিলার ইতিবৃত্ত এস্থলে বিবৃত হইতেছে ঃ—

দুই সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে বারাণসী নগরীতে ক্রকী নামক এক রাজা ছিলেন। মহারাজা ক্রকী সনাতন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি বারাণসীর স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রজা-রঞ্জন মহিমায় তাঁহার বারাণসী রাজ্য খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বারাণসীরাজ ক্রকীর মালিনী নাম্নী এক কন্যা ছিল। মহারাজ ক্রকী স্বীয় সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া যাগাদি ধর্ম্মকৃত্য ও প্রজাপালনাদি রাজ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেন। রাজনন্দিনী মালিনী, সনাতন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী পিতার দুহিতা হইলেও, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা ও ভক্তি ছিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে তিনি অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি গোপনে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ বিদুষী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে অসাধারণ ব্যুৎ-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনার পূর্ব্বে কেহ জানিতেই পারে নাই। একদা তিনি

কয়েকটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঐ সন্ন্যাসীরা প্রাসাদের সিংহদ্বারে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে প্রাসাদ মধ্যে আনয়ন করাইয়া উত্তমোত্তম খাদ্যদ্রব্য ভোজন করাইয়াছিলেন. এবং তাঁহাদের পুস্তক বন্ধনের জন্য নানাবর্ণ মূল্যবান ক্ষৌমবসন খণ্ড সকল প্রদান করিয়াছিলেন। এই ভোজনবার্ত্তা ক্রমে ক্রমে মহারাজ কৃকীর কর্ণগোচর হইল। মহারাজের সভাসদ উপদেশক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, মহারাজকে বলিলেন, মহারাজ, আপনি সনাতন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী, আপনার কন্যা মালিনী স্বধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পরধর্ম্মাবলম্বীদিগকে আপনার অজ্ঞাতসারে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এবং আপনাকে না জানাইয়া প্রাসাদ মধ্যে তাহাদিগকে ভোজন করাইয়াছেন।

ইহা অতীব অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। যদি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাভক্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে বৌদ্ধদিগের মঠেই খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিলেই ভাল হইত। আপনার অনুমতি না লইয়া তাহাদিগকে প্রাসাদাভ্যন্তরে বসাইয়া ভোজন করান রাজনন্দিনীর উচিত কার্য্য হয় নাই।

পিতার অনুমতি ব্যতিরেকে যে কন্যা স্বেচ্ছামত কোন কার্য্য করে, শাস্ত্রে তাহাকে অবাধ্যা কহে। রাজনন্দিনী মালিনী যখন অবিবাহিতা, তখন পিত্রাদেশ লইয়া সকল কার্য্য করাই তাঁহার কর্ত্তব্য। তিনি হিন্দু রাজার কন্যা সুতরাং বৌদ্ধদিগের সহিত তাঁহার এত আত্মীয়তা করা ভাল নয়। কারণ বৌদ্ধদিগের সাম্রাজ্যবর্দ্ধণলালসা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনার কন্যা যদি তাহাদের সহিত সম্মিলিত হন, তাহা হইলে আপনার এই স্বাধীন বারাণসী রাজ্য, হয়তো অচিরাৎ বিধ্বস্ত হইতে পারে। অতএব ঈদৃশী অবাধ্যা কন্যাকে বারাণসী রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃ কল্প। নতুবা ঘোর বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা!! মহারাজ কৃকী এইরূপে স্বীয় সভাসদ উপদেশক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মন্ত্রণা শুনিয়া এবং তাঁহাদের ষড়যন্ত্রচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া রাজ্যনাশ ভয়ে কন্যাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন, এবং মালিনীর চির নির্ব্বাসনের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। মালিনী চিরনির্ব্বাসনের আদেশ শ্রবণ করিয়া কিছুমাত্র

ভীত হইলেন না। বরং মহাহর্ষের সহিত নির্ব্বাসনে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পিতাকে বলিলেন, আমি রাজকন্যা, রাজ প্রাসাদেই সুখ স্বচ্ছন্দে আজন্ম লালিত পালিত হইয়াছি। সুতরাং নির্ব্বাসনে প্রস্তুত হইবার জন্য সাত দিন সময় প্রার্থনা করিতেছি। মহারাজ কৃকীও উক্ত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। রাজ নন্দিনীর নির্ব্বাসন উপযোগী দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহের জন্য এক সপ্তাহ সময় প্রদান করিলেন। কিন্তু মহা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ষোড়শবর্ষবয়স্কা রাজকুমারী এক সপ্তাহকাল মধ্যে স্বীয় বক্তৃতাশক্তিপ্রভাবে রাজা রাজ্ঞী ভ্রাতা ভগিনী অন্যান্য আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রিগণ, সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী, ভট্টসেনা (রাজ সৈন্য) এবং বারাণসীনগরীর প্রায় পাঁচ হাজার অধিবাসীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তদানীন্তন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতাশক্তি, বিচারশক্তি ও বোধশক্তি, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় হৃদয়া-

ভ্যন্তরেই লুক্কায়িত ছিল। তাঁহার এই লুক্কায়িত শক্তি-বহ্নি, এই ঘটনারূপ পবনহিল্লোলে সন্দীপিত হইয়া দিগন্তব্যাপিনী উজ্জ্বল-শিখা বিস্তার করিয়া পৌরজানপদের অজ্ঞানতিমিররাশি অপসারিত করিয়াছিল। অদ্ভুতশক্তিশালিনী মালিনী দশসহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসিনী ছাত্রীর বাসোপযোগী একটি সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি পিতৃ-প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া সেই মঠে ছাত্রীদিগের অভিভাবিকা হইয়া বাস করিতেন, এবং অধ্যয়ন অধ্যাপন দান ও ধর্ম্মপ্রচারাদি সৎকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিয়া নারীসমাজের অসীম কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃকীও কন্যার হিতসাধনব্রতে অনেক আনুকূল্য করিতে লাগিলেন। জগতে নারী জীবনের অশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। বারাণসীর সারনাথ অঞ্চলে বৌদ্ধদিগের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। নানাদিগ্‌দেশ হইতে জ্ঞানপিপাসু নরনারীগণ তথায় সমাগত হইয়া নির্ব্বাণতত্ত্বশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। কাশীর সারনাথ স্থান একটি বৌদ্ধনগর হইয়া উঠিল।

# উভয় ভারতী।

"এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা" এই অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনার্থ মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ কাপালিক দিগম্বর প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের মত বিদলিত করিবার জন্য যখন দ্বিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন প্রয়াগে ভট্টপদাচার্য্যনামক এক মহাপণ্ডিত খুব প্রতিষ্ঠাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিবার জন্য মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সময়ে প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রয়াগধামে আসিয়া ঐ পণ্ডিতের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভট্টপাদাচার্য্য, শ্রীশঙ্কর ভগবানকে দেখিবামাত্র সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—প্রভো, অদ্য আপনার শ্রীচরণ দর্শনে আমার জীবন সফল হইল। ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং জীবনং মম। আজ আমি ধন্য ও কৃত-কৃত্য হইলাম। আজ আমার জীবন সফল হইল। যে স্থানে আপনার শ্রীচরণধূলি পড়ে, সেস্থান

মহাতীর্থে পরিণত হয়। আজ প্রয়াগধামের মহা-তীর্থ নামও, সার্থক হইল। শ্রীশঙ্কর ভগবান, এই পণ্ডিতকে খুব স্নেহ করিতেন। সেই জন্য তাঁহার প্রতি অনুকম্পান্বিত হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপ-দেশ দিবার জন্য তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার বাটীতে দুই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া ও তাঁহাকে উপদেশদানে কৃতার্থ করিয়া শ্রীশঙ্কর ভগবান মণ্ডনমিশ্রকে পরাজয় করিবার জন্য প্রয়াগধাম হইতে মাহিষ্মতীনগরীতে গমন করিলেন। সুদৃশ্য অট্টালিকারাজি-সুশোভিত সুপ্রশস্ত রাজপথপরিবেষ্টিত মনোহারি-বপনিশ্রেণী-বিরাজিত মাহিষ্মতীনগরী দর্শন করিয়া ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় নিকটস্থ এক সুরম্য কাননমধ্যে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ শান্তিলাভার্থ সুস্নিগ্ধ ঘন-ছায়াসমন্বিত নমেরুবৃক্ষবেদিকায় উপবেশন করি-লেন। তথায় কমলদলসুশোভিত রেবানদীর তরঙ্গ-স্পৃক্ত সুশীতল পবন, তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রেবা-নদীতে স্নানাহ্নিকাদিকৃত্য সমাপ্ত করিলেন।

তৎপরে মধ্যাহ্নে মণ্ডনমিশ্রের গৃহাভিমুখে চলিলেন। সেই সময়ে মণ্ডনমিশ্রের দাসীগণ, জল-আনয়নার্থ রেবানদীতীরে আগমন করিতেছিল। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য পথে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মণ্ডনমিশ্রের গৃহ কোথায়? তাহারা বলিল "বেদ স্বতঃ প্রমাণ শাস্ত্র? না অন্য কোন শাস্ত্র প্রমাণের উপর নির্ভরশীল শাস্ত্র?"

এই কথা, যে ভবনের দ্বারদেশে স্বর্ণময়পিঞ্জরাবদ্ধ শুকাঙ্গনারা সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকে, উহাই মণ্ডনমিশ্রের ভবন জানিবেন। দাসীগণ আবার বলিতে লাগিল—"কর্ম্মই সুখ দুঃখাদির ফলদাতা? না, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ঐ ফল দান করেন?" এই কথা,—যে ভবনের দ্বারদেশে স্বর্ণময়পিঞ্জরাবদ্ধ শুকাঙ্গনারা সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকে; উহাই মণ্ডনমিশ্রের ভবন জানিবে।

"জগৎ নিত্য কি অনিত্য?" এই কথা, যে ভবনের দ্বারদেশে স্বর্ণময়পিঞ্জরাবদ্ধ শুকাঙ্গনারা সর্ব্বদা উচ্চারণ করিয়া থাকে উহাই মণ্ডনমিশ্রের

ভবন জানিবেন। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য দাসী-গণের এবম্বিধ বচন শ্রবণ করিয়া ক্রমে মণ্ডনমিশ্রের গৃহদ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে, মণ্ডনমিশ্র এক জন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নহেন। মণ্ডনমিশ্রের উচ্চগগনস্পর্শী প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বৈজয়ন্ত প্রাসাদের তুল্য। এই প্রকাণ্ড উচ্চ অট্টালিকার ছাদের উপর বৃহৎপতাকা সমীরণহিল্লোলে পৎ পৎ শব্দে কম্পিত হইতেছে। তোরণ-দ্বারে ভীমকায় মহাবল দৌবারিকগণ বসিয়া আছে। প্রহরবাদ্যধ্বনির জন্য ঘটীযন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে। উজ্জ্বলবেশভূষাসম্পন্ন রাজা মহারাজা ও ধনীনাগরিকগণ, মণ্ডনমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভার্থ ও ব্যবস্থা গ্রহণার্থ আগমন করিয়া নিরূপিত স্থানে অপেক্ষা করিতেছেন।

পাঠগৃহে বহুসংখ্যক নানাদিগ্‌দেশীয় ছাত্র নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে। প্রায় প্রতি-দিনই যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণ-ভোজন ও অতিথি সৎকার হেতু মণ্ডনমিশ্রের ভবনটি সর্ব্বদা উৎসবপূর্ণ থাকিত। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য এইরূপ ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে বলিলেন,

মণ্ডনমিশ্র কোথায়? তিনি যেখানে আছেন, তথায় আমাকে লইয়া চল। দৌবারিক, তাঁহার অপূর্ব্ব মুখমণ্ডলজ্যোতিঃ সৌম্যমূর্ত্তি, এবং গৈরিক-বসন অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিল, ইনি এক মহাত্মা পুরুষ। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মণ্ডন-মিশ্র সমীপে লইয়া গেল। তিনি মণ্ডলমিশ্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—মণ্ডনমিশ্র পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত মহর্ষি জৈমিনি ও মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণারবিন্দ প্রক্ষালন করিতে-ছেন। তাঁহাদের পদ-প্রক্ষালনান্তে মণ্ডনমিশ্র শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। শিখাযজ্ঞোপবীতবর্জ্জিত মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসন-পরিধায়ী ব্যক্তিকে দেখিয়া তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—শ্রাদ্ধকালে মুণ্ডিতমস্তক শিখাসূত্রবিহীন গৈরিকবসন পরিধায়ী লোককে দর্শন করিতে নাই।

মণ্ডন কুপিত হইয়া এইরূপ বলিলেপর আচার্য্য পূজ্যপাদের ক্রোধের উদয় হয় নাই। তিনি মণ্ডনের ক্রোধোচ্ছ্বাসবর্দ্ধনেচ্ছু হইয়া কৌতুক ও

নানাবিধ বচন রচনাচাতুর্য্যের সহিত মণ্ডনের কথার উত্তর দিতে লাগিলেন এবং. পরে এই বিবেচনা করিলেন যে, এবম্বিধ বচনবিন্যাসে মণ্ডনের কু-সংস্কার অপসৃত হইবে না, অনিত্য ফলপ্রদ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে মুগ্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মণ্ডনের হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতির উদয় হইবে না, সুতরাং এই প্রকার আলাপ রীতি পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য-ফলপ্রদ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিম্নলিখিত বৈদিক প্রমাণগুলি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন "যদহরের বিরজেৎ তদহরের প্রব্রজেৎ"। শ্রুতি। অর্থাৎ যেদিবসেই সংসারবৈরাগ্যের উদয় হইবে সেই দিবসেই, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। "ব্রহ্মচর্য্যাদ্বা গৃহাদ্বা বনাদ্বা সংন্যস্য শ্রবণংকুর্য্যাৎ" ॥ শ্রুতি ॥ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাবস্থা হইতে কিম্বা গৃহস্থাবস্থা হইতে অথবা বানপ্রস্থাবস্থা হইতে সন্ন্যাস করিয়া অর্থাৎ অজ্ঞান-রজ্জুরবন্ধন ছিন্ন বিছিন্ন করিয়া আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবে।

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বম্ আনশুঃ ॥" শ্রুতি ॥ জপহোম শ্রাদ্ধ-

তর্পন ও জড়বস্তুপূজানুষ্ঠানাদি দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না। পুত্র, পিণ্ডদান করিলেও পিতার মোক্ষ-লাভ হয় না। অর্থাৎ কোন কোন অজ্ঞানান্ধ লোকের এই কুসংস্কার আছে যে, পুত্রোৎপত্তি না হইলে নরক বিশেষ হইতে পরিত্রাণ লাভ হয় না এবং স্বর্গমোক্ষলাভ হয় না। কিন্তু বেদ বলিতেছেন ইহা মহাভ্রান্ত সংস্কার। পুত্র পিণ্ড-দান করিলে পিতার মোক্ষলাভ হয় না; কিন্তু প্রেতাত্মার তৃপ্তিলাভ হয় মাত্র। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না। এক জনের কর্ম্মবিশেষানুষ্ঠান দ্বারা অপরের কৈবল্যলাভ হইতেই পারে না। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা ও গৃহভূমি জলাশয় প্রভৃতি দান করিলেও, মানবের মুক্তিলাভ হয় না পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া পূর্ব্বজন্মকৃত দানাদি সৎকার্য্যের ফলভোগ করিতে হয়, এবং সেই সৎকার্য্যফলভোগ, প্রভূতদুঃখসংমিশ্রিত পুনরায় শরীর-পরিগ্রহ হইলেই শারীরিক ও মানসিক দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। অতএব এই সকল উপায়দ্বারা মুক্তিলাভ হইতেই পারে না," কিন্তু অজ্ঞান-কুসংস্কার-রাশি বিধ্বস্ত হইলেই নির্ব্বা

মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, ভ্রান্তি ত্যাগ করিলেই নির্ব্বাণমোক্ষ লাভ হয়। গুরুবেদান্তবাক্য শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন করিলে জ্ঞানালোক উদিত হয়, জ্ঞানালোক উদিত হইলেই অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানের নাশ হইতেই পারে না। অজ্ঞানের নাশ না হইলে মুক্তিলাভ হইতেই পারে না।

"কর্ম্মণা মৃত্যু মৃষয়োনিযেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণম্ ঈহ মানাঃ"। শ্রুতি। অর্থাৎ যে সকল ঋষি ধনরত্ন পুত্রকামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা মৃত্যুমুখেই পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অমৃতত্ব লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই!

"অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসাঃ মুণ্ডঃ অপরিগ্রহঃ"। শ্রুতি। অর্থাৎ পরিব্রাজক সন্ন্যাসী গৈরিকবসন পরিধান ও মস্তক মুণ্ডন করিবেন; এবং তিনি দার পরিগ্রহ করিবেন না। অতএব শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলে কেবল মাত্র আমারই যে ভার বোধ হইবে তাহা নহে, কিন্তু বেদেরও ভার বোধ হইবে। "শিখাযজ্ঞোপবীতাভ্যাং শ্রুতের্ভারো ভবিষ্যতি"॥ শঙ্করবিজয়ম্॥ ৮ অধ্যায়॥ সেই জন্যই আমি

শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করি না। আমি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের নিগূঢ় তাৎপর্য্যসমন্বিত সৎস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এক ব্রহ্মের বোধক বাক্যসকল প্রতিপালন করিয়া থাকি। হে মণ্ডন, আমি তোমার মত অনিত্য কর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি না। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়েও, বলিয়াছেন ঃ—

যামিমাং পুষ্পিতাংবাচং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

অর্থাৎ যে সকল অবিদ্বান মূঢ় ব্যক্তি আপাততঃ নেত্ররমণীয় সুদৃশ্য বিষবৃক্ষলতার ন্যায় আপাততঃ শ্রুতিমধুর, স্বর্গাদিফলবাক্যসকল শিরোধার্য্য করিয়া থাকে, যাহারা বেদের কর্ম্মবাদেই রত, অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডে মনোনিবেশ করে না, যাহারা বলে, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত স্বর্গলোকপ্রাপ্তিই একমাত্র গতি, প্রাপ্তব্য স্বর্গলোক

ছাড়া অন্য কোন লোকই নাই। প্রাপ্তব্য স্বর্গলোক ছাড়া সত্যলোক অমৃতলোক বা ব্রহ্মলোক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র লোকই নাই। যাহারা কামাত্মা, অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রবিষয়সম্ভোগবাসনায় সদা মুগ্ধ, যাহারা স্বর্গপরায়ণ অর্থাৎ অনিত্য ঐশ্বর্য্যভোগলাভের জন্য বেদিনির্ম্মাণ, অগ্ন্যাধান, ঘটস্থাপন, ঘৃতচরু—পিষ্টকাদিদ্রব্য নিবেদন, এবং নানাবিধ অঙ্গ-সমন্বিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গকামনা করে, এবং যাহারা সর্ব্বদা ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ও পুষ্পিত বেদবাক্যে অপহৃতচিত্ত, তাদৃশ ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধি, পরব্রহ্ম সমাধির উপযুক্ত নহে। মণ্ডনমিশ্র, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবম্বিধ শ্রুতিস্মৃতিপ্রমাণপ্রয়োগ শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন—এ ব্যক্তি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা উদর পরিপূরণার্থ গৈরিকবসনপরিধান ও মস্তকমুণ্ডনরূপ উপায় অবলম্বন করে নাই।

ইনি একজন মহাবিদ্বান যতি। অদ্য শ্রাদ্ধ-বাসরে আমার মহাসৌভাগ্যবশতঃ ইনি আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ভিক্ষাগ্রহণের জন্য ইঁহাকে মহা সমাদরের সহিত অদ্য নিমন্ত্রণ

করা উচিত। এইরূপ সদ্বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া মণ্ডন মিশ্র, যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু আচার্য্য পূজ্যপাদ বলিলেন, আমি অন্ন ভিক্ষার জন্য আপনার নিকটে আসি নাই। আমি তর্ক ভিক্ষার জন্য আপনার নিকটে আসিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি বিচারে পরাস্ত হইবে, সে তাহার শিষ্য হইবে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে তর্ক-ভিক্ষাদান করুন। আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে, বেদান্তশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ প্রচার করা ব্যতীত এ জগতে আমার অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই।' এই সদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি কামনাযুক্ত যজ্ঞকর্ম্মে সদাই ব্রতী। এবং সংসারানলতাপহারী অমৃতত্বখনি নিষ্কাম বেদান্তমতকে আপনি তিরস্কার করিয়া থাকেন। সেই জন্য আপনার ন্যায়, কামনা,—কলুষিতচিত্ত বেদান্তবিরোধী অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিয়া বেদান্তমার্গকে নিষ্কণ্টক করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব আপনি আমার বেদান্তসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া, হয় বেদান্তের

উত্তম মত অবলম্বন করুন, নয় বিচার করুন, আর তা না হয় ত বলুন যে, "আমি পরাজিত হইলাম।" ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মণ্ডন মিশ্র বলিলেন—বিচার ব্যতিরেকে "আমি পরাজিত হইলাম" একথা আমার মুখ হইতে কখনও নির্গত হইবে না। আমি বহু কাল হইতেই ইচ্ছা করিতেছি যে, যদি কখন কোন বেদান্তী আমার ভবনে উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার যেন উত্তমরূপে শাস্ত্রীয় বিচার হয়। এ বিষয়ে সর্ব্বদাই আমার মনে একটা কৌতূহল জন্মিয়া থাকে। অদ্য ভাগ্যক্রমে সেই উৎসব স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস মণ্ডনকে বলিলেন—এ ব্যক্তি ভণ্ড সন্ন্যাসী নহেন। ইনি মৎপ্রণীত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার, শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য। মণ্ডন, আচার্য্য পূজ্যপাদের ঈদৃক পরিচয় পাইয়া বলিলেন—জগদ্বিখ্যাত যতিরাজ শঙ্করাচার্য্য অদ্য আমার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। ঈদৃক অতিথিসমাগম পূর্ব্বজন্মের মহা সুকৃতির ফল। কিন্তু আমাদের

শাস্ত্রীয় বিচার বা বৈদিক বাক্যের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ কল্য হইতে আরব্ধ হইবে। কারণ অদ্য আমি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইয়াছি। সুতরাং অদ্য বিচার আরব্ধ হইতেই পারে না। তবে অধুনা একটা বিষয় স্থির হইয়া যাউক, আমাদের এই বিচারে মধ্যস্থ হইবে কে? মণ্ডন, এই প্রশ্নের পর মুনিদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারাই এই বিচারে মধ্যস্থ হউন। ব্যাস ও জৈমিনি বলিলেন—মণ্ডন, তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি কর। সেইজন্য আমরা তোমার ভক্তিশ্রদ্ধার আর্কষণে আকৃষ্ট হইয়া নিজ নিজ তপস্যার ব্যাঘাত করিয়াও, অন্যের অদৃশ্যভাবে তোমার পূজাগৃহে কখন কখন উপস্থিত হই। অতএব আমরা বহু ক্ষণ এখানে থাকিব না। স্ব স্ব তপস্যাক্ষেত্রে অদৃশ্যভাবে গমন করিব। তোমরা দুই জনই কৃতকর্ম্মা পণ্ডিত। সুতরাং তোমাদের শাস্ত্রীয় বিচার একদিনে সমাপ্ত হইবে না। কয়দিনে যে শেষ হইবে তাহারও কোন ঠিক নাই। অত দিন পর্য্যন্ত আমরা স্ব স্ব তপোনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিতে পারিব না। অতএব আমাদের

ইচ্ছা যে, তোমার ধর্ম্মপত্নী মহাবিদুষী ধরাতলে মানবীরূপে অবতীর্ণা সরস্বতী, শ্রীমতী উভয় ভারতী দেবী এই বিচারে মধ্যস্থা হউন। মুনিদ্বয় ঈদৃক অনুমোদন করাতে তাহাই ধার্য্য হইল। মুনিদ্বয় মণ্ডন কর্ত্তৃক যথাবিধি অভ্যর্চ্চিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে অন্তর্হিত হইলেন। "পরদিন বিচারার্থ আপনার বাটীতে আসিব" এই কথা বলিয়া ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যও স্বস্থানে প্রস্থানোদ্যত হইলে মণ্ডন মিশ্র তাঁহাকে বলিলেন হে যতিবর, অদ্য শ্রাদ্ধবাসরে পরম সৌভাগ্যবশতঃ আপনাকে পাইয়াছি। অতএব আপনি আমার ভবনে ভিক্ষাগ্রহণ না করিলে আমি বড়ই দুঃখিত হইব। অতএব ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। আচার্য্য পূজ্যপাদ বলিলেন, আমি অন্ন ব্যঞ্জন ভিক্ষার্থ এখানে আসি নাই, এই কথা বলিয়া তিনি রেবানদীতীরস্থিত পূর্ব্বোক্ত কাননাভিমুখে গমন করিলেন। এবং তথায় আসিয়া পদ্মপাদাচার্য্যপ্রভৃতি শিষ্যবর্গকে সেই দিনের ঘটনাবলী বিবৃত করিয়া মাধ্যাহ্নিক স্নান ব্রহ্মোপাসনা ও ভোজন সমাপ্ত করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে স্নানব্রহ্মোপাসনাদি সমাপ্ত

করিয়া পদ্মপাদাচার্য্যপ্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্য-গণপরিবৃত হইয়া বিচারার্থ মণ্ডন মিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন মণ্ডনের গৃহপ্রাঙ্গণে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছে। মাহিষ্মতী নগরীর প্রধান প্রধান লোকসকল বিচার শ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। আচার্য্যপূজ্যপাদ সভামধ্যে উপস্থিত হইবামাত্র তত্রস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী ও অন্যান্য দর্শকগণ সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া তাঁহাকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। পতিভক্তিপরায়ণা সাধ্বী মূর্ত্তিমতী বিদ্যা শ্রীমতী উভয় ভারতী দেবী সভামধ্যে বিরাজ-মানা হইয়া বিচারে মধ্যস্থতাগ্রহণার্থ অনুরুদ্ধ হইলেন। তাঁহার কর্ণান্তবিশ্রান্ত সুপ্রশস্ত নয়ন-যুগল হইতে যেন বিদ্যা-জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছিল। সকলের এই বোধ হইতেছিল যেন ভগবতী সরস্বতী দেবতা, মানবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সাক্ষাৎ সরস্বতী মনে করিয়া তাঁহাকে সকলে ভক্তি করিত। এইজন্য তাঁহার অপর নাম সরস্বতী। এই নামেই তিনি অধিক বিখ্যাত। তিনি বিহার-

প্রদেশের বিখ্যাত শোননদের তীরসমীপে একটী ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বিষ্ণুমিত্র। গ্রামস্থ লোকসকল তাঁহাকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া মনে করিত। শৈশবে তাঁহার বুদ্ধিপ্রাখর্য্য ও প্রতিভা অবলোকন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইত।

তিনি ষোড়শবর্ষবয়সের মধ্যে ঋক্, যজু, সাম, ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদাঙ্গ; ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা ও বৈশেষিক এই ছয় দর্শন; ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, নাটক অলঙ্কার এবং ইতিহাসপ্রভৃতি নানা শাস্ত্রে অসাধারণ বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। এ জগতে এমন কোন শাস্ত্রই ছিল না যাহা তিনি জানিতেন না। লোকে তাঁহার এই সামান্য বয়সে এইরূপ অদ্ভুত বিদ্যাবত্তা দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সরস্বতী মনে করিয়া পূজা করিত। তাঁহার এই একটি অসাধারণ গুণ ছিল যে, অভিমান, অহঙ্কার দম্ভ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি সর্ব্বসাধারণের

সহিত অতি উত্তম মধুর ব্যবহার করিতেন। সকলের সহিত সুমিষ্ট কথা কহিতেন। তাঁহার বচনবিন্যাস বড়ই মধুর ছিল। এইজন্য তাঁহার "সরসবাণী" বলিয়া আর একটি নাম আছে। তাঁহার সরস মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া অতি কঠোরচিত্তও আর্দ্র ও দ্রবীভূত হইয়া যাইত। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেও, কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ করিতেন না। বিদ্যাশিক্ষা করিলে যে সকল সদ্গুণ জন্মিয়া থাকে, সেই সকল সদ্গুণেই তিনি সমলঙ্কৃতা ছিলেন। প্রাচীনকালে পিতামাতা, স্বীয় কুমারী কন্যাকে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষাদান করিয়া তাহাকে এক বিদ্বান পাত্রের হস্তে প্রদান করিতেন। বিষ্ণুমিত্র, উভয়ভারতীকে যতদূর উচ্চশিক্ষা দিতে হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কন্যার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর কন্যার উপযুক্ত রূপ-গুণ-স্বভাবসম্পত্তিকৌলীন্য-সম্পন্ন পাত্রের অনুসন্ধানার্থ বিষ্ণুমিত্র, ব্রাহ্মণ ঘটক নিযুক্ত করিলেন। একদা বিষ্ণুমিত্র ঘটকের নিকট শুনিলেন যে, রাজগৃহনামক স্থানে হিমমিত্রনামক পণ্ডিতের পুত্র মণ্ডনমিশ্রনামা একটি রূপ-গুণ-

সম্পত্তিমান পাত্র আছেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বেদাধ্যয়ন হোম, অতিথি পরিচর্য্যা দান ধ্যান অধ্যাপনাদিসৎকার্য্যে তিনি সদাই দীক্ষিত। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন, তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অবতার। তাঁহার মনোহর রূপগুণপ্রশংসা, দিগন্তব্যাপ্ত হওয়ায় তিনি বিশ্বরূপ নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঈদৃশ উত্তম পাত্রের অনুসন্ধান পাইয়া বিষ্ণুমিত্র স্বীয় ভার্য্যাকে জানাইলেন। তাঁহার বুদ্ধিমতী ভার্য্যা এই শুভসম্বাদ শুনিয়া তাঁহাকে পাত্রের পিতার নিকট ঘটক প্রেরণ করিতে বলিলেন। উভয়ভারতী, ঈদৃশ রূপ-গুণ-সম্পন্ন পাত্রের সম্বাদ শুনিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই আন্তরিক আহ্লাদ, তাঁহার পিতামাতা বা কোন প্রিয়সখীও, জানিতে পারে নাই। কারণ, তিনি বড়ই লজ্জাশীলা ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা পরিসমাপ্তির পর, তাঁহার হৃদয়ে বিবাহস্পৃহা উদিত হইলেও, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন আত্মীয় লোক তাঁহার হৃদয়ের এইভাব জানিতেই পারে নাই। তিনি এই জানিতেন যে, তাঁহার বিবাহের

জন্য তাঁহা অপেক্ষা তাঁহার পিতা মাতার ভাবনা বেশি। তাঁহারা যেরূপ স্থির করিবেন তাহাই হইবে। তিনি জানিতেন যে, তিনি ক্ষত্রিয় কন্যা নহেন সুতরাং তাঁহার জন্য স্বয়ম্বর সভার অধিবেশন হইবে না। তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা, সুতরাং তাঁহার বিবাহ তাঁহার পিতা মাতার অনুমতি ও ব্যবস্থা অনুসারেই সম্পন্ন হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের একটা বন্দোবস্ত করিবার কোনরূপ অধিকার থাকা উচিত নয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার পিতার নিকটে সর্ব্বদাই বলিতেন, "আহা বাছা আমার লেখা পড়াই শিখিয়াছে, স্বাধীনতা তো কখনও শিখে নাই যে, নিজের বিবাহের জন্য কোনরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিবে"।

উভয়ভারতী শাস্ত্র অধ্যয়নকালে এই শিক্ষা পাইয়াছিলেন যে, আর্য্যনারীর যতকাল বিবাহ না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সে পিতামাতার অধীন থাকিবে, বিবাহের পর স্বামীর অধীন থাকিবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের সেবাধীন থাকিবে, সুতরাং আর্য্য নারী কোন কালেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না।

এইরূপ উত্তম শিক্ষার প্রভাবে তিনি স্ত্রীজনোচিত লজ্জাশীলা হইতে পারিয়াছিলেন।

এইরূপ উত্তম শাস্ত্রশিক্ষা যাহারা পায় না, তাহারাই স্বাধীনচেতাঃ প্রগল্ভা এবং উচ্ছৃঙ্খলা হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ভারতীর পিতা বিষ্ণুমিত্র, রাজগৃহ নামক স্থানে পাত্রের পিতা হিমমিত্রের নিকটে ঘটক পাঠাইলেন। হিমমিত্র পাত্রীর ঈদৃশী রূপ-গুণ-প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ঘটককে এ বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পাত্রও পাত্রী, ঘটকের মুখ হইতে পরস্পরের রূপগুণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরস্পর বড়ই আনন্দিত হইলেন। উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার না ঘটিলেও, শুভক্ষণে শুভসম্মিলনের জন্য তাঁহারা উভয়েই ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব পিতা মাতার নিকট পরস্পরের এইরূপ ব্যাকুলতা-ভাব ঘূণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নাই।

একদিন মণ্ডনের পিতা হিমমিত্র, সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনে সুদক্ষ দুইজন ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুমিত্রেরভবনে প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় বিষ্ণুমিত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া

বিষ্ণুমিত্রকে বলিলেন মহাশয়, রাজগৃহনিবাসী হিম-মিত্রপণ্ডিতের পুত্র মণ্ডনমিশ্র নামে একটি সং-পাত্র আছেন। তিনি আপনার সর্ব্বগুণাধার কন্যার যোগ্যপাত্র। আপনি এই সুযোগ্য পাত্রের হস্তে আপনার সুযোগ্য কন্যাটিকে সমর্পণ করুন। বিষ্ণুমিত্র, অন্তঃপুরে গমন করিয়া স্বীয় ভার্য্যার নিকট হিমমিত্রকর্ত্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণদ্বয়ের শুভা-গমনবর্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন, এবং পরে ব্রাহ্মণ-দ্বয়কে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া এই পাত্রের সহিত স্বীয় কন্যার শুভবিবাহে গৃহিণীরও নিজের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি এই ঘটকদ্বয়ের সহিত একেবারে "পাকাদেখা"র জন্য হিমমিত্রের গৃহে গমন করিলেন। বিষ্ণুমিত্র, ভাবী জামাতার সৌম্য সুদৃশ্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং হিমমিত্রের নিকট তাঁহার সবিশেষ কুলপরিচয় অবগত হইয়া ধান্য দূর্ব্বা ও সুবর্ণমুদ্রা দিয়া ভাবী জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুই চারিদিন পরে হিমমিত্রও, ভাবিনীবধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য বিষ্ণুমিত্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিবাহের দিন স্থির করিবার কথা উত্থাপিত হইল। বিষ্ণুমিত্র বলিলেন; আমার কন্যা, ফলিত জ্যোতিষ এবং গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী। অতএব তাঁহার ইচ্ছা যে তিনি নিজেই এই বিবাহের শুভদিন গণনা করেন। হিমমিত্র এই কথা শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন, এবং ভাবিনীস্নুষাকে বিবাহের দিনস্থির করিবার ভার অর্পণ করিলেন। তদনুসারে উভয়ভারতী, শুভ-বিবাহের লগ্ন বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উত্তমরূপে বিচার করিয়া শুভলগ্ন স্থির করিলেন। তিনি লগ্নস্থির করিয়া লগ্নপত্রখানি একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে ভাবি-শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। উভয়পক্ষে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে মণ্ডন-মিশ্র বরোচিত বেশভূষা পরিধান করিয়া বরযাত্রা-শোভাবর্দ্ধন গজতুরগাদি বিবিধ যানবাহনে সমাসীন আত্মীয় মিত্রগণ সমভিব্যাহারে নানাবিধ মনোরম মঙ্গলবাদ্যধ্বনি ও মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভারসহ শোন-নদতটবর্ত্তী বিষ্ণুমিত্রগৃহে, বিবাহার্থ উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণুমিত্র মহাসমাদরের সহিত

বর ও বরযাত্রীদিগকে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন।

বিষ্ণুমিত্র সর্ব্বপ্রথম পাত্রকে বিবিধ মণিরত্নখচিত উত্তম কারুকার্য্যসুশোভিত বহুমূল্য আসনোপরি উপবেশন করাইয়া "স্বাগত" শব্দ উচ্চারণ করিলেনও বলিলেন, আমি আমার কন্যা উভয়ভারতী, গৃহস্থিত ধেনুসকল এবং আমার গৃহে যাহা কিছু আছে; তৎসমস্তই আপনার জানিবেন। অদ্য আমার কুল পবিত্র হইল। আমি সকলের নিকট আদরণীয় হইলাম। আমার মহাসৌভাগ্য হেতু এই বিবাহের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল। তাই অদ্য মদ্ভবনে আপনার দর্শন পাওয়া গেল। নতুবা মদীয়ভবনে আপনার মত বিখ্যাত প্রধান পণ্ডিতের দর্শন পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার।" বিষ্ণুমিত্র, পাত্রকে ঈদৃশ সৌজন্য-পূর্ণবচনে আপ্যায়িত করিয়া হিমমিত্র ও অন্যান্য বরযাত্রীদিগকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সময়ে বহুমূল্য পট্টবস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা উভয়ভারতী, পতিপুত্রবতী পুরন্ধ্রীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে বৃদ্ধ বিচক্ষণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত পুরোহিত

মহাশয়, বিবাহের শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য অন্তঃপুর মধ্যে উভয়ভারতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। উভয় ভারতী তাঁহাকে দূর হইতে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন এবং তিনি সম্মুখস্থিত হইবামাত্র তাহার চরণোপরি স্বীয় মস্তক অবনত করিলেন, এবং তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিলেন—পুরোহিত মহাশয়, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে, বাবাকে বলুন। পুরোহিত মহাশয় "তথাস্তু" বলিয়া বহির্বাটিতে আসিলেন এবং সম্প্রদান করিবার জন্য হিমমিত্রকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ মাননীয় পুরোহিত মহাশয় পর্য্যন্ত উভয়ভারতীকে ৺সরস্বতী দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি মহাপণ্ডিত হইলেও, বিবাহের-লগ্ননিরূপণ বিষয়ে উভয়ভারতীর মত লইয়াই সমীচীন মনে করিয়াছিলেন। তিনি নিজমতানুসারে কার্য্য করিতে সাহসী হ'ন নাই। উভয়ভারতীর গণনানুসারে শুভলগ্নে মণ্ডনমিশ্র অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া উভয়ভারতীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সেই সময় শঙ্খ ভেরী তুরীপ্রভৃতি মঙ্গলবাদ্যধ্বনি ও

সুমধুর সামবেদ গানে দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তত্রস্থ পৌরজানপদ নরনারীগণ এই শুভবিবাহ দর্শনে আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন্—মেঘ-নির্ম্মুক্ত শারদচন্দ্রের সহিত সুনির্ম্মল জ্যোৎস্না সঙ্গতা হইয়া যেরূপ শোভাপায় এবং ধরাতলে অবতীর্ণা গঙ্গা সাগরের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ শোভান্বিতা হয়, তদ্রূপ ধরাতলে মানবীরূপে অবতীর্ণা সরস্বতী উভয়ভারতী, ব্রাহ্মার, অবতার মণ্ডনমিশ্রের সহিত অদ্য সঙ্গতা হইয়া অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিযাছেন। এইরূপে মণ্ডনমিশ্রের সহিত উভয়ভারতীর শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহানন্তর হিমমিত্র, পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া স্বজনগণের সহিত স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মণ্ডন মিশ্র, রাজগৃহস্থিত পৈত্রিকভবনে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া রেবানদীতীরস্থিত মাহিস্মতী নগরীতে আসিয়া এক উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া স্বধর্ম্মপত্নী মহাবিদুষী উভয়ভারতী দেবীর সহিত মহাসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এবং

এই গৃহেই মহাত্মা ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য তাঁহার সহিত বেদান্তবিচার করিতে আসিয়াছিলেন। এবং মণ্ডনের পত্নী উভয় ভারতী এই বিচারে মধ্যস্থ হইয়াছিলেন। বিচারপ্রারম্ভে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য, স্বকীয় নির্দ্দোষ বেদান্তমত সংস্থাপনার্থ বলিলেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। "তরতি শোকমাত্মবিৎ বিদ্বান্"। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। "ন স পুনরাবর্ত্ততে, ন স পুনরাবর্ত্ততে"। অর্থাৎ বেদ বলিতেছেন যে, এক অদ্বিতীয় নিত্য চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনাদি, অনন্ত, বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য পদার্থ। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তিনিই বিদ্বান এবং তিনিই এই শোকদুঃখাদিপূর্ণ সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন। যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, তিনি ব্রহ্মেই লীন হইয়া যান। তিনিই মুক্তিলাভ করেন, এবং তিনি এই নশ্বর দুঃখময় মর্ত্ত্যলোকে দুঃখভোগের জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে আর আসেন না। "বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। অর্থাৎ

যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন ঘট কলস ও শরাবাদি পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপভেদে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহারা সেই মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়, মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নয়, তবে এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বে তাহারা মৃৎপিণ্ডাকারে বিদ্যমান ছিল, পশ্চাৎ কুম্ভকারকর্ত্তৃক দণ্ড সূত্র ও ঘূর্ণ্যমান যন্ত্রের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া ঘট, কলস, কুঁজো, শরা, খুরি, ভাণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করে, কিন্তু মৃত্তিকাতত্ত্বকে অতিক্রম করে না, যথা বা সুবর্ণপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হার বলয়াদি অলঙ্কার, বিভিন্ন নামরূপ গঠনাবিশিষ্ট হইয়া প্রতীয়-মান হয় মাত্র, কিন্তু উপাদান কারণ সুবর্ণতত্ত্বকে অতিক্রম করে না, ঐ সমস্ত অলঙ্কার বা ঘটকলসাদি পদার্থ খণ্ডশঃ ভাঙিয়া গেলেও, তাহাদের সেই সেই রূপের অস্তিত্ব চলিয়া গেলেও, মৃত্তিকা ও সুবর্ণের অস্তিত্ব তদানীং বিলুপ্ত হয় না। মৃৎসুবর্ণাদির বিকার, ভিন্ন ভিন্ন নামরূপবিশিষ্ট, ভাণ্ড কলস হার বলয়াদি পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়, ভাঙিয়া যায়, কিন্তু উপাদান মৃৎসুবর্ণাদি পদার্থ, যেমন তেমনই থাকে, তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে—পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন

সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী পর্ব্বত মহাসাগর অগ্নি বায়ু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামও ভিন্ন ভিন্ন রূপবিশিষ্ট নশ্বর পদার্থ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু এই সকল মনুষ্য-শক্তির অনুৎপাদ্য সাগর সূর্য্য চন্দ্র হিমালয় পর্ব্বতাদি পদার্থ সমূহের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান অবিনাশী পরাৎপর পরম পুরুষ পরমেশ্বর বিনষ্ট হয়েন না। যেমন তেমনই থাকেন। তাঁহার বিকার সকল, স্ব স্ব নামরূপও আকার-বিহীন হইয়া যায়, বিনষ্ট হইয়া যায়, বিনষ্ট হইয়া তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়। তাঁহাদের আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না। তাহাদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই। পরমেশ্বরের অস্তিত্বেই তাহাদের ব্যবহারিক ক্ষণিক অস্তিত্ব মাত্র অবভাসিত হয়। ইহাদের বাস্তবিক পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পরমেশ্বরই একমাত্র পরমার্থ সৎ পদার্থ। অন্য সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর। এক চেতন আত্মা, যুগ যুগান্তর হইতে জন্ম জন্মান্তর হইতে উৎপন্ন ভ্রান্তিবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত সম্বদ্ধ হইয়া জীবআত্মা নামে অভিহিত হয় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

অভিন্নবোধরূপ মায়াবশতঃ আমি গৌর, আমি কৃষ্ণ, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, আমি অন্ধ, আমি বধির, আমি পঙ্গু, আমি দুঃখী, আমি সুখী, আমি উৎফুল্ল, আমি শোকার্ত্ত, আমি দেব, আমি যক্ষ, আমি কিন্নর ইত্যাদি মিথ্যা মরুমরীচিকাসম সুখদুঃখসাগরে সেই জীবাত্মা নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্ত চৈতন্যস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পর-ব্রহ্মের সহিত ঐ জীবাত্মার ঐক্যজ্ঞান সুসিদ্ধ হইলে, মানব এই দুঃখময় সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত মানবের অজ্ঞান কুসংস্কারজাল ছিন্ন বিছিন্ন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ হয় না। "তত্র কোমোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ"। অর্থাৎ যে ব্যক্তির জীবাত্ম পরমাত্মবিষয়ক ঐক্যজ্ঞান সুসিদ্ধ হয়, তাহার সাংসারিক শোকমোহাদি কিছুই থাকে না। সে ব্যক্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া গিয়া ব্রহ্মময় হইয়া যায়। সে ব্যক্তি পুনরায় ইহলোকে আইসে না। "তজ্জ-লান্ শান্ত উপাসীত"। অর্থাৎ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে,

সেই ব্রহ্মেই এই জগতের স্থিতি এবং সেই ব্রহ্মেই এই জগৎ বিলীন হইয়া যায়। অতএব শান্তচিত্তে সেই ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবে। অজ্ঞান-কুসংস্কাররূপ অন্ধকার অপসৃত না হইলে কেবল যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানদ্বারা ঐ অজ্ঞানের নাশ হয়। অজ্ঞানের ধ্বংস না হইলে জ্ঞানের উদয়ই হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তিই তাঁহাকে লাভ করিবার একমাত্র উপায়। "অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ"। শ্রুতি। অর্থাৎ যজ্ঞাদি বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। অধর্ম্ম তাঁহাকে কস্মিনকালে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্যাপুণ্য কৃত অকৃত-কর্ম্মের ফলাফলে লিপ্ত হয়েন না। তিনি অনিত্য পুণ্যাপুণ্য ফলাফল হইতে অতি দূরবর্ত্তী। বহুব্যয়-সাধ্য অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কারণ অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে স্বর্গভোগ হয় মাত্র। কিন্তু সেই যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত পুণ্য ক্ষীণ হইয়া গেলে, পুনরায় এই মর্ত্ত লোকে আসিয়া কষ্ট পাইতে হয়। সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানপিপাসু

সজ্জনগণ, স্বর্গ আকাংক্ষা করেন না। কারণ, উত্তম রাজমার্গে বিচরিষ্ণু ব্যক্তি নিজপদে কুঠারাঘাত করেন না, কিম্বা কন্টকাকীর্ণ পথে যাইবার জন্য অণুমাত্র ইচ্ছা করেন না। অতএব অনিত্য স্বর্গ-লোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বোপরিস্থ নিত্য সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করা উচিত। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম"। (শ্রুতি) সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের অন্ত নাই, বিনাশ নাই, ক্ষয় নাই। এই লোকের প্রাপ্তীচ্ছা থাকিলে সেই ব্রহ্মবিষয়ক গুরুবেদান্তবাক্যশ্রবণ, মনন অর্থাৎ বিচার অনন্তর নিদিধ্যাসন করিতে হয়। "আচার্য্যবান পুরুষোবেদ" (শ্রুতি) অর্থাৎ যে ব্যক্তি উত্তম আচার্য্যের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি-য়াছে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মকে জানিতে পারে। অবি-নাশী বা অরে অযম্ আত্মা (শ্রুতি)। এই আত্মার কস্মিনকালেও বিনাশ নাই। স্বর্গলোকে গমন করিতে হইলে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিতে হয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞে পশু হত্যা করিতে হয়। স্বর্গে গমন করিলেও তথায় সেই পশুহত্যাজনিত পাপের ফলভোগ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত যখন রাবনাদি

দুষ্ট দৈত্য দানব, তপঃপ্রভাবে অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠে, তখন তাহাদিগের স্বর্গাক্রমণ, গলে অর্দ্ধচন্দ্রপ্রদানপূর্ব্বক স্বর্গ হইতে দেবগণের নিষ্কাশন, ও স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণের দারুণ অপমানসহন, এবং শোকে দুঃখে ক্ষোভে দেবগণের ইতস্ততঃ পর্য্যটন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আচার্য্য পূজ্যপাদ বলিলেন ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত কথা নহে, ইহা সর্ব্বলোকমান্য মহামুনি ব্যাসদেবের কথা। তিনি এই সকল কথা নানা পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বর্গলোকেও নানা বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যলোকে রাবণাদির উপদ্রবের ভয় নাই। সে লোকে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তি সর্ব্বব্যাপী পরমপুরুষ পরমেশ্বরই একমাত্র অদ্বিতীয় সম্রাট্। সেখানে দৈত্য দানব পামর নীর লোক গমন করিতে পারে না। সেখানে গমন করিতে হইলে অনিত্য ফল-কামনা পরিত্যাগ করিতে হয়। যাহারা "স্বর্গ স্বর্গ" করিয়া মরে" তাহাদের সেই স্বর্গের অনেক উচ্চে এই সত্য লোক সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব অতুচ্চ উপনিষত্তোরণোপরি প্রতিষ্ঠিত, মহামুনি ব্যাসদেবের

সূত্রগ্রথিত বেদান্তবাক্যমালার পবিত্র মধুর সৌরভ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হও। যজ্ঞীয় পশুর চর্ব্বির দুর্গন্ধের মায়া পরিত্যাগ কর। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে এই বিচারে নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে। শুনিয়াছি আপনার এই ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী উভয়ভারতী দেবী, ভগবতী সরস্বতীর অবতার। ইনি আপনার পত্নী হইলেও আপনার অপেক্ষাও মহতী পণ্ডিতা। সেই-জন্যই আমি এই বিচারে ইঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়াছি। ইনিই আমাদের জয় পরাজয়বিষয়ে সুবিচার করিবেন ইহাই আমার ধারণা। মণ্ডনমিশ্র বলিলেন "যদি আমি এই বিচারে পরাজিত হই, তাহা হইলে আমি গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া আপনার ন্যায় গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইব। আর আপনি যদি পরাজিত হন, তাহা হইলে আপনাকে আমার মত শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মণ্ডন মিশ্র যাজ্ঞাদিক্রিয়াকাণ্ডের পারমার্থিকতা সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন আপনার বেদান্ত মত স্বীকার করিতে গেলে "যাবজ্জীবম্

অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” অর্থাৎ যতকাল জীবিত থাকিবে ততকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রহোমানুষ্ঠান করিবে, এই শ্রুতিবাক্য অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে। আর হোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল মাত্র আপনার বেদান্তোক্ত ব্রহ্মোপাসনা করিতে হয় তাহা হইলে কর্ম্মানুষ্ঠানবোধক পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন ব্যর্থ হইয়া পড়ে, পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন অপ্রামাণিক হইয়া যায়, সেই জন্য বলিতেছি যে, যজ্ঞোপবীত গ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রহোমানুষ্ঠান করাই বিধেয়। এই হোমানুষ্ঠান করিলেই জীবের মুক্তিলাভ হইবে। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিলেন পরমেশ্বরবিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন না করিলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। তত্ত্বজ্ঞানব্যতিরেকে কেবল হোম করিলেই জীবের কখনই মুক্তিলাভ হইতে পারে না। যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে স্বতন্ত্রফল লাভ হয় মাত্র, মুক্তিলাভ হয় না। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—“নকর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ”। অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, পুত্রোৎপাদন ও ধনদান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না।

কিন্তু অজ্ঞান ভ্রান্তি ও নশ্বর বস্তুরকামনা পরিত্যাগ করিলেই অমৃতত্বলাভ হইয়া থাকে। কর্ম্মণা মৃত্যু মৃষয়োনিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণম্ ঈহমানা। (শ্রুতিঃ,) অর্থাৎ ধনপুত্রাভিলাষী কোন কোন ঋষি, যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মৃত্যুমুখেই পতিত হইয়াছেন, অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন্ নাই। এই সকল শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, কিন্তু পুনরায় কর্ম্মবন্ধনেই বদ্ধ হইতে হয়। অতএব "ব্রহ্মচর্য্যেণামৃতং বিন্দেত"। শ্রুতি। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে পরমাত্মতত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়। পরমাত্মবিজ্ঞান উদিত হইলেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদবোধ তিরোহিত হয়। এই ভেদবোধ তিরোহিত হইলেই সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত একতা উপস্থিত হয় এবং তাহা হইলেই জীব মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং সেই পরমাত্মবিজ্ঞানোদয়ার্থ বেদান্ত শাস্ত্রে যে সকল বিধি আছে তাহাই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। অন্যান্য লোকদিগের বিচারসময়ে যেরূপ মহাকোলাহল

সগর্ব্ববাক্যোচ্চারণ, বাগাড়ম্বর এবং মহা বিশৃংখলা ঘটিয়া থাকে, এবিচারে সেরূপ বীভৎসকাণ্ড ঘটে নাই। ইঁহারা পরস্পর স্মিতবদনে এবং যুক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্য প্রয়োগের সহিত বিচার করিয়া ছিলেন। বিতণ্ডা করেন নাই। বাদীর কথা শেষ হইলে পর প্রতিবাদী বলিতে আরম্ভ করেন। আবার প্রতিবাদীর বক্তব্য শেষ হইলে পর বাদী স্বপক্ষ স্থাপন করিয়া ছিলেন। এইরূপে সাত দিবস পর্য্যন্ত উভয়ের শাস্ত্রীয় বিচার হইয়াছিল। প্রতিদিনই মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলেই উভয়ভারতী উভয়কে বিচারে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেন এবং সভাভঙ্গ হইলে পর উভয়ের আহারের আয়োজন করিতেন। উভয়ের ভোজন শেষ হইলে তিনি নিজে আহার করিতে বসিতেন। শেষ দিনের বিচারে ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য, বেদান্ত বাক্যের প্রকৃতঅর্থবর্ণনারূপকুঠার দ্বারা মণ্ডনমিশ্রের কোমল কমলসম যুক্তিসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। মণ্ডলের কর্ম্মকাণ্ডবোধক কদলীবৃক্ষসম যুক্তিসকল আচার্য্য পূজ্যপাদের প্রমাণ প্রয়োগরূপ প্রবল বাত্যা দ্বারা আহত হইয়া ধ্বংস

প্রাপ্ত হইল। পাঠক পাঠিকাগণের পাছে ধৈর্য্য-চ্যুতি হয় এই বিবেচনায় উভয়ের কঠোর দার্শনিক বিচার এস্থলে সুবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইল না। শ্রীমতী উভয়ভারতী ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রগাঢ়পাণ্ডিত্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ বেদবাক্যার্থশ্রবণে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তিনি বলিলেন যতিবরের একটি কথাও অসার নহে। ইঁহার কথার যুক্তিমত্তা দর্শনে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। যতিরাজ মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্যই এই বিচারে জয়ী হইয়াছেন। শ্রীমতী উভয়ভারতীর মুখপদ্ম হইতে এই কথাগুলি বিনিঃসৃত হইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে আচার্য্য পূজ্য-পাদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণপরে মণ্ডনমিশ্র বলিতে লাগিলেন হে যতিরাজ, আমি এই অভিনব পরাজয়ে অণুমাত্র দুঃখিত হই নাই। কিন্তু আমার মনে এই একটা প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, যজ্ঞানুষ্ঠানবাদী মহর্ষি জৈমিনির মত কি তবে ভুল? এতবড় জ্ঞানী মহর্ষি জৈমিনি কি কখন ভুল মত প্রচার করিতে পারেন? তাঁহার মত ঠিক কি বেদান্তের মত ঠিক?

এই সন্দেহ আমার মন হইতে আপনি কৃপাপূর্ব্বক অপসারিত করিয়া দিন ইহাই আমার সানুনয় প্রার্থনা। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য মণ্ডনের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—মহর্ষি জৈমিনির অণুমাত্র দোষ নাই। ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা মহর্ষি জৈমিনি জগতের প্রিয়চিকীর্ষাবশতঃ যাগাদি কর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ঈদৃশ মহাত্মা মহর্ষির শাস্ত্র বৃথা হইতে পারে না। কোন কোন লোক অজ্ঞতাবশতঃ, এই মহর্ষির অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাক্যে সন্দিহান হইয়া পড়ে। মহর্ষি জৈমিনি প্রথমতঃ ব্রহ্মতত্ত্বশাস্ত্র রচনার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পরে দেখিলেন যে, এই নশ্বর জগতের অধিকাংশ লোকই ঐশ্বর্য্যভোগে আসক্তচিত্ত। শুভ অদৃষ্টের বল না থাকিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে মানবের ঐশ্বর্য্য সুখভোগ ঘটে না। পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত শুভাদৃষ্ট জন্মে না। সুতরাং তিনি ঐশ্বর্য্য-সুখভোগেচ্ছু জনগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে পুণ্যকর্ম্মসমূহ ও তাহার ফল নিরূপণ করিয়াছেন। এক অদ্বিতীয় পরমে-

শ্বরের উপাসনায় এবং নির্ব্বাণ মোক্ষলাভে অনেকের মতি গতি নাই দেখিয়া ব্রহ্মতত্ত্বশাস্ত্র রচনায় আর প্রয়াসী হইলেন না, নতুবা তিনি যে, পরমাত্মবাদে আস্থাবান নহেন ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যাইতে পারে না। পরমাত্মবাদে তাঁহার আস্থা নাই ইহা ঘোর অনভিজ্ঞের কথা। কারণ, পরমাত্মবাদে তাঁহার যদি আস্থা না থাকিত তাহা হইলে তিনি এই শ্রুতির সাহায্য অবলম্বন করিতেন না। যথা "তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন"।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ, যজ্ঞদান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি তপস্যানুষ্ঠানদ্বারা সেই পমমাত্মা পরমেশ্বরের তত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা করেন। মহর্ষি জৈমিনি মুক্তিমার্গ প্রদর্শনেচ্ছু হইয়াই এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরমাত্মতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানই যে, অজ্ঞানের নাশক ও কৈবল্যলাভের উপায় ইহা জানিয়াই তিনি পরমাত্মতত্ত্ববিষয়ক এই শ্রুতিটি অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই শ্রুতিতে যজ্ঞ ও দানের উল্লেখ আছে বটে কিন্তু শেষে "তপসা" এই পদটি থাকাতে নিত্যানিত্য

বস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পত্তি, ব্রহ্মচর্য্য, তিতিক্ষা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ভোগ্যবিষয়ে বৈরাগ্য, জন্ম মৃত্যু জরাব্যাধিতে দুঃখদোষানুদর্শন, পুত্রদারগৃহাদিতে অনাশক্তি, ইষ্টঅনিষ্টবিষয়ে সদা সমচিত্ততা, পরমেশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি, নির্জ্জনদেশেস্থিতি, যদৃচ্ছালাভ-সন্তোষ, অজ্ঞানমনুষ্যসমাজে বিরাগ, এবং তত্ত্ব-জ্ঞানাভ্যাস ইত্যাদিরূপা অবিদ্যানাশিনী তপস্যাই যে, মুক্তির সাধন ইহাই এই বচনের ভাবার্থ। বেদের প্রকৃতার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-শক্তি পরমেশ্বরের মহিমা জানিতে পারে না। সেই জন্য তাহারা এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্ট অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতার আরাধনার্থ ঘৃত চরু প্রভৃতি দ্রব্য ক্ষয় করে। অজ্ঞ মনুষ্যগণ সর্ব্বশক্তি পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া অল্পশক্তি পুত্রদিগকে লইয়াই আত্মহারা হইয়া যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন "পিতাহমস্য জগতঃ" আমিই এই জগতের পিতা। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি। তদহং ভক্ত্যু

হৃতম্ অশ্নামি ভরতর্ষভ"। "গীতা"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি, দুর্ব্বা তুলসী বিল্বপত্র, পদ্ম বেলা মালতী যুথিকা সেফালিকা প্রভৃতি উত্তম পুষ্প, আম্রাদি উত্তম ফল এবং গঙ্গা যমুনা কাবেরী গোদাবরীপ্রভৃতি পুণ্য নদীর নির্ম্মলজল ভক্তির সহিত আমাকে প্রদান করে, আমি সেই সকল বস্তুকে ভক্তের ভক্তির উপহার মনে করিয়া গ্রহণ করি। সুতরাং যিনি পত্র পুষ্প ফল জলাদি উত্তমবস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাঁহাকেই সেই সকল বস্তু অগ্রে প্রদান করাই ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্"। "গীতা"। অর্থাৎ যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতেছ, যাহা কিছু খাইতেছ, যাহা কিছু হোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছ, যাহা কিছু দান করিতেছ, এবং যাহা কিছু তপস্যা করিতেছ; তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিও, যজ্ঞ করিতে হয় ত ভগবানের নামযজ্ঞ কর, সঙ্কীর্ত্তণ-যজ্ঞ কর, ৺ ভগবদ্বিষয়কপাঠশ্রবণ ও মননযজ্ঞ কর, ৺ ভগবানের উদ্দেশে জগতের হিতযজ্ঞ কর

৺ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তিচ রমন্তিচ॥ তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥ গীতা॥ যাহারা—যে সকল ভক্তেরা মদ্গতচিত্তপ্রাণ, আমাতেই চিত্ত ও প্রাণ সমর্পন করিয়াছে, আমার কথা লইয়াই পরস্পর, পরস্পরকে বুঝাইতে প্রয়াস পায়, আমার কথা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত, সর্ব্বদাই আমার বিষয়ে কথোপকথন করে, এবং তাহাতেই সন্তোষসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং সর্ব্বদা আমাতেই রত থাকে সেই সকল ভক্তগণই আমাতে সতত যুক্ত, সর্ব্বদাই আমার ধ্যানে যোগে নিমগ্ন, তাহাদিগকেই আমি বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, এবং তাঁহারা সেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগবলে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৺ভগবান শ্রীকৃষ্ণর এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে তাঁহারই কৃপায় জ্ঞান ও ভক্তিযোগ লাভ হয় এবং সেই জ্ঞান যোগ ও ভক্তিযোগই প্রকৃত যোগ। সেই যোগের সাহায্যেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, সেই দুইটী

যোগই তাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায়। জ্ঞান ও ভক্তি ব্যতিরেকে কেবলমাত্র শ্বাস প্রশ্বাস টানিয়া যোগ করিলে বা কেবলমাত্র অগ্নিতে হাঁড়ি হাঁড়ি কলসী কলসী ঘৃত ঢালিলে ভগবান পরমেশ্বরের শ্রীচরণকমলমধুপান কখনও ভাগ্যে ঘটিবে না।

অতএব হে মণ্ডন পণ্ডিত, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ শিক্ষায় মন সমর্পন কর। তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। তোমার কামনার সহিত তোমার হৃদয়ের গ্রন্থি যখন ছিন্ন হইয়া যাইবে, যখন তোমার সমস্ত সন্দেহজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, যখন তোমার কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, তখন সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। বেদের প্রকৃতার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহাকে কোন মতেই জানিতে পারে না।

তিনি কেবলমাত্র উপনিষদ্বাক্যগম্য। যে ব্যক্তি উপনিষদের অমূল্য উপদেশ বাক্যের প্রকৃত অর্থ সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই

তাঁহাকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারে। নতুবা তাঁহাকে জানিবার জন্য অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহাকে পাইবার অপর কোন উপায় নাই। সেইজন্য বেদ বলিতেছেন—"তংত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি নাবেদবিন্মনুতেতংবৃহন্তম্"। অর্থাৎ যিনি কেবলমাত্র উপনিষদ্‌বাক্য গম্য, আমি সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে জানিতে ইচ্ছা করি। বেদ-বাক্যের প্রকৃতার্থানভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে কখনও জানিতে পারে না। "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ।" শ্রুতি। যে ব্যক্তি বেদবাক্যের প্রকৃত অর্থ উত্তম-রূপে শিখিবার জন্য বেদজ্ঞ আচার্য্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকটে যথাবিধি অধ্যয়ন করে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরেরতত্ত্ব কিঞ্চিৎ জানিতে পারে। কেবল মাত্র বাহ্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানশাস্ত্র চর্চ্চা করিলে তাঁহারতত্ত্ব কথাঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়। পরম-হংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করভগবৎপূজ্যপাদের অমৃতবর্ষী বচন সকল শ্রবণ করিয়া মণ্ডনমিশ্র, তাঁহার পূজ্যচরণারবিন্দোপরি সাষ্টাঙ্গপ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—প্রভো! আমি এক্ষণে আপনাকে

চিনিতে পারিয়াছি। আপনি অসাধারণ ব্যক্তি। আপনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ। অজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি মানবদেহ ধারণ করিয়াছেন। বেদ বেদান্ত উপনিষৎশাস্ত্রোক্ত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের মহিমা বুঝাইবার জন্য—অদ্বৈত মত সংস্থাপনের জন্য আপনি ধরাতলে ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। “আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীৎ”, “ব্রহ্ম বা ইদম্ অগ্র আসীৎ”, “একমেবা দ্বিতীয়ম্”, এই তিনটি মহাবাক্য, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের মস্তক স্বরূপ। আপনিই এই মহাবাক্যত্রয়ের একমাত্র পালনকর্ত্তা। এই মর্ত্ত্যলোকে আপনার আবির্ভাব না হইলে, এই তিনটি বাক্য নাস্তিক ও বৌদ্ধদিগের প্রলাপ বাক্য-রূপ অন্ধকূপমধ্যে পতিত হইয়া অচিরদিনে লয় প্রাপ্ত হইত। আপনি ধরাতলে রক্ষকরূপে অবতীর্ণ না হইলে নাস্তিক ও বৌদ্ধগণ বেদের চরণ ভগ্ন করিয়া দিত। যেমন কোন ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগরিত হয়, তদ্রূপ আমিও এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘোর স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম। আপনার কৃপায় এক্ষণে জাগরিত হইলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনার শ্রীচরণারবিন্দে আমার যেন অচলা ভক্তি থাকে। আপনার চরণে ভক্তিই আমার কল্পবৃক্ষ। আপনার শ্রীচরণারবিন্দবন্দনাই আমার নন্দনকানন। আপনার গুণস্তুতিবর্ণনাই আমার স্বর্ণদী মন্দাকিনী। সুতরাং আপনার পদারবিন্দসমীপে সদাস্থিতিই আমার স্বর্গবাস। হে ভগবন্, আপনার সেবক ব্যক্তির নিকট দেবস্থান স্বর্গ ও, শুষ্কতৃণের ন্যায় লঘু বলিয়া বিবেচিত হয়। অতএব আমি, পুত্র দারা গৃহ ধনরত্ন এবং গৃহস্থোচিত হোমাদি কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণারবিন্দের শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই শরণাগত কিঙ্করকে অনুগৃহীত করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। মণ্ডনপণ্ডিত এইরূপে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য সানুনয় প্রার্থনা করিলে আচার্য্যপূজ্যপাদ উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার উভয়ভারতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন উভয়ভারতী বলিলেন,—হে যতিরাজ, আমি আপনার মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়াছি। আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলে আমার মনে দুঃখ হইতে পারে, সুতরাং আমার স্বামীর সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি আছে কিনা, তাহা অবগত হইবার জন্য আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। আমার স্বামী সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন দেখিয়া আমি অণুমাত্র দুঃখিত হই নাই। কারণ ইহজন্মে আমার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিবে সেই সমস্ত ঘটনাই আমি শৈশবে একটি মহাপুরুষের মুখে শুনিয়া ছিলাম। একদা শৈশবে আমি আমাদের বাটীতে আমার জননীর নিকটে বসিয়াছিলাম। এমন সময়ে জটাজূট-সম্পন্ন শ্মশ্রুধারী গৌরিকবসনপরিধায়ী সূর্য্যপ্রতিম বিশালবপুঃ এক মহাত্মা ব্রহ্মচারী আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন। আমার মাতা, পাদ্য-অর্ঘ্যপ্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ঐ মহাত্মা, জননীর অভ্যর্থনা ও পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ভবিষ্যতে আমার জীবনে কি কি ঘটনা ঘটিবে আমার মাতা তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার পরমায়ু কতদিন ? আমার কিরূপ পতি হইবে ? আমার কয়টি পুত্র কন্যা হইবে ? কত কাল সেই পতির সহিত আমার গৃহস্থাশ্রমে স্থিতি হইবে ? বিবিধ ধন ধান্যের অধিকারিণী হইয়া আমি কতগুলি যজ্ঞ করিব ? আমার মাতা এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পর, ঐ মহাত্মা প্রশস্ত নেত্রযুগল উন্মীলিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন। তিনি আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পুংখানুপুংখরূপে বলিয়া দিলেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন সেই সমস্তই আমার জীবনে পুংখানুপুংখরূপে ঘটিয়াছে। যাহা কিছু বাকি আছে, তাহাও নিঃসন্দেহে অবশ্যই ঘটিবে। সেই মহাত্মা আমার মাতাকে বলিয়াছিলেন—"এক যতিপ্রবরের সহিত তোমার জামাতার তুমুল শাস্ত্রীয় বিচার হইবে। পরে তোমার জামাতা বিচারে পরাজিত হইয়া গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। এবং শরণাগত ভক্তবৎসল, সেই যতিরাজ কৃপাপরবশ হইয়া তোমার জামাতাকে যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন।" এই

কথাগুলি বলিয়াই সেই মহাত্মা আমাদের গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে, সেই মহাত্মার বচনানুসারে আমার স্বামী আপনার শিষ্য হইতে বাধ্য! সেই মহাপ্রভাব মহাত্মার বচন কখনই মিথ্যা হইবে না। উভয়ভারতী এই কথা বলিলে পর, মণ্ডন পণ্ডিতের মস্তক ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের চরণকমলোপরি লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। মণ্ডনমিশ্র বলিলেন—প্রভো! আমার শরীর গৃহ এবং যাহা কিছু আছে এই সমুদায়ই আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। এই সমুদায়ই আপনার জানিবেন। এই বলিয়া মণ্ডনপণ্ডিত আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুষ্পমালা চন্দনদ্বারা আচার্য্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে মণ্ডনের পূজা সমাপ্তির পর সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী, আচার্য্যের চরণকমলোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বিদ্যাবিনয়ফলসম্ভারে অবনতা সুশীলা মধুরভাষিণী উভয়ভারতী কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্য পূজ্যপাদকে বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্ ব্রহ্মণ্, আপনি সকল বিদ্যার অধীশ্বর। সর্ব্বজীবের

উদ্ধারার্থ পাপী তাপীর পরিত্রাণার্থ এই যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমার স্বামী ও আমি অদ্য পরিত্রাণ লাভ করিলাম। আপনি আমার স্বামীকে যতিধর্ম্মে দীক্ষিত করুন। এবং আমিও এই বিষয়-জন-কোলাহলপূর্ণ আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কোলাহলশূন্য দিব্য শান্তিপূর্ণ স্থানে গমন করিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। আচার্য্য পূজ্যপাদ এই কথা শুনিয়া বলিলেন—দেবি! আপনি বাগধিষ্ঠাত্রী বিদ্যারূপিণী সাক্ষাৎ স্বরস্বতী। জড়সদৃশ অজ্ঞানজনগণের হিতসাধনার্থ এই যুগে মানবীরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং এখনও আপনার লোকহিতসাধনরূপ কর্ত্তব্যের শেষ হয় নাই। আমি বহুস্থানে বহুমঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছি। তন্মধ্যে চারিটি মঠই সর্ব্বপ্রধান। যথা :—

শৃঙ্গেরীমঠ, দ্বারকামঠ, পুরীধামে গোবর্দ্ধনমঠ, ও বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্ম্মঠ। আপনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। অতএব আমাদের সর্ব্বপ্রধান শৃঙ্গেরী-মঠে একব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় সুক্ষ্ম তাৎপর্য্যান্বিত বাক্যসকল মুমুক্ষু

ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইয়া এবং তথায় সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে পূজিত হইয়া মুমুক্ষু সাধুগণ-সন্নিধানে মঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজমানা হউন্‌ ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা'। অদ্য হইতে আপনার নামানুসারে শৃঙ্গেরীমঠ, "সারদাপীঠ" নামে অভিহিত হউক। আপনি ভারতী সরস্বতী, সরসবাণী সারদা। অতএব আপনার নামানুসারে শৃঙ্গেরীমঠকে অদ্য "সারদাপীঠ" এই আখ্যা প্রদান করিলাম।

'আবার বলি ধন্য আমাদের সেই জ্ঞানবিজ্ঞান—রত্নাকর ভারতবর্ষ! যে দেশে শঙ্করের অবতার দিগ্‌বিজয়ী ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্য, প্রতিবাদীর সহিত শাস্ত্রীয় বিচারাবসরে একটি মহিলাকে মধ্যস্থ মানিয়াছিলেন, সেই দেশের মহিলাজাতির বিদ্যা-শিক্ষা যে, কীদৃক্‌ উচ্চ সীমায় উপনত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা মাদৃশ ব্যক্তির সামর্থ্যাতীত। যে দেশের স্ত্রীজাতি, শিক্ষায় দীক্ষায়, পরাকাষ্ঠালাভ করিয়াছিল, সেদেশ ইদানীং অধঃপতিত হইয়াও ধন্য! নির্ব্বাণপ্রায় অঙ্গারে পরিণত সেই দেশ, পূর্ব্ব বৃত্তান্তস্মরণরূপ অনুকূল-পবন-সাহায্যে সন্ধুক্ষিত

হইয়া দিগন্তব্যাপিনী স্বীয় তত্ত্বজ্ঞান-শিখা অবাধে বিস্তার করুক, ইহাই কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বরসমীপে সর্ব্বদা অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। মণ্ডনমিশ্র, নিত্য ত্রিবারআরাধ্য দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয়নামক তিনটি অগ্নি এবং সাংসারিক বাসনা বিসর্জ্জন দিলেন। আচার্য্যপূজ্যপাদ, অধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকনামক ত্রিতাপের বিনাশক "তত্ত্বমসি" এই বেদমন্ত্র মণ্ডন পণ্ডিতের কর্ণে প্রদান করিয়া এই মন্ত্রের নিম্নলিখিত অর্থ—তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন ঃ—

তুমিই সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তি সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; অতএব তুমি তাঁহারই অংশ। তাঁহার স্বরূপ। তাঁহা হইতে অভিন্ন। তুমি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত যুক্ত হইয়াছ বলিয়া জীবনামে অভিহিত হইয়াছ মাত্র, তুমি তাঁহা হইতে ভিন্ন নও। ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র জীবনামে একটা কোন পদার্থই নাই। তুমি ব্রাহ্মণ নও, তুমি ক্ষত্রিয় নও, তুমি বৈশ্য নও, তুমি শূদ্র নও, তুমি দেহ নও, তুমি ইন্দ্রিয় নও, তুমি স্থূল নও, তুমি কৃশ নও, তুমি গৌর নও এবং

তুমি কৃষ্ণ নও। কারণ, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব স্থূলত্ব কৃশত্ব, গৌরত্ব এবং কৃষ্ণত্বাদি, শরীরের ধর্ম্ম। তুমি অন্ধ নও, পঙ্গু নও মূক নও এবং বধিরও নও। কারণ, অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব মূকত্ব বধিরত্বাদি, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম। আত্মা, অস্থূল অণনু-অহ্রস্ব অদীর্থ অশব্দ অস্পর্শ অরূপ এবং অব্যয়স্বরূপ। তুমি স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পনস্বরূপ। তুমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। জড়দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত চেতন আত্মার অভেদজ্ঞানস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়াতেই আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি স্থূলত্ব কৃশত্বাদিরূপ শরীরেন্দ্রিয়াদি ধর্ম্ম আত্মায় উপচারিত হয়। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার এই মিথ্যাজ্ঞানই বেদান্তে অবিদ্যানামে অভিহিত হইয়াছে। আত্মবিষয়ক শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন ব্রহ্মচর্য্য শমদম উপরতি তিতিক্ষা ও সমাধিদ্বারা এই অবিদ্যা বিনাশিত হইলে কল্পিত জীবভাব অন্তর্হিত হয়। পরে আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার হয়। এই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান সুসম্পাদিত হইলে শোকমোহাদি বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি (পরমাত্মা) ও তুমি (দেহে

ইন্দ্রিয়াদিভাবাপন্ন জীবাত্মা ) এক হইয়া যাইবে। তখন তিনিই তুমি ও তুমিই তিনি। তখন তাঁহাতে ও তোমাতে কোন ভেদ থাকিবে না। মণ্ডন মিশ্র; ঈদৃশ সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া বলিলেন— গুরো ! আপনার করুনাপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় কটাক্ষ-পাতে আমার অজ্ঞান-তিমিররাশি অপসৃত হইল। অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। তপস্যা সফল হইল। আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। অনন্তর মণ্ডনমিশ্র, সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, এবং গৃহস্থাশ্রমের মণ্ডনমিশ্র এই নাম পরিত্যাগ করিয়া স্বরেশ্বরাচার্য্য এই নাম গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি মগধদেশে নর্ম্মদানদীতীরে একটি শান্তিপূর্ণ আশ্রম নির্ম্মাণ করাইয়া ব্রহ্মের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভার্থ তথায় উপনিষদ্‌বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। উভয়ভারতীদেবী পূর্ব্বোক্ত উপদেশানুসারে শৃঙ্গেরীমঠে বেদান্ত অধ্যাপনার্থ গমন করিলেন। এবং পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্কর ভগবৎ পূজ্যপাদ, মহারাষ্ট্রপ্রভৃতি দেশে বেদান্তমত প্রচার করিবার জন্য শিষ্যগণসমভি-ব্যাহারে বহির্গত হইলেন। তিনি মহারাষ্ট্র প্রভৃতি

দেশে অদ্বৈতমত প্রচার করিয়া শ্রীশৈলনামক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

## লীলাবতী।

প্রাচীনকালে ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা যে কেবল ব্যাকরণ সাহিত্য পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র বেদবেদান্ত ও উপনিষদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন অধ্যাপন করিতেন এবং নিজেরাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন মাত্র তাহাই নহে, কিন্তু অতিসূক্ষ্ম দুরূহ দুর্ব্বোধ্য জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রন্থরচনাপর্য্যন্ত কঠিন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া সভ্যজগতের শিক্ষাভিমানি-পুরুষ সম্প্রদায়কে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন।

বিফলান্যন্য শাস্ত্রাণি বিবাদা স্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্রসাক্ষিণৌ॥

অর্থাৎ ন্যায়, সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাসা বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রসকল পরস্পর মতভেদনিবন্ধন বিবাদ বিসম্বাদে পরিপূর্ণ। ন্যায়, সাংখ্যের মত খণ্ডন করে, সাংখ্য, ন্যায়ের মত খণ্ডন করে এই-রূপে অন্যান্য সকল শাস্ত্রই পরস্পর, পরস্পরের মত খণ্ডন করিয়া স্ব স্ব মতের প্রাধান্য সংস্থাপন

করিয়া থাকে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং নভিন্নম্"—অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত। যাঁহার বুদ্ধি শক্তি বিচারশক্তি রচনাশক্তি যত উচ্চ সীমালাভ করিয়াছে, তিনি তাহাই ব্যক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কোন মতটি প্রকৃত ও নির্দ্দোষ, তাহা সিদ্ধান্ত করা স্বল্পবুদ্ধি, স্বল্পায়ু আধুনিক মাদৃশ ব্যক্তিগণের শক্তির অতীত। অবশ্য বেদান্তমত যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নির্দ্দোষ মহাসন্তোষজনক এবং অনুভবগম্য, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু কোন কোন গোঁড়া নৈয়ায়িক ও সাংখ্যবেত্তা ঈদৃক্ উত্তম বেদান্তমতেরও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। পরমেশ্বরনিঃশ্বাসসম্ভূত উপনিষদ্বাক্যরূপভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত বেদান্তমত খণ্ডন করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বর্গের কল্পতরুর শাখাচ্ছেদন করিতেও পারেন। সকল শাস্ত্রের উপরেই প্রতিবাদ চলে, কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের উপরে কোনরূপ প্রতিবাদ চলিতে পারে না। কারণ,—"সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রম্", অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর কেবল বাদ প্রতিবাদ করিলে চলিবে না, জ্যোতিষের

বিচারে প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষ ফলপ্রদর্শন করিতে হইবে। যিনি গণনা করিয়া প্রত্যক্ষ নির্দ্দোষ ফল দেখাইতে পারিবেন, তাঁহার কথাই আপামর সাধারণ মানিবে। সেই গণনাফল ঠিক হইল কি না, তাহার সাক্ষী অন্য কেহ হইতে পারে না। মানুষ তাহার সাক্ষী হইতে পারেনা। তাহার সাক্ষী স্বয়ং চন্দ্রসূর্য্য দেবতা। অতি সূক্ষ্ম কঠিন স্ফুট গণনা করিয়া যিনি চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণের ঠিক সময় নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন তাঁহার কথাই আপামরসাধারণ শিরোধার্য্য করিবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন বিষয়ে স্বয়ং চন্দ্র ও সূর্য্য সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ভবিষ্যৎ কালে যে ব্যাপারটি ঘটিবে, কিম্বা অতীতকালে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহা বর্ত্তমানকালে গণনাদ্বারা ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং বৃথা বিবাদ করিলে চলিবে না।

দ্রষ্টা বিবাদ শুনিবে না, সত্য সত্য ফল দেখিয় লইবে। সত্য সত্য ফল দেখাইতে হইলে সূক্ষ্ম গণনা জানা চাই। এই সূক্ষ্ম দুর্ব্বোধ্য গণিতশাস্ত্রে ভারতীয় আর্য্য-মহিলারা যে কেবল মাত্র বিশে ব্যুৎপন্না ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এ

কঠিন শাস্ত্রে পদ্যরচনা পর্য্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার সংসাধন করিতে পারিতেন। পদ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা পৃথিবীর সমগ্রজাতিই বুঝিতে পারে। আমরা ভারতের হৃতসর্ব্বস্ব কুসন্তান হইলেও, আমরা অদ্যাপি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি যে, ধন্য আমাদের সেই মহীয়ান ও গরীয়ান অমূল্য জ্ঞানবিজ্ঞানরত্নাকর ভারতবর্ষ! যে সুসভ্যভূমি ভারতের আর্য্য-মহিলা-দেবীরা পদ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করিতে পারিতেন সেই পবিত্র ভারতই ধন্য। ১০৩৬ শকাব্দে সহ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বিজ্জলবিড় নামক গ্রামে ভাস্কর-প্রতিম ভাস্করাচার্য্যনামক এক মহাপ্রভাব মণীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছিলেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অনেক উত্তমোত্তম গ্রন্থরচনা করিয়াছেন। প্রাচীনকালের এই একটি সুন্দর রীতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, পতি বিদ্বান হইলে, পত্নীও বিদুষী হইতেন।

শ্রীমান ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষশাস্ত্রে সাক্ষাৎ ভাস্করদেব ছিলেন, এবং তাঁহার পত্নী লীলাবতী

দেবীও জ্যোতিষে অদ্ভুত পণ্ডিতা ছিলেন। ভাস্করাচার্য্য, পত্নীকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক কোন একটি প্রশ্ন করিলে, তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পত্নী লীলাবতী দেবী পদ্যে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ভাস্করাচার্য্য প্রগাঢ় প্রেমব্যঞ্জক সম্বোধনে পত্নীকে যখন প্রশ্ন করিতেন এবং লীলাবতী দেবী যখন পদ্যে তাহার উত্তর দিতেন, তখন ভাস্করাচার্য্যের হৃদয়ে যে কি এক অপূর্ব্ব অদ্বিতীয় আনন্দ-সাগর উদ্বেলিত হইত তাহা বর্ণনাতীত। এই পরমানন্দের স্মৃতিচিহ্নকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভাস্করাচার্য্য তাঁহার একটি গ্রন্থকে প্রেমময়ী পত্নীর পবিত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের নাম লীলাবতী। জ্যোতিষশাস্ত্রের "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ—

শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী
ত্রিবিক্রমোঽভূত্তনয়োঽস্যজাতঃ।
যোভোজরাজেন কৃতাভিধানঃ
বিদ্যাপতি র্ভাস্করভট্টনামা॥
তস্মাৎ গোবিন্দসর্ব্বজ্ঞঃ জাতোগোবিন্দসন্নিভঃ।
প্রভাকরঃ সুতস্তস্মাৎ প্রভাকরইবা পরঃ॥৩

তস্মান্মনোরথো জাতঃ সতাং পূর্ণমনোরথঃ।
অতো মহেশ্বরাচার্য্য স্ততোজনি কবীশ্বরঃ॥
তৎসূনুঃ কবিবৃন্দবন্দিতপদঃ সদ্বেদবিদ্যালতা
কন্দঃ, কংসরিপুপ্রসাদিতপদঃ সর্ব্বজ্ঞ বিদ্যাসদঃ।
যচ্ছিশ্যৈঃসহ কোপি নোবিবদিতুং দক্ষোবিবাদীক্বচিৎ
শ্রীমান্ ভাস্করকোবিদঃ সমভবৎ সৎকীর্ত্তিপুণ্যান্বিতঃ॥

মহারাষ্ট্র দেশে নাসিকের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে ভাউদাজী বৈদ্যরাজ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত তাম্রফলকে এই কয়েকটি শ্লোক লিখিতছিল। এই শ্লোক গুলির অর্থঃ—

শাণ্ডিল্যগোত্রে ত্রিবিক্রমনামক এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলশাস্ত্রে পণ্ডিতছিলেন বলিয়া "কবিচক্রবর্ত্তী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্রের নাম ভাস্করভট্ট। গুণগ্রাহী ভোজরাজ ইহাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইহাঁকে "বিদ্যাপতি" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ভাস্করভট্টের পুত্রের নাম গোবিন্দ পণ্ডিত। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া "সর্ব্বজ্ঞ" এই উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দসর্ব্বজ্ঞের পুত্রের নাম প্রভাকর। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপাদক সূর্য্যদেবের ন্যায়

প্রভাবশালী পণ্ডিত ছিলেন। প্রভাকর পণ্ডিতের পুত্রের নাম মনোরথপণ্ডিত। ইনি সজ্জনগণের পূর্ণমনোরথস্বরূপ ছিলেন। মনোরথ পণ্ডিতের পুত্রের নাম মহেশ্বরাচার্য্য। মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্রের নাম ভাস্করাচার্য্য। ইহাঁর ন্যায় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত অদ্যাপি কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে নাই। ইনি পণ্ডিতকুলচূড়ামণি ও সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন। সেইজন্য ইনি "কবীশ্বর" এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর শিষ্যবর্গের সহিত এ জগতে কোন ব্যক্তি শাস্ত্রীয় বিচারে জয়ী হইতে পারে নাই। ইঁহার কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীধর আচার্য্য। লক্ষ্মীধর আচার্য্যের পুত্রের নাম চঙ্গদেব আচার্য্য। বঙ্গদেশে অনেকেরই এই ভ্রান্ত সংস্কার আছে যে, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। এমন কি, অনেকে স্ব স্ব রচিত পুস্তকেও একথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা যে সম্পূর্ণ ভুল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লীলাবতী গ্রন্থ পাঠ না করাই এই ভ্রান্তির কারণ। লীলাবতী গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিত না।

লীলাবতী যে, ভাস্করাচার্য্যের পত্নী, তাহা নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে ঃ—

সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং ব্রূহি, ত্রিহীনস্য শতত্রয়স্য।
পঞ্চোত্তরস্যাদ্যযুতস্য বর্গং জানাসিচেদ্বর্গবিধানমার্গম্॥

লীলাবতী॥

এস্থলে ভাস্করাচার্য্য, পত্নী লীলাবতীকে "সখে" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। কন্যাকে কেহ কখন "সখে" বলিয়া সম্বোধন করে না। অন্য একটি প্রমাণ যথা ঃ—

"বালে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি প্রোচ্যতাম্।

লীলাবতী।

অর্থাৎ হে বালে, হে বালকুরঙ্গলোলনয়নে লীলাবতি! তুমি ইহার উত্তর দাও। এস্থলে হে বালে, হে বালমৃগনয়নে! এইরূপ সম্বোধনান্ত পদপ্রয়োগ থাকাতে বুঝা যাইতেছে যে, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের পত্নীই ছিলেন। কন্যাকে কেহ "হে মৃগনয়নে," হে মৃগচকোরাক্ষি! এই বলিয়া সম্বোধন করে না। কেহ কেহ বলেন যে, বালা শব্দের অর্থ বালিকা, সুতরাং ভাস্করাচার্য্য স্বীয় কন্যা লীলা-

বতীকে হে বালে বা বালিকে এইরূপ সম্বোধন করিতেছেন। এইরূপ ধারণা যে ভ্রমসঙ্কুল তাহা নিঃশঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কারণ, সংস্কৃত সাহিত্যে বালা শব্দ যে কেবল মাত্র বালিকাকেই বুঝায় তাহা নহে। সংস্কৃতসাহিত্যে বালা শব্দে কোমলাঙ্গী নবযৌবনা তরুণী বা যুবতীকেও বুঝায়। যথা ঃ—

বাণিজ্যেষু গতস্য মে গৃহপতের্ব্বার্ত্তাপিনশ্রূয়তে
প্রাতস্তজ্জননী প্রসূততনয়া জামাতৃগেহং গতা।
বালাহং নবযৌবনা নিশিকথং স্থাতব্য মস্মদ্গৃহে
সায়ং সম্প্রতিবর্ততে পথিক হে স্থানান্তরে গম্যতাম্।

অর্থাৎ একদা ভ্রমণশ্রান্ত কোন এক পথিক সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া এবং রাত্রি-কালে অপরিচিত পথে ভ্রমণ করা উচিত নয় এই রূপ বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় ও বিশ্রামলাভার্থ অতিথিরূপে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া গৃহস্বামীকে ডাকিতে লাগিলেন। সে বাটিতে একটি বধূ ছাড়া আর কেহই ছিল না। সেই বধূটি পথিককে বলিল যে, আমার গৃহস্বামী

পতি বাণিজ্য করিবার জন্য বিদেশে গমন করিয়াছেন। অদ্যাপি তাঁহার কোন সম্বাদ পাওয়া যায় নাই। তার পর, অদ্য প্রাতঃকালে তাঁহার জননী অর্থাৎ আমার শশ্রূঠাকুরাণী আমার ননদের পুত্র প্রসব হইয়াছে শুনিয়া তাহার শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছেন। সুতরাং বাটীতে আর কেহই নাই। আমি নবযৌবনাবালা একাকিনী মাত্র বাটীতে রহিয়াছি। সুতরাং অদ্য রাত্রে কি প্রকারে আপনি এ বাটীতে থাকিবেন? কোন প্রকারেই আপনার থাকা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় কোন অজ্ঞাত কুলশীল বা জ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে রাত্রে বাটীতে রাখা উচিত নয়। কারণ ইহা সামাজিক ও নৈতিক রীতিবিরুদ্ধ। অতএব হে পথিক, সম্প্রতি সায়ংকাল উপস্থিত হইয়াছে, আপনি স্থানান্তরে গমন করুন। এই গৃহবধূ বোধ হয় বোম্বাই মান্দ্রাজ অঞ্চলের অধিবাসিনী ছিলেন। নতুবা তিনি নবযৌবনা বালা বধূ হইয়া একটি পথিকের সহিত কথা কহিলেন কি প্রকারে? দক্ষিণ অঞ্চলের যুবতী মহিলারা শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতি গুরুজন এবং সাধারণের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবতীও হয়েন না, এবং কথা

কহিতে লজ্জা বোধ করেন না। কারণ ইহা তদ্দে-
শের রীতি। কিন্তু বঙ্গদেশে কিম্বা উত্তর পশ্চিম
অঞ্চলে এইরূপ রীতি নাই। "যস্মিন্‌দেশে যদা-
চারঃ"। যে দেশের যে আচার সে দেশের তাহাই
ভাল। এই শ্লোকে বালাশব্দে ক্ষুদ্র বালিকা
বুঝাইতেছে না, কারণ, বালাশব্দের পরই নব-
যৌবনা এই পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব
বালা শব্দের অর্থ যে কেবলমাত্র ক্ষুদ্র বালিকা, তাহা
নহে। আর তাছাড়া, একটি বালিকা যে, গণিতের
কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিবে ইহাও কি সম্ভবিতে
পারে? সংস্কৃত সাহিত্যে বালাশব্দে ক্ষুদ্র বালিকা-
কেই মাত্র বুঝায় না, কিন্তু নবযৌবনা তরুণীকে
বুঝায় যথা ঃ—বালামবালেন্দুমুখীং বভাষে। রঘু-
বংশ। ষষ্ঠ সর্গ। অর্থাৎ ইন্দুমতীর বিবাহসময়ে
স্বয়ম্বর সভায় নৃপতিগণ স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট
ছিলেন। সেই সময়ে ভোজরাজের অন্তঃপুররক্ষিকা
এবং রাজগণের বংশচরিত্রাভিজ্ঞা ইতিহাসপণ্ডিতা
বিদুষী সুনন্দা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা বালা ইন্দুমতীকে
কলিঙ্গরাজ সমীপে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কলিঙ্গ-
রাজের বংশচরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই

শ্লোকে ইন্দুমতীকে বালাশব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে। এখানে বালাশব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বালিকাও নহে, কন্যাও নহে। কারণ তখন বালিকার বরের জন্য স্বয়ম্বরসভা অধিবেশিত হইত না। ক্ষত্রিয়-রাজকন্যা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই স্বয়ম্বরসভায় বরের বংশ চরিত্রের উত্তম পরিচয় পাইয়া বর বাছিয়া লইতেন। যদি কেহ বলেন ইন্দুমতী বালা অর্থাৎ বালিকাই ছিলেন তাহাও হইতে পারে না! কারণ উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ সর্গে আর একটি শ্লোকে সুনন্দা ইন্দুমতীকে বলিতেছেন ঃ—নির্বিশ্যতাং সুন্দরি! যৌবনশ্রীঃ। অর্থাৎ হে সুন্দরি তুমি যৌবনশ্রী ভোগ কর। অন্যত্রাপি এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা ঃ—"দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে কমলায়তলোচনে"। অর্থাৎ হে কমলায়তলোচনে বালে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এস্থলে পতি, ক্রুদ্ধা নবযৌবনা পত্নীকে "বালে" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছেন। এস্থলে পিতা, কন্যাকে "বালে" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন না। সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অতএব "বালে

বালকুরঙ্গলোলনয়নে" এই শ্লোকে বালে এই পদ দেখিয়া লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া স্থির করা কখনই সঙ্গত নয়! আর বালাশব্দের অর্থ বালিকা হইলেও কন্যারূপ, অর্থ হইতেই পারে না। বালাশব্দ কন্যা শব্দের পর্য্যায়ান্তর্গত নয়। ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ যিনি যত প্রকার কুতর্ক উত্থাপন করুন না কেন, তাহাতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কারণ লীলাবতী গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটি অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিবে। শ্লোকটি যথা :—

অলিকুলদলমূলং মালতীং যাতমষ্টৌ
নিখিলনবমভাগাশ্চালিনী ভৃঙ্গমেকম্।
নিশি পরিমললুব্ধং পদ্মমধ্যে নিরুদ্ধং
প্রতিরণতি রণন্তং ব্রূহিকান্তেলিসংখ্যাম্॥

লীলাবতী॥

অর্থাৎ হে কান্তে! তাহা হইলে সমস্ত ভ্রমরের সংখ্যা কত হইল বল?

এই শ্লোকে ভাস্করাচার্য্য, লীলাবতীকে হে কান্তে! বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যাঁহারা লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া মনে

করেন, তাঁহারা লীলাবতী গ্রন্থখানি খুলিয়া এই শ্লোকটি যেন পাঠ করেন। তাহা হইলেই তাঁহাদের ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে।

আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া লীলাবতীকে ভাস্করাচার্য্যের কন্যা বলিয়া স্থির করা কখনই উচিত নয়। বারানসীস্থ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূত পূর্ব্ব জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত প্রাতঃস্মরণীয় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিৎ পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺বাপুদেব শাস্ত্রী সি, আই, ই, মহোদয় বলিতেন "তোমাদের বঙ্গদেশে লীলাবতী গ্রন্থ কি অধীত হয় না? আমার বোধ হয় বঙ্গে লীলাবতীর পঠনপাঠনপদ্ধতি নাই। কারণ, অনেক বাঙ্গালীর ঐই ভুল সংস্কার যে, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা ছিলেন!! কন্যা হইলে, ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে "কান্তে"! বলিয়া সম্বোধন করিবেন কেন? লীলাবতী গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই ভাস্করাচার্য্য, প্রিয়তমা পত্নী লীলাবতীকে আন্তরিক প্রেমব্যঞ্জক নানাবিধ সুললিত সম্বোধনান্তপদ প্রয়োগপূর্ব্বক প্রশ্ন করিয়াছেন এবং লীলাবতী দেবী পদ্যে ঐ সকল প্রশ্নের নির্দ্দোষ উত্তর দান করিয়াছেন।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে পতি ও পত্নীর এইরূপ শাস্ত্র চর্চ্চার কথা পাঠ করিলেও শরীর পুলকিত হয়। সেকালের পতি যাজ্ঞবল্ক্য, পত্নী মৈত্রেয়ীকে দার্শনিকতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। অগস্ত্য মুনি, লোপামুদ্রাকে পতিব্রতাধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন। বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শাস্ত্র এবং সতী ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। ভাস্করাচার্য্য লীলাবতীকে কঠিন জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, কুমারী গার্গীকে তাঁহার পিতা বচক্নু ঋষি জ্ঞান-বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, আর একালের পতি, পিতা এবং ভ্রাতা, তাঁহাদের পত্নী, কন্যা এবং ভগিনীদিগকে ঐতিহাসিককথাবিহীন কুরুচিকর নাটক নভেল ও "বাজে গল্প"সম্বলিত উপন্যাস পড়াইবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন, ইহাতে সমাজের যে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তাহা তাঁহারা একবার ভাবিয়া ও দেখেন না। ইহা বড়ই ঘৃণা ও লজ্জার কথা! ভগবান পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন আধুনিক ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক পুরাকালের সুনীতি ও সুরীতি পুনরায় অনুসৃত হয়। যে শিক্ষাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সুসাধিত হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত

শিক্ষা। যাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, স্ত্রীলোক জ্ঞান বিজ্ঞান ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র বুঝিতে পারে না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মহিলাদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্ত্রীলোক আমাদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। তাঁহারা তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগকে প্রকৃত সুশিক্ষা দিতে জানেন না ও পারেন না, সেই জন্য তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নানাবিধ ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন।

## বৈজয়ন্তী।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালী পাড়া গ্রামে শুনক বংশে কৃষ্ণনাথ সর্ব্বভৌম নামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তিনি একজন প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতাগুলি কালিদাসের কবিতার ন্যায় সরল মধুর ও হৃদয় গ্রাহী। "আনন্দ লতিকা" নামক তাঁহার এক খানি চম্পূ কাব্য কোটালী পাড়ার শুনকবংশের খ্যাতি প্রতিপত্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৫৭৪ শকাব্দে এই কাব্যখানি রচিত হইয়া

ছিল। কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের সহধর্ম্মিনী শ্রীমতী বৈজয়ন্তী দেবী "আনন্দলতিকা"র অর্দ্ধাংশ রচনা করিয়াছিলেন। বৈজয়ন্তী দেবী, ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার পুরাণও ন্যায়াদি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় বিদুষী ছিলেন। কৃষ্ণনাথ সর্ব্বভৌম, বৈজয়ন্তী দেবীর সাহায্যে এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থেই লিখিত আছে "আনন্দলতিকা গ্রন্থো যেনা কারি স্ত্রিয়া সহ"। অর্থাৎ যিনি স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আনন্দলতিকানামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন। এই কাব্যের কোন্ কোন্ অংশ কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাহার কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে স্বামীও স্ত্রীর কবিতা রচনার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। বৈজয়ন্তী দেবী যে সময়ে পিত্রালয়ে ছিলেন, সেই সময়ে তিনি স্বামীর প্রথম পত্র পইয়া সংস্কৃত পদ্যে সেই পত্রের উত্তর লিখিয়া স্বামিসকাশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার স্বামী ও সংস্কৃত পদ্যে ঐ পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া বৈজয়ন্তীসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দুইটি কবিতা দেখিয়া স্বামী ও স্ত্রীর রচনার পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়।

সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে পদ্মানদী-তীরস্থিত ধানুকাগ্রামে কৃষ্ণাত্রেয়গোত্রীয় ময়ূরভট্ট-বংশ সম্ভুত এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঔরসে বৈজয়ন্তী জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বহু ছাত্রকে অন্ন-বস্ত্র দান করিয়া নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। শৈশবে বৈজয়ন্তীর মেধাও স্মৃতি শক্তি এতই প্রবল ছিল যে, তাঁহার পিতা যখন টোলে ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, তখন পিতৃ মুখ হইতে তিনি যাহা যাহা শুনিতেন, পরদিন ঠিক সেই কথাগুলি অবিকল বলিতে পারিতেন। তাঁহার পিতা যখন টোলে পড়াইতে বসিতেন, তখন তিনি ও অতি আগ্রহের সহিত পিতৃ-অধ্যাপনা শুনিবার জন্য প্রতিদিনই টোলে গিয়া বসিতেন। তাঁহার ঈদৃশ শিক্ষানুরাগ, মেধা, ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে বৈজয়ন্তী ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ অভিধান গণ ভট্টি, রঘুবংশ, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ এবং নৈষধ প্রভৃতি কাব্য পাঠ শেষ করিলেন।

কিন্তু কাব্যপাঠমাত্রে পরিতৃপ্ত না হইয়া পিতার নিকট সর্ব্বশাস্ত্রের বোধক ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ন্যায় শাস্ত্র আলোচনা বিষয়ে একটি শ্লোক আছে যে "ক্ষণাদূর্দ্ধ্বমতার্কিকঃ।" অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র এমনই কঠিন জিনিষ যে একক্ষণ ন্যায় চিন্তা বাদ দিলে লোকে ন্যায় শাস্ত্র ভুলিয়া যায়, সুতরাং প্রতিক্ষণে চিন্তা-বিহীন লোক তার্কিক হইতে পারে না। সর্ব্বদা চিন্তা না করিলে ন্যায়বিদ্যাদেবী প্রসন্না হয়েন না। বৈজয়ন্তী বিবাহের পর পিতৃগৃহে অবস্থান কালে গৃহকর্ম্মে সদা ব্যাপৃত থাকিয়াও সর্ব্বক্ষণ ন্যায় বিদ্যা দেবীকে হৃদয়ে আরাধনা করিতেন। তাঁহার ঈদৃশী কঠোর অধ্যয়ন তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ন্যায়-বিদ্যাদেবী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া ছিলেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্রে অসাধারণ বিদুষী হইয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা তাহাঁকে ধন-মান-জ্ঞান-কুল-শীল-সম্পন্ন যোগ্যপাত্রেই অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি বিদ্যাবিনয়সম্পন্না হইলেও রূপবতী ছিলেন না এবং পতির বংশমর্য্যাদা অপেক্ষা তাঁহার পিতৃবংশমর্য্যাদা কিঞ্চিৎ ন্যূন ছিল

বলিয়া তিনি, রূপাভিলাষী ও আভিজাত্যাভিমানী পতির কুটিল দৃষ্টিতে পড়িয়া যৌবনের কিছুকাল অশান্তিতে যাপন করিয়াছিলেন। তিনি স্বামি-বিরহে নিতান্ত কাতরা হইয়া স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য অনুষ্টুপ ছন্দে স্বীয় দুরবস্থাজ্ঞাপক একটি শ্লোক রচনা করিয়া স্বামি-সকাশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটি পাঠ করিলেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্লোকটি এইঃ—

> জিতধূমসমূহায় জিতব্যজনবায়বে।
> মশকায় ময়া কায়ঃ সায় মারভ্য দীয়তে॥

অর্থাৎ হে স্বামিন, কঠোর কষ্টের কথা আর কি জানাইব? সামান্য মশারির অভাবে দুর্জয় মশক সমূহ, প্রচুর ধূম ও ব্যজন-বায়ু দ্বারা নিবারিত না হইয়া সায়ংকাল হইতেই আমাকে দংশন করিতেছে। অর্থাৎ আমি আপনার বিরহ-দুঃখে কাতর ও বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হইয়া শয্যা বালিশ ও মশারি প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়াছি।

আপনার সেবায় সমার্পিত এই মদীয় শরীর,

দুর্ব্বিনীত দুর্দ্দম্য ক্ষুদ্র নীচাশয় নররক্তপিপাসু মশকগণ-কর্ত্তৃক অন্যায়ভাবে রাত্রে আক্রান্ত হইতেছে। তাহারা কোনরূপ শাসন মানিতেছেনা। অন্যের অধিকৃত বস্তুকে তাহারা অন্যায়-রূপে অধিকার করিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। আপনার বিরহে আমার বাহ্য শরীর, মশক দংশন-জ্বালায় যেরূপ ব্যথিত হইতেছে, তদ্রূপ আমার অন্তঃকরণও আপনার বিরহে দারুণ ব্যথায় জর্জ্জরিত হইতেছে। এই শ্লোক ছাড়া নানাবিধ সুললিত ছন্দোবন্ধে রচিত সরল হৃদয়গ্রাহী অনেক শ্লোক স্বামি-সকাশে প্রেরিত হইলে পর, কৃষ্ণনাথ সর্ব্বভৌম, পত্নীর গুণগ্রাম পাণ্ডিত্য ও প্রগাঢ় স্বামিভক্তি অবগত হইয়া স্বীয় অভিমান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং বহুদিন পত্নীর প্রতি উপেক্ষাভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া প্রথমে সাদর সম্ভাষণ জানাইতে মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রেমতরঙ্গিনী, অভিমান-সৈকত-বন্ধন ভেদ করিয়া ক্রমেই উচ্ছ্বাসিত হইতে লাগিল। তিনি মহাসমাদরের সহিত পত্নীকে প্রেমপূর্ণ এক খানি পত্র প্রেরণ করিলেন। বৈজয়ন্তী, কৃষ্ণনাথের

অমৃতময়ী প্রেমপত্রিকা পাইয়া হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিতাগ্নি কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইলেন এবং সৌজন্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য, ও ব্যঙ্গ সহকারে ঐ পত্রের উত্তর স্বরূপ এই কবিতাটি স্বামি-সমীপে লিখিয়া পাঠাইলেন।

পুন্নাগ চম্পক, লবঙ্গ সরোজ মল্লি
মাকন্দ যূথিরসিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎকুন্দবৃন্দকুটজেষপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ব মেতৎ॥

অর্থাৎ হে মধুকর, নাগকেসর, চম্পক লবঙ্গ পদ্ম চূতমঞ্জরী জুঁই প্রভৃতি সরস সুরভি পুষ্পের মধুপানে আসক্ত থাকাই আপনার পক্ষে সম্ভব। এই সকল উত্তম পুষ্পের মধুপান-সম্ভাবনা থাকিতেও, আপনি যে আজ এই সামান্য কুন্দ কুড়চি আকন্দ পুষ্পের মধুপানে অভিলাষী হইয়াছেন, ইহাতে আপনার মত মহৎ ব্যক্তির মহত্বই প্রকটিত হইয়াছে। বৈজয়ন্তীর প্রেরিত এই কবিতাটি পাঠ করিয়া কৃষ্ণনাথ উত্তর স্বরূপ এই শ্লোকটি লিখিয়া পত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।—

যামিনীবিরহদূন মানসঃ
ত্যক্ত কুট্মলিত ভূরিভূরুহঃ।
বিন্দু বিন্দু মকরন্দ লোলুপঃ
পদ্মিনীং মধুপ এব যাচতে॥

অর্থাৎ পদ্মিনী, সূর্য্য কিরণ-সম্পর্কে দিবাভাগেই প্রস্ফুটিত অবস্থায় শোভা পাইয়া থাকে, কিন্তু সূর্য্য অস্তমিত হইলেই মুদিত হইয়া যায়। এইরূপে পদ্মিনী মুদ্রিত হইয়া গেলে পরে ভ্রমরের মধুপানে বড়ই ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। আবার পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে পর, পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরের পুনরায় মধুপান ঘটিয়া থাকে। সুতরাং রাত্রিকালে ভ্রমর, পদ্মিনীবিয়োগে কাতর হইলেও নিশাবসানে মুকুলিত পুষ্পসমূহ ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলিনীর বিন্দু বিন্দু মধুপানেই আসক্ত হইয়া থাকে।

নানাবিধ পুষ্প সত্ত্বেও কমলিনী ছাড়া ভ্রমরের গত্যন্তর নাই। ভাবার্থ এই যে, এতাবৎকাল আপনার বিয়োগে কাতর হইয়া আমি ঘোর কাল-রাত্রি যাপন করিতেছিলাম। এক্ষণে বিয়োগনিশার অবসান হইয়াছে। সুতরাং আপনি ছাড়া এ

পৃথিবীতে আমার অন্য কেহ আশ্রয়নীয় হইতেই পারেনা। এক্ষণ প্রতিবন্ধক অপসৃত হওয়ায় আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন। এই কবিতাটি পাঠ করিয়া কৃষ্ণনাথের হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। ঈদৃশী বিদুষী গুণবতী ভার্য্যা শ্বেতাঙ্গী না হইলেও বহু শ্বেতাঙ্গী রূপবতী অপেক্ষা অধিকতম সমাদরও প্রেমের পাত্রী, এইরূপ বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া শ্বশুরের নিমন্ত্রণ পত্র ও আহ্বান ব্যতিরেকেই তিনি, শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন, এবং পরদিন বৈজয়ন্তীকে স্বগৃহে লইয়া আসিলেন। বহুদিন পরে সতী, পতির সম্ভাষণেও সমাদরে ধন্য হইলেন এবং পরমসুখে স্বামিগৃহে স্বামীর সহিত বাস করিতে লাগিলেন। বৈজয়ন্তী স্বামিগৃহে আসিয়া বিদ্বান স্বামীর নিকট সমগ্র দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়া অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পূর্ব্বে পিতার নিকটে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে অন্যান্য দর্শন পাঠকালে তাঁহার বেশি ক্লেশ বোধ হয় নাই। কারণ, ইংরাজী বা সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র পাঠের জন্য ন্যায় শাস্ত্রের জ্ঞান, বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া

থাকে। সেই জন্য লোকে ন্যায় শাস্ত্রকে "শাস্ত্রের শাস্ত্র" কহে। ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিলে অন্যান্য শাস্ত্রের যুক্তি তর্ক দোষ গুণ ও সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে জানিতে পারা যায়। বৈজয়ন্তী, ন্যায়শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্না ছিলেন বলিয়া অন্যান্য দর্শন শাস্ত্র সহজেই বুঝিতে পারিয়া ছিলেন। একদিন সায়ংকালে কৃষ্ণনাথ সর্ব্বভৌম সায়ং সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপন করিয়া তালপত্র লেখনী ও মস্যাধার লইয়া "আনন্দ লতিকা"র শ্লোক রচনা করিতে বসিলেন। লিখিতে লিখিতে, অনেক রাত্রি হইয়া পড়িল। বৈজয়ন্তী দেখিলেন তখনও তাঁহার লেখনী চলিতেছে। বৈজয়ন্তী নিকটে আসিয়া বলিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কি লিখিতেছেন? এত রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া কি বর্ণনা করিতেছেন? সর্ব্বভৌম উত্তর করিলেন আজ নায়িকাবর্ণনা প্রায় শেষ করিলাম। বৈজয়ন্তী হাসিয়া বলিলেন—একটা সামান্য মেয়ে মানুষের রূপ বর্ণনায় কি এত সময় লাগে? দেখুন, আমি এক শ্লোকে আপনার নায়িকার রূপবর্ণনা করিয়া দিতেছি এই বলিয়া "আনন্দ লতিকা"র একটি উত্তম শ্লো

রচনা করিয়া স্বামীর অসীম সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে গেলেই প্রায়ই সাধারণের কঠিন কটমট শব্দ ব্যবহৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন অসাধারণগুণালঙ্কৃত মহাকবি, তাঁহারাই সরল মধুর ও উত্তমোত্তম শব্দবিন্যাসপূর্ণ সুচারু অর্থ-বিশিষ্ট মনোহারী শ্লোক রচনা করিতে পারেন। কবিতারচনা সময়ে, তাঁহাদিগকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হয় না, কিম্বা ক্রমাগত অভিধান পুস্তক খুলিতে হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন। লোকের প্রীতিউৎপাদনের জন্যই কবিতা রচনা করেন, মাথায় "ধাঁদা" লাগাইবার জন্য শ্লোক রচনা করেন না। "ধাঁদা লাগান" কবিতা রচনায় কোনরূপ "বাহাদুরী" নাই। মহাকবিদিগের কবিতায় প্রায়ই ওজঃ প্রাসাদ মাধুর্য্য গুণ পরিলক্ষিত হয়। বৈজয়ন্তীর কবিতাগুলি, যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই চমৎকার ভাবসমন্বিত। তাঁহার কবিতায় আরো বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার কবিতা অনুপ্রাস অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। যথাঃ—

মশকায় ময়া কায়ঃ সায় মারভ্যদীয়তে।

এস্থলে কায়, কায়ঃ, সায় এইরূপ অনুপ্রাস অলঙ্কার থাকাতে কবির উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈজয়ন্তী পূর্ব্বে পিতৃগৃহে যখন স্বামি-বিরহ-যাতনায় ঘোর অশান্তি অনুভব করিতেন, তখন তিনি শান্তিলাভার্থ পরমেশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। বিধিপূর্ব্বক স্তব জপ পূজা করিবার জন্য তিনি পিতৃসমীপে দীক্ষা লইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহার বলবতী দীক্ষাগ্রহণবাসনা দেখিয়া তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর বৈজয়ন্তী সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি স্বীয় ইষ্টদেবতার স্তব রচনা করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকগুলিতে তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনেক কবিতা তদ্দেশবাসীর শ্রুতি মাত্রেই অবস্থিতি করিতেছে। ঈদৃশী বিদুষী নারী ভারতবর্ষে যে, কত জন্মিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দগ্ধভাগ্য ভারতে জীবনচরিত-সংকলন-রীতি বিলুপ্ত হওয়াতে এবং আলস্য ঔদাস্য ও শৈথিল্যের মাত্রাটা কিছু বেশি রকম বৃদ্ধি পাওয়াতেই ভূতপূর্ব্ব সুজলা সুফলা শস্য-

শ্যামলা ভারতভূমির ইতিহাস-ক্ষেত্রটি অনুর্ব্বর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্বামীর শিক্ষার অভাবেই স্ত্রীশিক্ষার দিন দিন দুর্গতি ও অবনতি ঘটিতেছে। ভার্য্যা যদি বিদ্বান স্বামীর নিকটে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ও পরমেশ্বর তত্ত্ব শাস্ত্র শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্র কন্যা-রাও সুশিক্ষিত হইতে পারেন। পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্যই মাতার শিক্ষা প্রয়োজনীয়। মাতার নিকটে পুত্র কন্যারা যেমন নির্ভয়ে আমোদে সুচারুরূপে শিক্ষা করিতে পারে, পিতার নিকটে তদ্রূপ পারে না। পতির নিকটেই পত্নীর শিক্ষা পাওয়া উচিত। পতি যদি নিজেই শিক্ষিত না হন; তাহা হইলে তিনি পত্নীকে আর কি শিখাইবেন? এই জন্য শাস্ত্রে বিদ্বান পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য অমূল্য শাসন বাক্য সকল লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালের স্বামী কাশ্যপ বিদ্বান ছিলেন, তাঁহার পত্নী অদিতিও মহা বিদুষী ছিলেন। স্বামী মহর্ষি অগস্ত্য মহা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পত্নী লোপামুদ্রাও তদ্রূপ বিদুষী ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞ-বল্ক্য জ্ঞানিকুলশিরোমণি ছিলেন, তাঁহার পত্নী

মৈত্রেয়ী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। মহর্ষি বসিষ্ঠ মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পত্নী অরুন্ধতীও কেবল মাত্র যে নির্ব্বাণ তত্ত্ব শাস্ত্রে জ্ঞানাপন্না ছিলেন তাহাই নহে কিন্তু রন্ধন শাস্ত্রেও বিচক্ষণা ছিলেন। এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রে হরপার্ব্বতী সম্বাদেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পার্ব্বতী কোন একটা বিষয় অবলম্বন করিয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহাদেবের সিদ্ধান্ত বাক্য দ্বারা স্বীয় সন্দেহ নিরাস করিতেছেন, মহাদেবের নিকট শাস্ত্রোপদেশ পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইতেছেন। মনুষ্য লোকের কথা আর কি বলিব। সাক্ষাৎ ভগবতী পরমেশ্বরী পার্ব্বতীকেও স্বামী শিবের নিকটে শিক্ষালাভ করিতে হইয়াছে। স্নান আহার নিদ্রা যেমন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্রূপ শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পদার্থ। দেবতারাও যখন শিক্ষাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন, তখন ভ্রান্ত পাপী, অধম মনুষ্য জাতির স্ত্রী ও পুরুষ, স্নান ও আহারাদির ন্যায় শিক্ষাকে যেন বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। সুশিক্ষা কেবলমাত্র উপার্জ্জনের উপায় নহে, সুশিক্ষা, ধর্ম্মজীবন ও নীতি জীবন সংগঠনের একমাত্র উপায়।

পুরুষ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ যশস্করী ও অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের শিল্প বিদ্যা ছাড়া অন্য অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার কোন প্রয়োজনই নাই। ভারত মহিলা, ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র ও পারত্রিক তত্ত্বশাস্ত্র শিক্ষা করিলেই কৃতকৃত্য হইতে পারেন। সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পুরুষ, উকীল হইতে পারে, ডাক্তার হইতে পারে, ইঞ্জিনীয়ার হইতে পারে, হাকিম হইতে পারে, জমীদারী করিতে পারে, মহাজনী করিতে পারে, ব্যবসায়ী হইতে পারে, বিদ্যালয়ের মাষ্টার এবং পণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু ভারতের গৃহ দেবতা লজ্জাশীলা কুলমহিলা গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া গৃহকৃত্য এবং মৃতপ্রায় সংস্কৃত ভাষা যাহাতে শিখিতে পারেন, তদ্বিষয়ে হিন্দুমাত্রেরই মনোযোগী হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি স্বামীরা লীলাবতী প্রভৃতি পত্নীদিগকে যেমন শিক্ষা দিতেন, তদ্রূপ ইদানীন্তন স্বামীরাও তাঁহাদের পত্নীদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পারেন। ইদানীং পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংস্কৃত শিক্ষা করাই বিশেষ উচিত। পুরুষের কেবল মাত্র সংস্কৃত

শিক্ষা করিলেই চলিবেনা, অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে পুরুষের সাংসারিক নানা অভাব ঘুচিবে না। সুতরাং পুরুষদিদেগকে, অর্থকরী বিদ্যা ও শিখিতে হইবে। অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে হইলেই তাহাতে সবিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অর্থকরী বিদ্যার উন্নতির জন্য সবিশেষ মনোযোগ করিলেই সংস্কৃত শিক্ষার অবনতি ঘটিবেই। সেই জন্য সংস্কৃতশিক্ষা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। ইদানীং সংস্কৃতভাষার অপর নাম হইয়াছে "মৃতভাষা"। কোন কোন প্রাচীন সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, ইহা এখনও মরে নাই তবে মুমুর্ষু বটে। চেষ্টারূপ মৃতসঞ্জীবনী-ঔষধ প্রয়োগ করিলে ইহা বাঁচিতে পারে। গৃহকৃত্য ছাড়া স্ত্রীলোকের যখন অন্য কোন কার্য্য করিবার প্রয়োজনই নাই, তখন স্ত্রীলোক, গল্প, নিন্দাবাদ, তাসক্রীড়া, ও বাজে নাটক নভেল উপন্যাস-পাঠে বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া যদি সংস্কৃত শিক্ষা করে, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষার মৃত্যুটি ঘটে না। ইহা আরও কিছুকাল বাঁচিতে পারে।

সংস্কৃত শিক্ষাদ্বারা মনোমত অর্থোপার্জ্জন হয়

না, সুতরাং যাহাদের অর্থোপার্জ্জন করিবার কোন প্রয়োজন নাই তাহাদেরই সংস্কৃত শিক্ষা করা উচিত। ভারতের আর্য্য জাতিয় কুলমহিলা দিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় না, অতএব তাঁহারা যদি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষার সমূল উচ্ছেদ হয় না। সংস্কৃত ভাষার মত উত্তম ভাষা পৃথিবীর মধ্যে কুত্রাপি নাই। এ ভাষায় যেরূপ বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইবে, সেই রসের উপযোগী শব্দ পাওয়া যাইবে। বীররসবর্ণনা করিতে যদি ইচ্ছা হয়, বীররসোপযোগী ভীম কটমট কঠোর "দুদ্দাড়" শব্দ পাওয়া যাইবে, করুণরস বর্ণনা করিতে যদি ইচ্ছা হয়, করুণরসোপযোগী সরল স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসময় প্রাণের অন্তরের শব্দ পাওয়া যাইবে। সংস্কৃত ভাষা, শব্দের সমুদ্র। সংস্কৃত ভাষা বড় কঠিন ইহা ভুল কথা। বাঙ্গালী হিন্দুস্থনী ও মহারাষ্ট্রীর পক্ষে সংস্কৃত অতি সরল। কারণ, বঙ্গভাষা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও হিন্দি ভাষা প্রায় সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ। মহাকুলকুলীন আর্য্য আচার্য্য দিগের সন্তান হইয়া আমরা স্বদেশের এই ভাষাকে অবহেলা করিতেছি আর বিদেশী জর্ম্মন রুষিয়ান্ ও ইংরাজ এই

ভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য স্ব স্ব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে কত উচ্চ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করিতেছেন!! ইংরাজ, ভারতে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া এই ভাষায় পুরাতন জীর্ণ মহামূল্য অপ্রাপ্য পুস্তক রাশি অতিব্যয় ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। আর আমরা দারুময়ী প্রতিমার ন্যায় "ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে" চাহিয়া থাকি!! আর ঐ সকল অপ্রাপ্য পুস্তক রাশির সংরক্ষণার্থ ইংরাজ, যে সকল বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাদের উচ্চ স্তম্ভগুলি গণনা করিয়া থাকি!!

## প্রিয়ম্বদা।

প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া গ্রামে প্রিয়ম্বদানাম্নী এক প্রতিভান্বিতা বিদুষী ব্রাহ্মণমহিলা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শিবরাম সার্ব্বভৌম। ইনি শুনক গোত্রীয় হরিহর তর্ক পঞ্চাননের পৌত্র। প্রিয়ম্বদার স্বামীর নাম পণ্ডিত রঘুনাথ মিশ্র।

প্রিয়ম্বদার পিতা শিবরাম সার্ব্বভৌম অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি তদানীং ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হওয়াতে নানা দিগ্‌দেশবাসী ছাত্রগণ তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিতে আসিত। তাঁহার একটি কন্যা ও একটি পুত্র ছিল। পুত্রের নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। কন্যা প্রিয়ম্বদা শিবরামের প্রথম সন্তান, সুতরাং প্রিয়ম্বদা তাঁহার অতিশয় স্নেহ ও আদরের পাত্রী ছিলেন। শিবরাম যখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেন, তখন বালিকা প্রিয়ম্বদা পিতার নিকটে বসিয়া পাঠ শুনিতেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রখরা ছিল, সেই জন্য তিনি যাহা যাহা শুনিতেন, রাত্রে পিতাকে সেই সকল পাঠ অবিকল শুনাইতেন। পিতা, কন্যার ঈদৃশী অদ্ভুত মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কিন্তু তখনও তিনি কন্যাকে শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য সবিশেষ মনোযোগী হয়েন নাই। তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, গৃহকৃত্য-শিক্ষাই স্ত্রীলোকের চরম শিক্ষা। বঙ্গের অনেক পণ্ডিতেরই এইরূপ ধারণা ছিল। একদিন শিবরাম সার্ব্বভৌম হেমাদ্রি গ্রন্থের

একটি শ্লোক খুঁজিতে খুঁজিতে এই শ্লোক দুইটি দেখিতে পাইলেন।

কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ।
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি॥
ততোবরায় বিদুষে দেয়া কন্যা মনীষিভিঃ।
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদাম্ অজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নো দ্বাহয়েৎ পিতা কন্যাম্ অজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

অর্থাৎ কুমারী কন্যাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিবে। যে কন্যা ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্রে বিদ্যা-লাভ করিতে পারে, সে, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের কল্যাণদায়িনী হইতে পারে। কন্যা যখন ধর্ম্ম শাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইবে, তখন তাহাকে এক কুলশীলসম্পন্ন বিদ্বান পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিবে। যে কন্যা, ভাবী পতির মর্য্যাদা শিক্ষা করে নাই, যে কন্যা, ভাবী পতির সেবাতত্ত্ব-শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা করে নাই, পিতা ঈদৃশী অশিক্ষিতা কন্যার বিবাহ যেন কখনও না দেন। শিবরাম সার্ব্বভৌম ধর্ম্মশাস্ত্রে এবম্বিধ শাসনবাক্য লিখিত আছে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ভ্রান্ত সংস্কার

ত্যাগ করিলেন। এবং প্রিয়ম্বদার বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইলেন। একটি শুভদিন দেখিয়া প্রিয়ম্বদার বিদ্যারম্ভ করাইলেন। প্রিয়ম্বদার অক্ষর পরিচয়ের পরই তাঁহাকে ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রিয়ম্বদা ব্যাকরণে বুৎপত্তি লাভ করিলেন। কন্যার ঈদৃশী মেধা ও বোধশক্তি দেখিয়া পিতার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন আমার কন্যা সরস্বতী, মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে মাত্র। শিবরাম বিশেষ মনোযোগের সহিত কন্যাকে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ব্যাকরণপাঠসমাপ্তির পর তিনি প্রিয়ম্বদাকে সাহিত্য পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যে প্রিয়ম্বদা সমগ্র সাহিত্য শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। বঙ্গদেশের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ নানা শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধভাবে অনর্গল কথা কহিতে পারেন না। বঙ্গদেশের পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনর্গল সংস্কৃতকথনশক্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু বালিকা প্রিয়ম্বদা বঙ্গ ভাষার ন্যায় সংস্কৃত

ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন। শিবরাম ও তাঁহার টোলের বুদ্ধিমান ছাত্রগণ প্রিয়ম্বদার ঈদৃশী সংস্কৃতকথনশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। তৎকালে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই বলিয়া ছাত্র-গণ পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া পড়িত। প্রিয়ম্বদা নিজ পাঠ্য পুস্তকগুলি স্বহস্তে লিখিয়া পড়িয়াছিলেন। পাঠ্যপুস্তক লিখিতে লিখিতে তাঁহার হস্তাক্ষর উৎকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিলে স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষর বলিয়া বোধ হইত না। তিনি স্বহস্তে অনেক পুস্তক লিখিয়া ছিলেন। সাহিত্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্লোক রচনা-ভ্যাস করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শ্লোকরচনাশক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে বলিলেন মা, তুমি, আমার গৃহ প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা গোবিন্দদেবের বর্ণনা করিয়া একটি শ্লোক আমাকে শুনাও। প্রিয়ম্বদা গোবিন্দ দেবকে প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি রচনা করিয়া পিতাকে শুনাইলেন ঃ—

কালিন্দীপুলিনেষু কেলিকলনং কংসাদিদৈত্য-

দ্বিষম্, গোপালীভি রভিষ্টুতং ব্রজবধূনেত্রোৎপলৈ রর্চ্চিতম্। বর্হালঙ্কৃতমস্তকং সুললিতৈরঙ্গে স্ত্রিভঙ্গংভজে, গোবিন্দং ব্রজসুন্দরং ভবহরং বংশীধরং শ্যামলম্ ॥

অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনে নানাবিধ বাল্য-ক্রীড়া করিয়াছিলেন। যাঁহার হস্তে কংসাদি-দৈত্যগণ নিহত হইয়াছে, যিনি গোপাঙ্গনাগণের নয়নোৎপলরাজি দ্বারা অভ্যর্চ্চিত হয়েন, যাঁহার চূড়া ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সমলঙ্কৃত, এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি শ্যামল, সেই ভবভয়হারী ব্রজসুন্দর মনো-হর ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি গোবিন্দদেবকে আমি বন্দনা করি। কন্যার রচিত এই সরল প্রাঞ্জল মধুর শ্লোকটী শ্রবণ করিয়া ভক্তপিতার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। শিবরাম সার্ব্ব-ভৌম এই শ্লোকটি শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন, মা তুমি সাক্ষাৎ সরস্বতী। আমি পূর্ব্বজন্মের বহু পুণ্যবলে তোমাকে পাইয়াছি। আমার পূর্ব্বজন্মের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তুমি মানবীরূপে আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আজ আমি ধন্য হইলাম। আমার জন্ম সফল

হইল, আমার তপস্যা সফল হইল। তুমি সামান্য মেয়ে নও মা। এরূপ সরল প্রাঞ্জল শ্লোক আমিও রচনা করিতে পারি না।" শ্লোকরচনা ছাড়া তাঁহার আরও একটি ঈশ্বরদত্ত গুণ ছিল, তিনি অতি সুমধুর স্বরে চমৎকার গান গাইতে পারিতেন। এই গানবিদ্যা তাঁহাকে কেহ শিখায় নাই। তিনি দৈবশক্তিসাহায্যে সঙ্গীতবিশারদ "ওস্তাদে"র গানের মত উত্তম গান গাইতে পারিতেন। তাঁহার এই অসাধারণ গুণটি থাকাতে অনেকে তাঁহাকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া মনে করিত ও ভক্তি করিত। শিবরাম সার্ব্বভৌম প্রিয়ম্বদাকে ধর্ম্মশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়া তাহার বিবাহের জন্য উপযুক্ত সুপাত্র অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বঙ্গদেশে কুত্রাপি মনের মত উপযুক্ত রূপগুণবান পাত্র খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে তিনি কাশীধামে গমন করিলেন। তিনি কাশীধামে পৌছিয়া একটী মঠে আশ্রয় লইলেন। কাশীধামে তীর্থকৃত্য সমাপ্ত করিয়া একটি উপযুক্ত পাত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একটী উপযুক্ত পাত্র সংগ্রহ করিয়া স্বদেশাভিমুখে

যাত্রা করিবেন এই অভিপ্রায়ে কাশীধামে কিছুকাল বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার কন্যার এই সম্বন্ধ স্থিরীকরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অভিপ্রেত সময় অপেক্ষা বেশি সময় পর্য্যন্ত কাশীতে অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি কাশীতে মীমাংসাদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শিবরাম সার্ব্বভৌম যে মঠে অধ্যয়ন করিতেন, সেই মঠে হঠাৎ একদিন একটি তেজঃপুঞ্জময় ব্রাহ্মণ যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার সহিত শিবরামের প্রথম পরিচয় হইল। এই ব্রাহ্মণ যুবকের নাম রঘুনাথ মিশ্র। রঘুনাথ মিশ্রের সহিত শিবরাম সার্ব্বভৌমের শাস্ত্রালাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপে শিবরাম বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। শিবরাম স্বীয় অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট রঘুনাথ মিশ্রের কুলশীলাদির পরিচয় পাইয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে গৃহে আনিয়া প্রিয়ম্বদার নিকটে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন, এই পাত্রের সহিত

তোমার বিবাহ দিব। প্রিয়ম্বদা এই কথা শুনিয়া লজ্জাবতমুখী হইলেন। রঘুনাথ মিশ্র, প্রিয়ম্বদার রূপে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। শিবরাম একটি শুভদিন দেখিয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদাদেবীকে পণ্ডিতপ্রবর রঘুনাথ মিশ্রের করে সম্প্রদান করিলেন।

শিবরাম সার্ব্বভৌম একদিকে যেমন অনুপম শাস্ত্রজ্ঞানের অগাধ সমুদ্র ছিলেন, অন্যদিকে তদ্রূপ প্রভূত ধন ধান্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও একজন সম্পত্তিশালী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তাঁহার নগদ সম্পত্তিও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার গৃহে সুবর্ণ রৌপ্যও প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। তিনি কন্যা ও জামাতার ভরণ পোষণের জন্য "তাঁহার মাঝ্ বাড়ী" নামক গ্রামখানি কন্যা ও জামাতাকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যার ও জামাতার অন্তঃকরণ খুব প্রশস্ত ছিল। তাঁহারা লোভী ছিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, অত বড় গ্রাম লইয়া আমরা কি করিব? বেশি ভূসম্পত্তি লইলে তাহার রক্ষাবেক্ষণার্থ আমাদিগকে সদা

ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। ভূসম্পত্তিরক্ষণকার্য্যে সদা ব্যাপৃত থাকিলে আমাদের শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং ভোজনাচ্ছাদনের উপযোগী কিঞ্চিৎ ভূমিখণ্ড পাইলেই আমাদের যথেষ্ট লাভ হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা সার্ব্বভৌম-প্রদত্ত সমস্ত গ্রামখানি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সার্ব্বভৌম ঐ গ্রামের কিয়দংশ তাঁহাদের বাসের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। যে যুগে শ্বশুর একটা বৃহৎ জমিদারী দান করিতে উদ্যত হইলে কন্যা ও জামাতা তাহার সম্পূর্ণাংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইত, সেই যুগকে সত্যযুগ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তখন কলিযুগ হইলেও কলির প্রভাব তাদৃশ বৃদ্ধি পায় নাই। আজকাল সকল সমাজেই কন্যার বিবাহের ভাবনায় পিতাকে অস্থির হইতে হয়। কন্যার বিবাহদায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য পিতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। এমন কি, যিনি সামান্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া ৫৲ টাকা মাত্র বেতনে সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি করেন, তাঁহার বিবাহের সময় তাঁহার পিতা, কন্যার পিতার নিকটে ৩ হাজার টাকার একখানি লম্বা ফর্দ্দ ফেলিয়া

দেন!! পাত্রের পিতার বাসের জন্য হয়ত এক-খানি জীর্ণ পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত নাই, অত টাকা বা অত টাকার জিনিষ পত্র রাখিবার জন্য তাঁহার তিলার্দ্ধ স্থান নাই, তথাপি লম্বা ফর্দ্দখানি দিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না, ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রিয়ম্বদার স্বামী রঘুনাথ মিশ্র, "মাব বাড়ী" গ্রামে বাস করিবার জন্য একটী উত্তম বাটী নির্ম্মাণ করাইলেন। প্রিয়ম্বদা, স্বামীর সহিত সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। স্বামিগৃহে আসি-য়াও তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় বিরত হয়েন নাই। সাংসারিক কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার সংসারে অন্য কেহই ছিল না। সুতরাং তাঁহাকে নিজ হস্তেই সমস্ত গৃহকার্য্য সমাধা করিতে হইত। রঘুনাথ মিশ্র কাশীধাম হইতে আসিবার সময় রঘুনাথ চক্র ও শ্রীধর চক্র নামক দুইটি শাল-গ্রাম শিলা আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যহ স্বহস্তে তাঁহাদের পূজার আয়োজন করিয়া দিতেন। রঘুনাথ স্বয়ং পূজা করিতেন। প্রিয়ম্বদা পূজার সময় নিকটে বসিয়া ভক্তিভাবে সেই পূজা দেখি-

তেন। শুনা যায় যে, প্রিয়ম্বদা প্রত্যহই এক একটি নুতন কবিতা রচনা করিয়া নারায়ণকে নমস্কার করিতেন। রঘুনাথ মিশ্রের টোলে অনেকগুলি ছাত্র পড়িত। রঘুনাথ মিশ্র তাহাদিগকে খাদ্য বস্ত্র প্রদান করিতেন। প্রিয়ম্বদা ঐ সকল নানাদিগ্‌দেশাগত ছাত্রগণের ভোজনের জন্য স্বহস্তে পাক করিতেন। ছাত্রগণকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া স্বামীকে ভোজন করাইতেন। স্বামীর ভোজনান্তে স্বামীর ভোজনপাত্রে তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন। প্রিয়ম্বদা প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রত্যহ গৃহমার্জ্জন, গৃহশোধন, গোময় দ্বারা দেবগৃহ ও বাসগৃহ লেপন, শৌচ, স্নান, পূজার আয়োজন, সন্ধ্যাবন্দন, পূজা, রন্ধন, পরিবেশন এবং ভোজন ব্যাপারে দিবা আড়াই প্রহরকাল পর্য্যন্ত ব্যাপৃত থাকিতেন। ভোজনান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুস্তক লিখিতে বসিতেন। তাঁহার হস্তলিখিত একখানি "শ্যামারহস্য" নামক তন্ত্রগ্রন্থ অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণের নিকট বিরাজমান আছে। প্রিয়ম্বদার স্বামী রঘুনাথ মিশ্র কাশীধাম হইতে আসিবার সময়ে সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত

অনেক পুস্তক আনিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা প্রতিদিন ভোজনের পর বিশ্রামান্তে বঙ্গাক্ষরে সেই পুস্তকগুলির অনুলিপি গ্রহণ করিতেন। ইদানীং কলেজে বা অন্যান্য পাঠাগারে সপ্তাহে দুই এক দিন বাদ দিয়া প্রায় প্রতিদিনই অবাধে দর্শন শাস্ত্রের পাঠ চলিয়া থাকে, কিন্তু তদানীং প্রিয়ম্বদা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়া স্বামিসমীপে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ত্রয়োদশী তিথিতে বৈশেষিক দর্শন কিম্বা পাণিনিব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন না।

কারণ, "কাণাদং পাণিনীয়ঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং ন পাঠয়েৎ॥"

অর্থাৎ ত্রয়োদশী তিথিতে বৈশেষিক দর্শন ও পাণিনীয় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইবে না ইত্যাদি বিধি তাঁহারা মানিয়া চলিতেন। প্রিয়ম্বদা বাঙ্গালী কন্যা এবং রঘুনাথ মিশ্র পশ্চিম দেশীয় লোক ছিলেন। সুতরাং উভয়ের ভাষা পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথনে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। কারণ, রঘুনাথ মিশ্র অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি

অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গভাষা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদার অলৌকিকী স্বামিভক্তি ছিল। স্বামীর বাক্যকে তিনি বেদবাক্যের ন্যায় মান্য করিতেন। ক্রমে তাঁহাদের পুত্র ও কন্যা জন্মিল। সুতরাং প্রিয়ম্বদা শাস্ত্রচর্চ্চায় আর বেশি সময় পাইতেন না। কারণ তাঁহাকে পুত্র কন্যার লালন পালনে এবং গৃহকৃত্যেও অধিক সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তথাপি যতটুকু সময় পাইতেন সেই সময়ের মধ্যেই তিনি মদালসা উপাখ্যানের দার্শনিক টীকা এবং মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মের একখানি বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, তাল পত্র লিখিত উক্ত পুস্তকখানি অযত্ন হেতু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। একদা বহু অনুসন্ধানে একটি পাতা পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ঐ পাতাটির অক্ষরগুলি এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, ঐ পাতাটি আদি কি অন্তভাগের তাহা স্থির করা কঠিন। বহুকষ্টে এই কয়েকটি মাত্র অক্ষর পড়িতে পারা গিয়াছিল:—

"স্বামিন, তে জনকস্য চাপি কৃপয়া টীকা মমেয়ংস্ত্রিয়া"। অর্থাৎ হে স্বামিন্, আপনার পিতৃ-

দেবের কৃপা বলেই আমি স্ত্রীলোক হইয়াও এই টীকাটি প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইলাম। প্রিয়ম্বদার কবিতার মত এমন সরল কবিতা কালিদাসের গ্রন্থ ছাড়া কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিম বঙ্গে এইরূপ অনেক অসাধারণ গুণবতী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনচরিত-সংকলনের প্রথা অস্মদ্দেশে বিলুপ্ত হওয়াতেই ভারতের শিক্ষিত মহিলাগণের সংখ্যানির্ণয়বিষয়ে আমরা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি।

## আনন্দময়ী।

পূর্ব্ববঙ্গে রাজনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লবের বংশে রামগতিসেননামক একব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগতি সেনের আনন্দময়ীনাম্নী এক কন্যা ছিল। সেনহাটি পয়গ্রাম মূলঘর জপসাপ্রভৃতি স্থানে আনন্দময়ীর সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। পয়গ্রামের প্রভাকরবংশোদ্ভব রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সহিত ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নয় বৎসর বয়সে আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। আনন্দময়ীর স্বামী

অযোধ্যারাম সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী আনন্দময়ীর বিদ্যাখ্যাতি, তাঁহার বিদ্যাখ্যাতিকে অতিক্রম করিয়াছিল। রাজনগর-বাসী বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার একদা আনন্দময়ীকে একখানি শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন। ঐ পুস্তকে কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ-অশুদ্ধি থাকাতে আনন্দময়ী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, আপনি আপনার বিদ্যালঙ্কার-উপাধিধারী পুত্রটিকে পুনরায় ব্যাকরণ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইবেন। আনন্দময়ী ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই একটি অসাধারণ গুণ ছিল যে, তিনি বড় বড় পণ্ডিতেরও ব্যাকরণ ভুল ধরিতে পারিতেন। এইরূপ শুনা যায় যে, তিনি কেবলমাত্র ব্যাকরণ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি মীমাংসা দর্শনের কর্ম্মকাণ্ড প্রকরণেও অদ্বিতীয় পণ্ডিতা ছিলেন। একদা রাজা রাজবল্লভ "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞানুষ্ঠানে ইচ্ছুক হইয়া বারাণসী নগরীতে রামগতি সেনের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। রামগতি

সেন তখন কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান পণ্ডিতের নিকট হইতে "অগ্নিষ্টোম" যজ্ঞের অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া রাজনগরে পাঠাইবার জন্য রাজা রাজবল্লভ রামগতি সেনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। যে সময়ে রাজার এই পত্রখানি কাশীতে পৌঁছিয়াছিল, তখন রামগতি সেন স্বয়ং একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দীক্ষিত ও ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ে কাশীর পণ্ডিতগণের নিকটে গিয়া প্রমাণ-পদ্ধতি সংগ্রহ করিবার অবকাশ তাঁহরা মোটেই ছিল না। অথচ রাজা পত্র লিখিয়াছেন, তাহার উত্তরও শীঘ্র পাঠাইতে হইবে, অতএব এক্ষণে কি কর্ত্তব্য এই চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইলেন। আনন্দময়ী; পিতাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং চিন্তার কারণ অবগত হইয়া বলিলেন বাবা, এই বিষয়ের জন্য আপনাকে পণ্ডিত-দিগের নিকটে যাইতে হইবে না, আমি স্বয়ংই উহা উত্তমরূপে লিখিয়া রাজার নিকটে প্রেরণ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি স্বয়ংই অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় পুংখানুপুংখরূপে

লিখিয়া রাজা রাজবল্লভের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী কাশীতে পরমহংস দণ্ডীদিগের নিকট পরমার্থশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া খুব যশস্বিনী হইয়াছিলেন। আনন্দময়ী শৈশবে রাজা রাজবল্লভের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ তাঁহাকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। আনন্দময়ী বঙ্গভাষায় উত্তম কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিতা সরল ও সুমধুর। অন্যান্য কবিদিগের মত তাঁহার যশোলিপ্সা ছিল না বলিয়া তাঁহার কবিতার শেষে নিজ নামের ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার "হরিলীলা"-বর্ণন অতি মধুর। তাঁহার কবিতায় শব্দালঙ্কারের খুব পারিপাট্য। আনন্দময়ীর কবিতায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পরিলক্ষিত হয়। আনন্দময়ী মধুরভাষিণী বিনীতা ও সর্ব্বলোকহিতে রতা ছিলেন।

## মদালসা।

গন্ধর্ব্বরাজবংশে মদালসানাম্নী এক রূপবতী ও জ্ঞানবতী মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ঋতধ্বজনামক এক মহাবল প্রতাপশালী রাজার সহিত মদালসার বিবাহ হইয়াছিল। ঋতুধ্বজ এই রূপবতী ও গুণবতী রমণী লাভ করিয়া আপনাকে মহাসৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। কালক্রমে মদালসার গর্ভে বিক্রান্ত, সুবাহু, শক্রমর্দ্দন ও অলর্ক নামে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র শৈশবে মাতার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। মাতা অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। মদালসা তিনটি পুত্রকে প্রথম পাঠ্য বিষয়গুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করাইয়া পরে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব শাস্ত্র শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। একদা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্রান্ত রোদন করিতে করিতে মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া মাতাকে বলিল, "মাতঃ! কয়েকটী বালক খেলিতে খেলিতে আমাকে প্রহার করিয়াছে এবং কটু বাক্য বলিয়াছে। অতএব আপনি বাবাকে বলিয়া শীঘ্র ইহার প্রতিকার করুন। আমি রাজপুত্র, সুতরাং সামান্য বালকদিগের এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার আমার পক্ষে অসহ্য।" মদালসা, জ্যেষ্ঠ পুত্রের

ঈদৃশ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন ঃ—

হে বৎস, তুমি বৃথা ক্রোধ ও দুঃখ প্রকাশ করিও না। কারণ, তোমার আত্মা নিত্যশুদ্ধ নিত্যবুদ্ধ নিত্যমুক্তস্বরূপ। ঈদৃশ আত্মা, বৃথা ক্রোধ দুঃখ ও অভিমানে কদাপি কলুষিত হইতে পারে না। কারণ, আত্মা আনন্দস্বরূপ। আনন্দই তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপ। স্বভাবকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুই পৃথক ভাবে থাকিতে পারে না। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা। উষ্ণতাকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি কুত্রাপি স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতে পারে না। সৎ চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দই আত্মার স্বরূপ। সুতরাং আনন্দময় আত্মার নিরানন্দ হওয়া কখনই উচিত নয়। অবিদ্যা, মায়া বা ভ্রমরূপ আবরণ বা উপাধি বশাৎ আত্মা আপনাকে কখন কখন নিরানন্দ বলিয়া মনে করে। ভ্রমরূপ আবরণ বা উপাধি অপগত হইলে আত্মা সদাআনন্দময়তারূপ স্ব স্বভাব প্রাপ্ত হয়। আত্মীয় সদ্ভাব জ্ঞানভাব, চেতনভাব ও আনন্দময় ভাব ছাড়া অন্য সমস্ত ভাব কল্পনামাত্র। আত্মাতে নামের কল্পনা হইয়া থাকে এবং রূপের কল্পনা হইয়া

থাকে। বস্তুতঃ নিরাকার আত্মার নামও নাই, রূপও নাই। তোমার বিক্রান্ত এই নাম এবং রাজপুত্র এই উপাধি মনঃকল্পিত মাত্র। অতএব রাজপুত্র বলিয়া তোমার অভিমান করা ভ্রম মাত্র। তোমার মত শিক্ষিত বালকের পক্ষে এইরূপ বৃথা অভিমান করা শোভা পায় না। তোমার এই দৃশ্যমান শরীর, ক্ষিতি জল তেজ বায়ু ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের বিকার মাত্র। তুমি দেহ স্বরূপ নও। দেহ, আত্মা হইতে পৃথক পদার্থ। দেহের বিকারে আত্মা বিকৃত হয় না। জড় দেহ, ভস্মীভূত বা মৃত্তিকা-ময় হইয়া গেলে চেতন আত্মা ভস্মীভূত বা মৃত্তিকা-ময় হইয়া যায় না। বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য নিবন্ধন দেহ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ করিলেও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া গেলেও আত্মা ভিন্ন ভিন্ন হয় না। আত্মা যেমন এক তেমন একই থাকে। আত্মা যদি একরূপ না হয়, তাহা হইলে বাল্যকালে দৃষ্ট কোন একটী বস্তুকে যৌবন কালে স্মরণ করা যাইতেই পারে না। অথচ একই ব্যক্তি বাল্যকালে দৃষ্ট বস্তুকে যৌবনকালে স্মরণ করিয়া থাকে। বাল্য-কালের শরীরেরর ন্যায় বাল্যকালের আত্মাটিও

যদি যৌবনকালে ভিন্ন হইয়া যাইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি শৈশবে দৃষ্ট কোন একটি বস্তুকে যৌবন কালে স্মরণ করিতেই পারে না। কারণ, শৈশব কালের আত্মা, শৈশব শরীরের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং একের দৃষ্ট বস্তুকে অন্য আত্মা স্মরণ করিবে কিরূপে? যে দেখে সেই স্মরণ করে। একের দৃষ্ট বস্তুকে যদি অন্যে স্মরণ করে, তাহা হইলে রাম কর্ত্তৃক দৃষ্ট বস্তুকে শ্যাম স্মরণ করুক? রাম যেবস্তু দেখিয়াছে সেই বস্তুকে রামই স্মরণ করিয়া থাকে, শ্যাম তাহা স্মরণ করিতে পারে না। অতএব যে আমি শৈশবে কাশীধাম দেখিয়াছি, সেই আমিই যৌবনে কাশীধাম স্মরণ করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু আত্মা একই পদার্থ। শরীর বা মন, অবস্থা ভেদে ভিন্নাকার ধারণ করিলেও নিরাকার চেতন আত্মা, অবস্থা ভেদে ভিন্ন হয় না। আত্মা অবিনাশী ও অবিকারী পদার্থ। অতএব হে বৎস, সেই দুষ্ট-বালকের আঘাতে তোমার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া বিকৃত হইলেও তোমার আত্মা কখনই বিকৃত হয় নাই। সুতরাং আঘাতজনিত দেহবিকার দৃষ্ট

হইলেও আত্মা বিকৃত হয় নাই বলিয়া তোমার ক্রন্দন করা বৃথা। দেহ পরিণামী পদার্থ। খাদ্য পেয়াভাবে দেহের অপচয় হয়। দেহের বলবৃদ্ধি বা বলক্ষয় হইলে আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। তিরস্কার ও কলহে ক্লেশ অনুভব করা তোমার উচিত নয়। সংস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ চেতনস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে সংসার-অনলের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এবং মানসিক শোকদুঃখরাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। মদালসার এইরূপ অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিক্রান্তের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। বিক্রান্ত বাল্য-কালেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। অগ্রজের দৃষ্টান্তে সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দনও, জলবুদ্বুদসম অনিত্য সাংসারিক সুখভোগে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বৈরাগ্য-পথাবলম্বী হইয়াছিলেন। রাজা ঋতধ্বজ, পত্নী মদালসার শিক্ষাদানগুণে তিন পুত্রকে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, ক্রমে ক্রমে তিন পুত্রই রাজ্যভারগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ন্যাসী হইল, অতএব এক্ষণে কি উপায়ে একমাত্র আশাস্থল সর্ব্বকনিষ্ঠপুত্র অলর্ককে সংসারে আটক করিয়া

রাখা যায়? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পত্নীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং করুণস্বরে তাঁহার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, হে প্রিয়তমে, তোমার শিক্ষাদানপ্রভাবে তিনটি পুত্রেরই সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। এক্ষণে চতুর্থ পুত্র অলর্কেরও যদি ঐ দশা ঘটে, তাহা হইলে আমার অবসানে কে রাজ্য পালন করিবে? রাজার অভাবে রাজ্য রসাতলে যাইবে। প্রজাগণের ধন প্রাণ মান রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। প্রজাদিগের ভয়ঙ্কর কষ্ট হইবে। অতএব চতুর্থ পুত্রটিকে আর ঐরূপ শিক্ষা দিও না। তাহাকে সন্ন্যাসী করিও না। আমি বৃদ্ধাবস্থায় তাহার হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্তমনে পরমেশ্বরের আরাধনায় রত থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি। ইহাতে তুমি ব্যাঘাত উৎপাদন করিও না। আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপদেশ দেওয়া অতি উত্তম কার্য্য। কিন্তু সেই উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ পুত্রটিকে রাজনীতিশাস্ত্র উপদেশ করিও। তাহা হইলে এই পুত্রটি রাজগুণোপেত হইয়া প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে। মদালসা রাজার এই কথা

শুনিয়া বলিলেন মহারাজ, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই করিব। যাহাতে আপনাকে আর আক্ষেপ করিতে না হয়, তদ্বিষয়ে আমি মনোযোগিনী হইলাম। আপনার আজ্ঞানুসারে আমি অলর্ককে রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উভয়ই উপদেশ করিব। কিন্তু আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের প্রতি আমার অধিক দৃষ্টি থাকিবে। কারণ, পারমার্থিক তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মিবে। পরমেশ্বরই মনুষ্যের একমাত্র আশ্রয় তিনি একমাত্র শান্তিদাতা। যদি কোন জননী পুত্রের হিত কামনা করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে পুত্রকে পরমেশ্বরের মহিমা উপদেশ করিবেন। পুত্রকে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শিক্ষা দেওয়াই জননীর প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। কিন্তু মহারাজ, আপনি আমার স্বামী। আপনার আজ্ঞা ও উপদেশ আমার শিরোধার্য্য! সুতরাং আমি অদ্য হইতে অলর্ককে রাজনীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলাম জানিবেন। মদালসা অলর্ককে রাজনীতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগিলেন ঃ—

হে বৎস অলর্ক, তুমি ঈদৃক উত্তমরূপে রাজ্যশাসন

করিবে যাহাতে কোন ব্যক্তিই তোমার বিপক্ষ না হয়। সুবিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিলে রাজা সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া থাকেন। প্রজার মনে কষ্ট দেওয়াই মহাপাপ। যে রাজা প্রজার চিত্তরঞ্জন করিতে পারে সেই প্রকৃত রাজা। কখনও প্রজা-স্বত্ব লোপ করিও না। যে রাজ্যে প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার নিন্দা করিয়া থাকে উহাকে পাপরাজ্য কহে। কারণ, রাজা নররূপিনী মাননীয়া মহতী দেবতা। দেবতার নিন্দা করিলে পাপ হয়। রাজা বালক হইলেও বৃদ্ধ প্রজার পূজ্য। যদি অন্য দেশীয় কোন রাজা উৎসব আমোদ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া তোমার প্রাসাদে সমাগত হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিও। প্রজাগণ যাহাতে কোন প্রকার অভাবের অভিযোগ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সদা মনো-যোগী হইও। প্রজার অভিযোগ করিবার পূর্ব্বেই অভিযোগের কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিও এবং যথাশক্তি প্রতিকার করিও। প্রজার হিতচিন্তায় সদা রত থাকিও। পরস্ত্রীচিন্তাকে কদাচ মনোমধ্যে স্থান দিও না। পাত্র মিত্রগনের চাটুবাক্যে কদাপি

বিমোহিত হইও না। সন্ধি বিগ্রহ যান আসন দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয়টি রাজগুণের যেন অভাব না হয়। প্রভুশক্তি উৎসাহশক্তি ও মন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন হইও। হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চারিটি সেনাঙ্গকে সদা পরিপুষ্ট রাখিবে। ভেদ মন্ত্র সাম ও দান এই উপায়চতুষ্টয়-বিহীন হইও না। যখন কোন দেশ জয় করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিবে, তখন মৌল, ভৃত্য, সুহৃৎ, শ্রেণী, দ্বিষৎ এবং আটবিক এই ছয় প্রকার বল সংগ্রহ করিও। ভৃত্যদিগকে স্নেহাস্পদ বন্ধুগণের ন্যায় আদর করিবে। মিত্র-দিগকে আত্মীয় বান্ধবগণের ন্যায় সমাদর করিবে। মন্ত্রিগণ এবং ভৃত্যবর্গের উপরে কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত হইও না। গোপনে তাহাদের কার্য্যাবলী সদা নিরীক্ষণ করিবে। স্বীয় সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য প্রজাদিগের রুধিরসম অর্থ শোষণ করিও না। শরণাগত ব্যক্তিকে যে কোন প্রকারে রক্ষা করিবে।

শত্রুও যদি শরণাগত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে রক্ষা করিও। অনিষ্টকারী দুর্ম্মতি শত্রু-গণকে সমূলে উন্মূলিত করিবে। যাহার যেরূপ

মর্য্যাদা আছে তাহাকে সেই মর্য্যাদা দান করিবে। মানী ব্যক্তির, মানহানি বা মর্য্যাদাভঙ্গ করিও না। গুনী ব্যক্তির গুণের সমাদর করিবে। মধ্যে মধ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণ দিগকে অভ্যর্থনা করিবে। পাশক্রীড়া, পানদোষ, পরগ্লানি, দিবানিদ্রা ভোগভিলাষ, ও ব্যভিচারপ্রভৃতি নিন্দনীয় কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিবে। লোভ ও মোহকে বিশেষ-রূপে পরিত্যাগ করিবে। রাজ্যবিষয়ক মন্ত্রনা যেন ষট্ কর্ণে প্রবেশ না করে। অর্থাৎ অতি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কেবল মাত্র বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিবে, সুতরাং সেই গুপ্ত বিষয় গুলি তোমার কর্ণদ্বয় এবং প্রধান মন্ত্রীর কর্ণদ্বয়ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণদ্বয়ে যেন প্রবেশ না করে। অতি বিশ্বস্ত গুপ্তচর দ্বারা নিজ প্রজাবর্গের ও পর রাজ্যের অবস্থা অবগত হইবে। কোন মন্ত্রী, দুষ্টবুদ্ধিবশতঃ তোমার বিরুদ্ধে ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিলেও, তাহার প্রতি ঈদৃক্ সদাচরণ ও শিষ্টব্যবহার করিবে যাহাতে সে ব্যক্তি, মহালজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তোমার প্রতি প্রগাঢ়রূপে অনুগত, অনুরক্ত ও বিমোহিত হইয়া পড়ে। তোমার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত

হইলেই সে ব্যক্তি আর রাজদ্রোহী বা বিদ্রোহী হইতে পারিবে না। মিত্ররাজ ও সামন্তরাজগণের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিলেও তাহাদিগকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিও না এবং বাহিরে অবিশ্বাস ভাবও দেখাইও না। কোকিলকুলের নিকটে মধুরবাণী শিক্ষা করিবে, মধুকরের নিকটে সপরিশ্রমসারসংগ্রহ শিক্ষা করিবে, কুরঙ্গের নিকটে সাবধানতা ও ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা করিবে, বায়সের নিকটে মন্ত্রণা-রহস্য-রক্ষা শিক্ষা করিবে, পিপীলিকার নিকটে সঞ্চয়কার্য্য শিক্ষা করিবে। যদ্রূপ সূর্য্যদেব বর্ষাসমাগমে বারিধারা বর্ষণ করিবার জন্যই গ্রীষ্মকালে বাপী কূপ তড়াগ সরিৎ ও সমুদ্র হইতে জল শোষণ করেন, তদ্রূপ তুমিও প্রজাগণের উপরে শতগুণ উপকার বর্ষণের জন্যই প্রজাগণের নিকট হইতে করশুল্কাদি অর্থ গ্রহণ করিবে।

কোন প্রজা প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক শাস্ত্রোক্তমতে সে দণ্ডনীয় হইলেই তাহ[illegible] দিবে। পবন যেরূপ অদৃশ্যভাবে সর্ব্বত্র গমন[illegible], তদ্রূপ তুমিও চরদ্বারা কিম্বা স্বয়ং ছদ্মবেশ অবলম্বনপূর্ব্বক অপরিজ্ঞাতভাবে প্রজাগণের আভ্যন্তরিক

অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই গণ্য করিও না। প্রজার নিমিত্ত ক্লেশ-সহনই রাজার ধর্ম্ম। রাজা যদি এই ধর্ম্ম প্রতি-পালন না করিয়া কেবল শরীরশোভা ও বসন ভূষণের চটক দেখাইবার জন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃত রাজপদবাচ্য হইতেই পারেন না। মদালসার এইরূপ রাজনীতি-শিক্ষা-দান-প্রভাবে অলর্কের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। মদালসার রাজনীতিবিষয়ক উপদেশ-বীজ, অলর্কের, উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া যখন অঙ্কুরিত হইতে লাগিল, তখন মদালসা ও তাঁহার স্বামী মনে করিলেন যে, বীজ যখন অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে তখন কালে পত্রপুষ্পফলসম্ভার-সমন্বিত শাখা প্রশাখায় সুশোভিত হইয়া অত্যুচ্চ বৃক্ষে পরিণত হইবে এইরূপ আশা করা যায়। রাজা ঋতধ্বজ এইরূপ ভাবিয়া অলর্কের করে রাজ্যভার সমর্পণার্থ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর রাজ্ঞী মদালসা কোলাহলপূর্ণ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার জন্য মুনিবনতরুচ্ছায়া-স্নিগ্ধ শান্তিপূর্ণ

কোলাহলশূন্য বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিলেন। যাই-বার সময় অলর্ককে একটি অঙ্গুরীয়ক দান করিয়া বলিলেন—বৎস, যখন তোমার আত্মীয়জনের বিরহ-জনিত ক্লেশ, অসহ্য হইয়া উঠিবে, যখন তুমি শত্রু-কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে, যখন কোন কারণবশতঃ তোমার ধৈর্য্য স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইবে, তখন এই অঙ্গুরীয়কে যাহা লিখিত আছে একাগ্রচিত্তে তাহা পাঠ করিবে। একদা অলর্কের বৈরাগ্যব্রতী ভ্রাতা সুবাহু, অলর্কের প্রশংসাবাদে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া অলর্ককে বিপন্ন করিয়া রাজ-সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার জন্য তাঁহার পরমবৈরী বারাণসীরাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। বারাণসীরাজ, রাজনীতিনিয়মানুসারে অলর্কের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, রাজকুমার সুবাহু আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এবং তিনি এক্ষণে রাজ্যাভিলাষী, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে তিনিই এক্ষণে রাজ্যের অধিকারী, অতএব আপনি তাঁহার করে আপনার রাজ্যভার সমর্পণ করিবেন। অলর্ক দূতকে বলিলেন—পিতা ও মাতা আমাকে উপযুক্ত পুত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্য প্রদান করিয়াছেন,

অতএব আমি বিনা যুদ্ধে আমার রাজ্য কাহাকেও প্রদান করিব না। দূত এই কথা শুনিয়া বারাণসীতে আসিল, এবং রাজসভায় গিয়া রাজাকে বলিল, মহারাজ, বিনাযুদ্ধে রাজা অলর্ক রাজ্য প্রদান করিবেন না। তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতা মহারাজ ঋতধ্বজ ও মাতা মদালসা তাঁহাকে উপযুক্ত পুত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব রাজধর্ম্মানুসারে বিনাযুদ্ধে তিনি পিতৃ-মাতৃদত্ত রাজ্য কখনও ছাড়িয়া দিবেন না। সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে প্রবলপ্রতাপান্বিত বারাণসীরাজের ষড়যন্ত্রবলে রাজা অলর্ক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। এই বিপদের সময়ে তাঁহার মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কের কথা মনে পড়িল। তিনি সেই সময়ে অঙ্গুরীয়কে লিখিত এই কথা গুলি পড়িতে লাগিলেন :—"মূঢ় সাংসারিক মনুষ্যের সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। যদি ঐরূপ সংসর্গ অসহ্য হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ করিও। বিষন্নতা-ব্যাধি বিনাশের জন্য ঈদৃশ মহৌষধ আর কুত্রাপি নাই। ইহাই অমূল্য মহৌষধ। সাংসারিক কামনা

দূর করাই শ্রেয়ঃ। মুক্তিকামনাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। মোক্ষলাভই বিষাদরোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। রাজা অলর্ক, মাতৃদত্ত অঙ্গুরীয়কে লিখিত এই কয়েকটি কথা পাঠ করিয়া যে, অবশ্য তাঁহার রাজ্যচ্যুতিজনিত শোক সম্বরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। কারণ, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মূঢ়ধী ছিলেন নাই। তাঁহার পিতা ও মাতা তাঁহাকে উপযুক্ত পুত্র বিবেচনা করিয়া রাজ্য দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাহুর বৈরাগ্য দেখিয়াই তাঁহার পিতা সুবাহুকে রাজ্য দান করেন নাই। সুবাহুর বৈরাগ্য জলবুদ্বুদতুল্য হইয়াছিল। তাদৃশ বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নয়। প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনই পুনরায় সংসারপঙ্কে লিপ্ত হয়েন না। জ্ঞান না জন্মিলে বৈরাগ্য জন্মে না। অলর্ক জ্ঞানী ছিলেন তাই তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর দুঃখশোকপূর্ণ অনিত্য সৌভাগ্য সম্পদের প্রতি প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল। তাঁহার মাতার সৎকথা ও সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ক্ষণিক বৈরাগ্য মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু

তত্ত্বজ্ঞান ও প্রকৃত স্থায়ী বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় নাই। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান ও প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে তিনি প্রথমে উপেক্ষিত রাজ্যের প্রাপ্তি-প্রত্যাশায় বারাণসীরাজের দ্বারে শরণাপন্ন হইতেন না। অলর্কের অঙ্গুরীয়কে যে কয়েকটি কথা লিখিত ছিল তাহার সারার্থ এই যে, রাজ্য আজ আছে কাল নাই, কাল আছে পরশু নাই, অতএব ঈদৃক অস্থায়ী রাজ্যের গৌরবে মদমত্ত হওয়া কোন প্রকারেই উচিত নয়। জীবনে সদা বিবেকজ্ঞানসাহায্যে নিরুদ্রবে শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারিলে মোক্ষ-দ্বার-কবাট স্বয়ংই উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

## রাণী দুর্গাবতী।

ভারতবর্ষ এক অদ্ভুত সভ্যদেশ। পৃথিবীর অন্যান্যদেশে পুরুষ মহাপণ্ডিত হইয়াছে, দার্শনিক হইয়াছে, পুরুষ জ্যোতিষী, কবি, রাজনীতি-বিশারদ, ধর্ম্মপ্রচারক, যোদ্ধা এবং সন্ন্যাসী হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোক, পুরুষের মত এইরূপ হইতে পারে নাই। যদিও হইয়া থাকে, তবে দুই একটি হইয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কালেও দুই তিন

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বেও, স্ত্রীলোক, ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র জ্যোতিষ রাজনীতিশাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছে। এদেশের মহিলা কবি হইয়াছেন, সিংহল চীন জাপান প্রভৃতি সুদূর দেশে গিয়া ধর্ম্ম প্রচারিকা হইয়াছেন, সিংহাসনে বসিয়া প্রজার বিচারকের কার্য্য করিয়াছেন, ভারতমহিলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় সিংহাসনে বসিয়া সিংহাসনের শোভা বর্দ্ধন করেন নাই, প্রকৃত রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য স্বয়ং পালন করিয়াছেন, সাক্ষী গোপালের ন্যায় কেবল মাত্র মন্ত্রিগণ দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী হইতে কখন ও ইচ্ছা করেন নাই। এমন কি, ভারতের আর্য্যমহিলা, যুদ্ধের সময় অশ্বে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, পাছে নিজের সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ শত্রুপক্ষের ভেদনীতির বশীভূত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক পরাজয় ঘটায়, এই আশঙ্কায়, ভারতমহিলা স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালন করিয়াছেন। ইহা কি জগতের ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনার কথা নয়? এমন কি, ভারতের আর্য্য মহিলা, "জগদীশ্বর"-উপাধি-বিভূষিত

মহাপ্রতাপ সম্রাট আকবর সাহের অন্যায্য অধিকারের বিরুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধ করিতেও; ভীত হয়েন নাই। পূর্ব্বে ভারতের আর্য্য মহিলা, কেবল ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা বৈশেষিক বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ উপনিষৎ ধর্ম্ম শাস্ত্র ইতিহাস এবং পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেই যে, সুশিক্ষিতা ছিলেন তাহা নয়, কিন্তু রাজনীতিশাস্ত্রে ও যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত পুরুষ অপেক্ষাও অনেকাংশে সুশিক্ষিতা ছিলেন। ভারত-মহিলার রাজনীতিশিক্ষা ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সাহস সতীত্ব বীরত্ব অকুতোভয়তা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা রাজস্থানের ইতিহাসপাঠককে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে।

ভারত মহিলার গুণবর্ণনা করা মাদৃশ ব্যক্তির সামর্থ্যাতীত। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যবনরাজত্বকাল পর্য্যন্ত ভারতমহিলার বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে মুদ্গল ঋষির পত্নী ইন্দ্রসেনানাম্নী আর্য্যমহিলা ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যবনরাজত্ব-সময়ে রাজ্ঞী দুর্গাবতী, রাজ্ঞী অহল্যাবাই, রাণী ভবানী প্রভৃতি বীরনারীগণ, রাজনীতিশিক্ষাপ্রভাবে

প্রবলপরাক্রমের সহিত রাজ্যপালন করিয়া ছিলেন। কোমলাঙ্গী ভারতললনার শক্তি যে কত গরীয়সী, তাহা রাণী দুর্গাবতীর জীবনচরিত পাঠ করিলেই বুঝা যায়। ভারতমহিলা যুদ্ধবিদ্যায় কীদৃক্ সুশিক্ষিতা ছিলেন, তাহা রাণী দুর্গাবতীর জীবনচরিত পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

যে সময়ে প্রবলপ্রতাপান্বিত মোগলসম্রাট আকবর সাহের বিজয়পতাকা, হিমালয়ের উচ্চশৃঙ্গ হইতে বঙ্গোপসাগরের সুদূর প্রান্তপর্য্যন্ত স্থানে পৎপৎ শব্দে উড্ডীয়মান হইত, সেই সময়ে মধ্য-ভারতে গড়মণ্ডলনামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, স্বাধীনতার ক্ষুদ্রজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া সকলের হৃদয়কে বিস্ময়রসে আপ্লুত করিয়াছিল। যে সময়ে প্রতাপশালী রাজন্যবর্গ, দিল্লীশ্বর আকবর সাহের প্রখর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নীরবে সহ্য করিতে ছিলেন, যে সময়ে সম্রাট আকবর সাহ, ব্যাঘ্র এবং ধেনুকে একপুষ্করিণীতে সমকালে জল পান করাই-তেন, সেই সময়ে একটি মহিলা, স্বীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া আপত্যনির্বিশেষে প্রজা পালন করিতেছিলেন ইহা একবার মনে করিলেও

কৌতূহলে ও আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। কোন একটি স্বনামধন্য ভারতললনার গৌরবরবির প্রচণ্ড রশ্মি-কাহিনী শ্রবণ করিলে ভারতীয় নরনারীর হৃদয়ে আনন্দসমুদ্রের প্রবলতরঙ্গ নৃত্য করিতে থাকে। রাণী দুর্গাবতী, কান্যকুব্জাধিপতি চন্দন-রাজের কন্যা ছিলেন। যৌবনসমাগমে তাঁহার রূপ-লাবণ্যে যখন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহার পিতা, তাঁহাকে রাজপুতনার কোন শৌর্য্যবীর্য্যরূপগুণবান রাজার অঙ্কলক্ষ্মী করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের অধিপতি রাজা দলপত সাহের প্রভাব পরাক্রম ও সৌন্দর্য্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে তাঁহার করেই আত্মসমর্পন করিয়া-ছিলেন। দুর্গাবতীর পিতা চন্দনরাজ, কন্যার ঈদৃশ অভিলাষ অবগত হইয়া অমত প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দলপতসাহ ও, বাহুবলে এই দেবদুর্ল্লভ কন্যারত্ন লাভ করিবার জন্য যত্নবান হইলেন। যথা-সময়ে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল।

বিজয়লক্ষ্মী, কুমারী দুর্গাবতীর সহিত দলপত সাহের অঙ্কশায়িনী হইলেন। দলপতসাহ দুর্গা-

বতীকে লইয়া সসৈন্যে গড় মণ্ডলে আসিলেন। শুভ দিনে শুভ মুহূর্ত্তে উভয়ের পরিণয়কৃত্য সুসম্পন্ন হইল। বিবাহের পর তাঁহারা উভয়ে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের সহিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে রাণী দুর্গাবতী গর্ভবতী হইলেন। যথা সময়ে একটি পরম সুন্দর রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র আমোদোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। প্রজাবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। রাজপুত্র, কুমার বীরনারায়ণ নামে অভি-ষিক্ত হইলেন। কিন্তু আনন্দের প্রবাহ অধিকদিন স্থায়ী হইল না। রাজকুমার বীরনারায়ণের যখন তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন মহারাজ দলপতসাহ, দুর্দ্দান্ত কৃতান্তের করালগ্রাসে কবলিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই মহারাজের শোকে অধীর হইয়া পড়িল। রাজ্ঞী দুর্গাবতী পতিশোকে মৃতপ্রায় হইলেন। কিছুদিন পরে রাজ্ঞী, স্বীয় সুশিক্ষাপ্রভাবে এবং পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা করিয়া নিজকর্ত্তব্যতা বোধে কিয়ৎপরিমাণে শোক অপনোদন এবং ধৈর্য্যধারণ করিলেন। তিনি এই স্থির করিলেন যে, এই

ভয়ানক বিপদের সময় শোকাবেগে অভিভূত হইলে চলিবে না। পুত্রের জন্য রাজ্য রক্ষা করিতে হইবে। মহারাজার মৃত্যুতে প্রজাগণ পিতৃহীন হইয়া পড়িয়াছে। পিতৃহীন প্রজাবর্গকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতে হইবে। এই মহা বিপদের সময়ে শত্রুপক্ষ সুযোগ পাইয়া যাহাতে রাজ্য আক্রমণ করিতে না পারে, তন্নিমিত্ত সাবধান হইতে হইবে। কেবল শোকে অভিভূত হইলে এবং ক্রন্দন করিলে মহারাজ ত আর এজগতে ফিরিয়া আসিবেন না। সুতরাং স্বর্গলোকে তাঁহার তৃপ্ত্যার্থ ইহলোকে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাবিধি সুসম্পন্ন করাই আমার উচিত কর্ত্তব্য, এইরূপ স্থির করিয়া স্বর্গীয় পতির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। এবং তৎপরে স্বয়ং রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি সমরশিক্ষার প্রণালীর উন্নতিবিধানে যত্নবতী হইলেন। সৈন্য বিভাগে নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে প্রধান মন্ত্রী, প্রজাবর্গের

অভাব অভিযোগের প্রতি ও সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। গড়মণ্ডল রাজ্যটি, ক্ষুদ্র হইলেও প্রজাবর্গের হৃদয় ক্ষুদ্র ছিল না। স্বাধীনতা-প্রীতি প্রজাদিগের হৃদয়কে সুপ্রশান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারা রাজ্ঞীকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। রাজ্ঞী ও প্রজাবর্গের মঙ্গলবিধানে সদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজ্ঞী রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে বাপী কূপ তড়াগখনন, দেবালয়স্থাপন, ছায়া-তরু সুশোভিতরাজমার্গ পান্থশালা, অনাথাশ্রম চিকিৎসালয়-নির্ম্মাণ, শিল্প বাণিজ্যের অভ্যুন্নতি সংসাধন, কর শুল্কের ন্যূনীকরণ প্রভৃতি রাজ্যহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী দুর্গাবতীর এই সকল মহৎকার্য্যের সুখ্যাতি, সম্রাট আকবর সাহের কর্ণগোচর হইল। সম্রাটের মধ্য-ভারত স্থিত প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা, গড়মণ্ডল রাজ্য অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণার্থ বারম্বার সম্রাট সমীপে আবেদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সম্রাটকুলপ্রদীপ আকবর সাহের উদার হৃদয়ে ঐ আবেদনজনিত উৎসাহ একবারও স্থান পাইল

না। কিন্তু বিন্দু বিন্দু বারিপতনে যেমন পাষাণ-খণ্ডও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যেমন সুপ্রশস্ত নির্ম্মল দর্পণ বার বার হস্তস্পর্শে ও ঘর্ষণে মলিন হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আকবর সাহের নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণ ও বারবার আবেদনে ও উৎসাহপ্রদানে মলিন হইয়া পড়িল। অবশেষে তিনি আজব খাঁ নামক এক বিদ্বান্ মুসলমান শাসনকর্ত্তার লিপিচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। সাম্রাজ্যবৃদ্ধিবাসনা কি এতই বলবতী? সাম্রাজ্যবর্দ্ধনেচ্ছা এত বলবতী না হইলে, "জগদীশ্বর" উপাধিধারী উদারচেতাঃ ধার্ম্মিক আকবরসাহ, সামান্য বিধবার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবার জন্য এত লোলুপ হইয়া পড়িলেন কেন? সার্ব্বভৌম আকবরের কোন একটি সামান্য সভাসদ আমীর ওমরাও ব্যক্তির ক্ষুদ্র জায়গীর অপেক্ষাও ক্ষুদ্রতর একটি রাজ্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কেন? লোভ একটি দারুণ রিপু!! আকবর সাহ গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আজব খাঁ সম্রাট-প্রেরিত সুশিক্ষিত সৈন্যসহ গড়মণ্ডল রাজ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই সৈন্যাগমনবার্ত্তা রাণী দুর্গাবতীর কর্ণ-

গোচর হইল। তিনি এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভীত বা সন্ত্রস্ত হইলেন না। কারণ, ভারতের বীরনারী স্বস্থানের স্বাধীনতা ও মান রক্ষার জন্য প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। ভারতের বীরনারী স্বদেশের স্বাধীনতাকে প্রাণ ও শরীর অপেক্ষাও প্রিয়তম পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। ভারতের বীরনারীর শিক্ষা দীক্ষা ভারতের বীরনারীর অনুরূপই ছিল। যেমন গগনের উপমা গগন, সমুদ্রের উপমা সমুদ্র, অনন্তকালের উপমা কাল, হিমালয়ের উপমা হিমালয় স্বয়ং, সূর্য্যের উপমা সূর্য্য নিজেই, তদ্রূপ ভারতের আর্য্যমহিলার উপমা ভারতের আর্য্য মহিলা ছাড়া আর কেহই হইতেই পারে না। ভারত মহিলাই ভারত মহিলার উপমা। রাণী দুর্গাবতী বহুপূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, নির্ব্বিঘ্নে গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা রক্ষা করা সুকঠিন ব্যাপার, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব হইতেই এই উপস্থিত বিপদের প্রতিকারার্থ প্রস্তুত হইতেছিলেন। বুদ্ধিমতী বীরনারী অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অসীমশক্তিসম্পন্ন সম্রাটের বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইতে পারিবেন না, তথাপি ম্লেচ্ছ

যবনের বশ্যতা স্বীকার করা অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে পুত্রমিত্রপরিজনসহ প্রাণবিসর্জ্জন করাই ক্ষত্রিয়োচিত শ্রেয়ঃ কার্য্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি প্রজাবর্গকে সংগ্রামে সম্মুখীন করিবার জন্য উৎসাহ দিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর অদম্য উৎসাহ, জীবন্ত উদমে, জ্বলন্ত সাহস ও অটল প্রতিজ্ঞা দেখিয়া, প্রজাবর্গ, "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। দেখিতে দেখিতে প্রায় ৮০০০ অষ্ট সহস্র অশ্বারোহী এবং দ্বি সহস্র গজারোহী সৈন্য আসিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী দুর্গাবতী দৈত্যকুলবিধ্বংসিনী চামুণ্ডার ন্যায় ঘোটকপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ-প্রণোদিত সৈন্যগণের হৃদয়ে ভীমশক্তির সঞ্চার হইল। আজব খাঁ মনে করিয়াছিলেন যে, প্রচণ্ডপরাক্রম বাদসাহের নাম-শ্রবণে মহামহাবীর রাজা মহারাজারা ভয়ে কম্পিত হয়, সুতরাং এই বিধবা নারী আর কি যুদ্ধ করিবে? এই অবলা বিধবা নারী, অতি সহজেই পরাজিত হইবে এইরূপ মনে করিয়া তিনি পাঁচ সহস্র মাত্র অশ্বা-

রোহ্নী সৈন্য লইয়া গড়মণ্ডল রাজ্য অধিকার করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। তখন এই ভ্রম সংশোধনের আর কোন উপায়ই ছিল না। সম্মুখ সমরে পশ্চাৎপদ হইলে বিশ্ববিজয়ী আকবর সাহের গৌরবরবিতে কলঙ্ক স্পর্শিবে এই ভয়ে আজব খাঁ। রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে পারিলেন না। সুতরাং উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। চামুণ্ডারূপিনী রাজ্ঞীর উৎসাহ-প্রণোদিত সৈন্যমণ্ডলীর উদ্দীপ্ত পরাক্রম-বহ্নিতে যবন সৈন্য, ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইতে লাগিল। আজব খাঁ-পরিচালিত সৈন্যগণ, রাজ্ঞীর সৈন্যদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। যবন সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আজব খাঁ অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলেন। রাজ্ঞীর সৈন্যগণ বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতে বাজাইতে গড়মণ্ডল দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। রাজ্যমধ্যে প্রতি গৃহে বিজয়-আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল। আজব খাঁর পরাজয়-বার্ত্তা সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। সম্রাট, হিন্দু

মহিলার সমরনৈপুণ্য শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং রাজ্ঞী শত্রু হইলেও বীরনারী বলিয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বীরনারীর প্রশংসা না করিলে বীর আকবরের বীরোচিত কৃত্যের হানি হইত। শত্রু, বীরত্বপ্রদর্শন করিলে তাহার গুণ গ্রহণ করাই প্রকৃত বীরের ধর্ম্ম। সম্রাট আকবরসাহ পুনরায় গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিতে আদেশ করিলেন।

দশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই আজব খাঁ বিপুলবাহিনীসহ পুনরায় গড়মণ্ডল অধিকার করিবার জন্য তথায় সমাগত হইলেন। রাজ্ঞী দুর্গাবতী গড়মণ্ডলের প্রত্যেক প্রজাকেই যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং গড়মণ্ডলের প্রত্যেক প্রজাই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইবার রাজ্ঞীর সমস্ত প্রজাই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজ্ঞীর সহিত রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষ তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কয়েক দিন ধরিয়া ঘোরতর সংগ্রাম চলিল। এবারও বিজয়লক্ষ্মী রাজ্ঞীর অঙ্কশায়িনী

হইলেন। আজব খাঁর অবশিষ্ট সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। আজব খাঁও বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত না লাগিলেও পরাজয়হেতু তাঁহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। তাঁহার মনে ঘোর ভয় ও ভাবনা উপস্থিত হইল। সম্রাটের সৈন্য আজব খাঁ-কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া একটি সামান্য হিন্দু মহিলার নিকটে পরাজিত হইল, এই অপমানজনিত দুঃখে আজব খাঁ জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। তিনিই মুন্সিয়ানা বা লিপি-চাতুর্য্য দ্বারা গড়মণ্ডল অধিকারার্থ সম্রাটকে সর্ব্বপ্রথম প্রলোভিত করিয়াছিলেন। সম্রাট, অনিচ্ছা ও উপেক্ষাসত্ত্বেও কেবল তাঁহারই প্ররোচনায় প্রলোভিত হইয়া সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই সৈন্য দুইবার পরাজিত হইল। সৈন্যের পরাজয়ে সম্রাট পরাজিত হইয়া থাকেন। আজবখাঁই সম্রাটকে যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে দ্বিতীয়বার সম্রাট-সৈন্যের পরাজয় হওয়াতে আজবখাঁ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি সম্রাটসমীপে এই পরাজয়-কলঙ্ক-

কালিমা প্রক্ষালনের জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন এ রাণী সামান্য নারী নয়, এ এক অসাধারণ বীরনারী। এই নারী যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পণ্ডিতা। এ নারী রাজনীতিশাস্ত্রে অসীমজ্ঞানসম্পন্না। এ নারী রাজনীতিশাস্ত্রের কঠিন কঠিন অধ্যায়গুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। এ নারী সন্ধি বিগ্রহ যান আসন প্রভৃতি সকল নীতিই উত্তমরূপে জানে, অতএব এই নারী সহজে পরাজিত হইবার পাত্রী নহে। কিন্তু ইহাকে যে কোন প্রকার উপায়ে পরাজিত করিতে না পারিলে সম্রাটের নিকট মুখ দেখাইব কিরূপে, এই ভাবনায় আজবখাঁ অধীর হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, একটী মাত্র সৈন্য জীবিত থাকিতে এ নারী সম্রাটের হস্তে স্বরাজ্য প্রত্যর্পণ করিবে না। সুতরাং ভেদনীতি বা কূটনীতিবলে গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য তিনি আরও একবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই কূটনীতি দ্বারা সফলকাম হইবার জন্য গড়মণ্ডলে গোপনে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করিতে লাগিলেন। এই বীজ, প্রলোভন-বারি-সিঞ্চনে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া

পশ্চাৎ বিশাল মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল। গড়-মণ্ডলে ধনলোভে অনেক গৃহশত্রুর আবির্ভাব হইল। কুলাঙ্গার গৃহশত্রুর দোষেই সোনার ভারত “ছারখার” হইয়া গিয়াছে। যখন প্রচণ্ডপ্রতাপ রাবণের স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরীতেও গৃহশত্রু আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন সামান্য ক্ষুদ্র গড়মণ্ডল রাজ্যে যে গৃহশত্রু জুটিবে ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

রাজ্ঞী দুর্গাবতী স্বরাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতার ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে এইবার ঈদৃক প্রাণময় যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। পূর্ব্বে যে সকল সৈন্য এবং সেনাপতি ধর্ম্মসংগ্রামে যোগ দিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া বিদিত ছিল, কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজ্ঞী পুনরায় ভীষণ সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। জয় হউক বা পরাজয় হউক সে বিষয় লক্ষ্য না করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য সম্পাদনের জন্য সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র কুমার বীরনারায়ণও তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিলেন। রাজ্ঞী দুর্গাবতী সমর-

ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন পূর্ব্বাপেক্ষা এইবার যবন সৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। আজব খাঁ দুই-বার পরাজিত হওয়াতে তৃতীয়বারে রণক্ষেত্রে বিস্তর সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল।

রাজ্ঞী সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত যথাবিধি যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, এ যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা মোটেই নাই। তথাপি তাঁহার হৃদয়ে পলায়নেচ্ছা কখনও উদিত হয় নাই। তিনি অদম্য তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন তাঁহার একমাত্র পুত্র বালক বীরনারায়ণ দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে যবন সৈন্যের অস্ত্রে আহত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতে পতিত হইলেন। রাজ্ঞীর সৈন্যেরা তৎক্ষণাৎ আহত কুমারকে চিকিৎসা-শিবিরে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজ্ঞীর এক সৈন্য তাঁহার নিকটে আসিয়া সম্বাদ দিল, কুমার বীরনারায়ণের মৃত্যুকাল উপস্থিত। এই অন্তিমকালে কুমার বাহা-

দুত্তরের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিলে বড়ই ভাল হয়। কুমার বাহাদুর মাতৃচরণারবিন্দ সন্দর্শন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। রাজ্ঞী জলদগম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,—"না, তাহা কখনই হইবে না। রণস্থল ত্যাগ করিয়া কোন প্রকারেই যাইতে পারিব না। আমি রণক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলে সৈন্যগণ আমাকে দেখিতে না পাইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। তাহারা মনে করিবে আমি পলায়ন করিয়াছি। এ সময়ে রণস্থল ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য। আমার পুত্রকে গিয়া বল যে, সে ভারতবর্ষের প্রকৃত ক্ষত্রিয়জাতির উচিত কার্য্য করিয়াছে। স্বরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার্থে সে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে স্বর্গলাভ হয়। সে প্রকৃত ক্ষত্রিয়কুমার, সমরক্ষেত্রে মৃত্যুরূপ পুণ্যবলে সে অগ্রে স্বর্গে গমন করুক, কিয়ৎক্ষণ পরে আমিও তথায় গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইহা সাক্ষাৎকারের সময় নয়।" রাজ্ঞী যখন পূর্ব্বোক্ত সৈন্যটিকে এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন তখন উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল। এই সময়ে সহসা শত্রুপক্ষে

এক সুতীক্ষ্ণ বাণে রাজ্ঞীর চক্ষু বিদ্ধ হইল। রাজ্ঞী স্বীয় চক্ষু হইতে ঐ বাণ জোরে টানিয়া বাহির করিলেন এবং সিংহীর ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে শত্রুদলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সৈন্য মনে করিল, এইবার আর রক্ষা নাই। সুতরাং রাজ্ঞী শত্রুহস্তে পাছে বন্দী হন, এই ভয়ে তাহারা রাজ্ঞীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। রাজ্ঞী স্বসৈন্যের বেষ্টনাভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং গড়মণ্ডলের দিকে মুখ ফিরাইয়া একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিলেন। অনন্তর তিনি বিস্তীর্ণ সমরক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক একবার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার ঘূর্ণায়মান সুদীর্ঘ সুতীক্ষ্ণ করবাল দ্বারা স্বীয় মস্তক, গ্রীবা হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সৈন্যেরা পরম যত্নে ঐ পবিত্র ছিন্ন মস্তক ও দেহ বহন করিয়া চিকিৎসা-শিবিরে লইয়া গেল। তথা হইতে বীরপ্রসবিনী জননীর ও বীরকুলচূড়ামণি চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক পুত্রের মৃতদেহ, সংস্কারার্থ শ্মশানে নীত হইল। তথায় শাস্ত্রানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। গড়মণ্ডল মোগল

সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল বটে, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যও কালে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। পরন্তু পবিত্র ভারতের বীরনারী রাজ্ঞী দুর্গাবতী ও বীরবালক বীরনারায়ণের সুকীর্ত্তি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সন্নিবদ্ধ হইয়া এই পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে এবং ভারতমাতার অক্ষুণ্ণ গৌরব দুর্দ্দিনে ভারত-সন্তানগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিবে।

## রাণী ভবানী।

... নবাব সিরাজদ্দৌলার ভয়ঙ্কর উৎপীড়নে যে সমগ্র বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ মহাবিপন্ন হইয়াছিল, যখন প্রজার ধর্ম্ম অর্থ মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া দিন যাপন করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে আমাদের বঙ্গদেশের একটী প্রাতঃস্মরণীয়া ব্রাহ্মণ মহিলা, রাজনৈতিক গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া বুঝিয়াছিলেন :—

ইচ্ছাকরে এই দণ্ডে ভীম অসিকরে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে।
পরদুঃখে সদা মম হৃদয় বিদরে,
সহি কি সে মাতৃদুঃখ ॥

পলাসীর যুদ্ধ।

এই রাজনৈতিক গুপ্ত মন্ত্রনাসভায় অনেক রাজা মহারাজা, কুবেরতুল্য বণিক, চাণক্যতুল্য রাজনীতিবিশারদ সমাসীন ছিলেন বটে, কিন্তু মাতৃদুঃখে—জননীরূপিনী জন্মভূমির, অগৌরব-জনিত দুঃখে পুণ্যশ্লোকা রাণী ভবাণীর হৃদয় যেরূপ বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ বীররসোদ্দীপনী মনুষ্যত্বব্যঞ্জিকা জন্মভূমি-ভক্তিবিবর্দ্ধিকা মৃতসঞ্জীবনী বাক্যামৃতধারা বিনিঃসৃত হইয়াছিল সভাসদ পুরুষদিগের মুখ হইতে তাদৃশ সহেসোত্তেজক বাক্য বিনির্গত হয় নাই। মূর্ত্তিমতী রাজনীতিবিদ্যা মহাপ্রভাবা রাণীভবাণী যখন দেখিলেন যে, নিতান্ত দুর্দ্দান্ত সিরাজ ও তাহার পারিষদবর্গের উপদ্রবে সতীর সতীত্ব রক্ষাকরা কঠিন হইয়া উঠিল, মানীর মানরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, ধার্ম্মিকের ধর্ম্মরক্ষা

করা অসাধ্য হইয়া পড়িল, তখন তিনি দেশ মধ্যে শান্তিস্থাপনপ্রয়াসিনী হইয়া দেশরক্ষার জন্য যেরূপ সাহস দেখাইয়া ছিলেন তাহা কবিকল্পনার সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সেই সময়ে ইংরাজেরা এই নিরাজোৎপীড়িত দেশ রক্ষা না করিলে দেশের যে কি ভয়ঙ্কর শোচনীয় পরিণাম ঘটিত তাহা বস্তুতঃই অবর্ণনীয়। দূরদর্শিগণ ভারতের কল্যাণকামী হইয়া এদেশে ইংরাজ দিগকে আহ্বান করিবার জন্য মূর্শিদাবাদস্থ রাজ-নৈতিক গুপ্তমন্ত্রনাসভার যোগ দান করিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সেই সুবিবেচনার সুফল ইদানীং আমরা উপভোগ করিতেছি। ইংরাজেরা হিন্দুদিগের অমূল্য গ্রন্থরাশি রক্ষা করিবার জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটি প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয়, বিদ্যালয়, বিদ্যালয়সম্মৃক্ত পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, লণ্ডন নগরে ইণ্ডিয়া হাউস্নামক সুবৃহৎ অট্টালিকায় ভারতীয় অমূল্য হস্তলিখিত গ্রন্থরাশি মহাযত্নের সহিত রক্ষা করিতে-তেন, প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরত্নের অন্বেষণা গুরুতর ব্যয়ভার গ্রহণপূর্ব্বক পণ্ডিত দিগকে

নিযুক্ত করিয়াছেন, শিলালিপি তাম্রশাসন প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বসংগ্রাহার্থ উৎকট পরিশ্রম ও ব্যয়ভার স্বীকার করিয়াছেন, দেবমন্দিরের ধ্বংসসাধনের পরিবর্ত্তে জীর্ণসংস্কার সম্পাদন করিতেছেন, ভারতীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তি কলাপ রক্ষা করিতেছেন, বৌদ্ধদিগের বারাণসীস্থ সারনাথ তীর্থের ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তর মূর্ত্তি গুলি রক্ষা করিবার জন্য তথায় নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন; ভারতের সভ্যতাসূচক শিল্পকলা চাতুর্য্য দেখাইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন, বৌদ্ধদিগের দ্বিসহস্র পূর্ব্বের দর্পণতুল্য প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি মূর্ত্তিগুলি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিয়া সারনাথের নবনির্ম্মিত গৃহে রক্ষা করিতেছেন। জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে বিশাল ভারত-সম্রাজ্যকে নখদর্পণে পরিণত করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ইহা ইংরাজের খোসামুদে কথা নহে। ইহা সত্যস্পষ্টবাদী অকপট ধর্ম্মভীরু ব্যক্তির উদ্দেশ্যবিবর্জ্জিত আন্তরিক উক্ত কথা। তৎকালে বঙ্গের বা সমগ্র ভারতের জমিদারগণ "যার লাঠি তার মাটী" এই নীতি অনুসরণ করিত। দিল্লীর সম্রাট অকর্ম্মণ্য

হইয়া পড়িয়াদিলেন। সেই জন্যই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা রাণীভবাণী সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ কামনা করিয়াই মুর্শিদাবাদে ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়া ছিলেন।

সমগ্র ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। ইদানীং কোন কোন ব্যক্তি সিরাজকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেও সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে জগতের সর্ব্বসাধারণের দৃঢ় সংস্কার কখনই ঘুচিবে না। দুই এক খানি পুস্তক লিখিলে সিরাজের কলঙ্ক কালিমা কখনই বিধৌত হইতে পারে না। কারণ, যাঁহারা ঐ সকল নূতন পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারাই কিঞ্চিৎ নূতনতত্ব অবগত হইতে পারিবেন, কিন্তু সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে বহুকাল হইতে প্রচলিত প্রবাদ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে যে সংস্কারটি বদ্ধমুল হইয়া গিয়াছে, সে- সংস্কার সহজে ঘুচিবে না।

সিরাজের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্যবহির্ভূত। সিরাজের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাই কিঞ্চিৎ বলা

হইল। লোকে কেবলমাত্র সিরাজেরই নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার মাতামহ আদর্শ নরপতি নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর নিন্দাত কেহই করেনা। কারণ, তিনি যে, প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ সর্ব্বস্বান্ত হইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বঙ্গে বর্গীর উপদ্রব নিবারনার্থ প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রকৃতিরঞ্জক প্রকৃত রাজা দেশে কয়টা জন্মিয়াছে? তাঁহার ঈদৃশ সদ্গুণের পক্ষপাতী হইয়া লোকে অদ্যাবধি তাঁহার প্রসংশাই করিয়া থাকে। আর সিরাজুদ্দৌলার নাম শুনিলেই লোকে একটু শিহরিয়া উঠে কেন? মহারাজ রাজবল্লবের পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস, সিরাজের ভয়ে কলিকাতায় আসিয়া যখন ইংরাজদিগের শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন ইংরাজেরা তাঁহার প্রতি যেরূপ কৃপা সৌজন্য ও আশ্রিত-বাৎসল্য ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে চিরকালই লিখিত থাকিবে। ঐ প্রকার আশ্রিত-বাৎসল্যভাব-প্রদর্শন, সভ্য ভারত ভূমির প্রশংসনীয় আর্য্য-রাজনীতিশাস্ত্রের অনুমোদিত। আর, সভ্যভূমি ভারতমাতার সন্তান সিরাজ, ইংরাজদিগের নিকট হইতে সেই

বিপন্ন কৃষ্ণদাসকে হস্তগত করিবার জন্য যেরূপ নৃসংসকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা কি কোন ভারত সন্তানের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছিল? সিরাজ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, ভারতের একটা প্রদেশের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, সুতরাং ভারতীয় সুনীতিশাস্ত্রানুসারে কার্য্য করাই তাঁহার পক্ষে সমুচিত কার্য্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাঁহার মাতামহ সুযোগ্য প্রজারঞ্জক বুদ্ধিমান নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ যখন মৃত্যুশয্যায় শয়িত, তখন তিনি সিরাজকে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যে সকল মাননীয় ব্যক্তিকে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান করিতে বলিয়াছিলেন, সিরাজ যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে সিরাজের এত দুর্দ্দশা হইত না। সিরাজ, রাণীভবানীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়া ছিলেন তাহা ক্ষমার অযোগ্য। রাণীর সহিষ্ণুতা অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার মত ধর্ম্মশীলা দানশীলা দয়াশীলা সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী অন্য মহিলা কুত্রাপি জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ। বারাণসী প্রভৃতি তীর্থে তাঁহার সৎকার্য্য ও দানের কথা শ্রবণ করিলে দাতাকর্ণকেও বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার রাজত্বের

বার্ষিক আয় দেড় কোটি টাকারও অধিক ছিল।
তিনি নবাব সরকারে ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা
বার্ষিক কর দিতেন। তাঁহার স্বামী রাজা রামকান্ত
রায় নবীন বয়সে পৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের মোহে বিলাসের আবর্ত্তময়ী
নদীতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। পুরাতন বিশ্বস্ত
কর্ম্মঠ ধার্ম্মিক সুযোগ্য দেওয়ান দয়ারাম রায়
মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকেও বিলাস-
স্রোতের মুখ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।
বালিকা পত্নী রাণী ভবানীর বহু সকরুণ প্রার্থনা ও
অবিরত অশ্রুধারাবর্ষণ সত্ত্বেও রাজার যৌবন-মোহ
ঘুচিল না। যৌবনমদোন্মত্ত পারিষদবর্গের কুমন্ত্রণায়
রাজকার্য্যে অমনোযোগিতায় ইন্দ্রিয়ভোগলালসার
পরিতৃপ্ত্যর্থ অজস্র অর্থব্যয়ে এবং ধূর্ত্ত অর্থগৃধ্নু
কর্ত্তব্যজ্ঞানবিহীন কর্ম্মচারীর দোষে রাজকোষ শূন্য
হইয়া পড়িল। নবাব সরকারে প্রদেয় কর মোটেই
প্রদত্ত হইল না। বৎসরের পর বৎসর অতীত
হইতে লাগিল, নবাব সরকারে কিছুই প্রেরিত
হইল না। তখন নবাবের সৈন্য আসিয়া যাহা
কিছু ছিল তাহা লুটপাট করিয়া লইয়া গেল।

রাজা রাজ্যচ্যুত হইলেন। তখন রাজা অনন্যোপায় হইয়া বিপদের একমাত্র সঙ্গিনী বুদ্ধিমতী রাণীর সুপরামর্শে রাণী ও সুযোগ্য দেওয়ান দয়ারাম রায় মহাশয়ের সহিত মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া ধন-কুবের জগৎশেঠের আশ্রয় লইলেন। রাণী, স্বীয় শরীর হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বিক্রয়ার্থ দেওয়ান মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। দেওয়ান মহাশয় ঐ বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিলেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংগ্রহ করিয়া বুদ্ধিমান দেওয়ান মহাশয় নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী-দিগকে উপঢৌকন দানে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন এবং কার্য্যসিদ্ধির পথ অকণ্টক সুপ্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক করিয়া ফেলিলেন। রাণীর বুদ্ধিপ্রতিভা-গুণে শত্রুপক্ষ বশীভূত হইল। রাণী, স্বামীকে নাটোরের রাজসিংহাসনে পুনরায় অধিরূঢ় করিবার জন্য প্রভুতক্ষমতাসূচক নুতন "সনদ" সংগ্রহ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধিমতী সুশিক্ষিতা রাণী মহোদয়া জগৎশেঠের নিকটে বিদায় লইয়া স্বামী এবং দেও-য়ান দয়ারাম রায় মহাশয়ের সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে নাটোর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নাটোরের প্রজা-

বৃন্দ রাণীকে স্বরাজ্যে নিরাপদে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল। রাণী স্বীয় বুদ্ধিপ্রতিভা-বলে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কিন্তু রাণীর দুরদৃষ্ট বশতঃ রাজার অকাল মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার দুইটি পুত্র তাঁহাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া শৈশবেই পরলোকে গমন করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়তমা অসামান্যরূপবতী কন্যা তারাসুন্দরী দেবী অল্প বয়সেই বিধবা হইলেন। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ এই সকল অসহ্য সংসারিক ক্লেশ ভোগ করিয়াও ধৈর্য্যশালিনী রাণী ভবানী পরমেশ্বরচরণে আত্মসমর্পনপূর্ব্বক সুবিশাল রাজত্বের সুশৃংখলাবিধানে অণুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। ধন্য ধন্য সেই প্রাতঃস্মরণীয়া সুশিক্ষিতা বঙ্গীয়ব্রাহ্মণমহিলা! যাঁহার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কর্ত্তব্যে দূরদর্শিতা, সুবিচারে সুশৃংখলতা, প্রজা-রঞ্জনে নিপুণতা, বিপদে সহিষ্ণুতা এবং সম্পদে অপ্রমত্ততা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, সেই বঙ্গমহিলাকুলললামভূতা রাণী ভবানীর গুণগ্রাম-বর্ণনে আমরা বস্তুতঃই অসমর্থ। যে সময়ে তিনি

স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে তাঁহার চিত্ত নানাবিধ অপরিহার্য্য সাংসরিক প্রবল শোকভারে আক্রান্ত হইয়াছিল। ঈদৃশ সময়ে একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে অতবড় রাজ্য শাসন করা যে কি কঠিন ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। নিজের মনঃকষ্ট সত্ত্বেও প্রজাবৃন্দের মনে যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয়, প্রজারা যাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকে তদ্বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদাই মনোযোগ থাকিত। সেসময়ে একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। সে সময়ে রাজনৈতিক আকাশ, বিপত্তিঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন। দিল্লীর প্রতাপসূর্য্য, অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছিল। ভারতের চতুর্দ্দিকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ অবসর বুঝিয়া দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইতে লাগিলেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন। ঈদৃশ সময়ে একটি বাঙ্গালী বিধবা নারীর পক্ষে তাদৃশ সুবিশাল রাজ্য শাসন করা যে কীদৃক্ দুরূহ ব্যাপার তাহা কে না বুঝিতে পারে? তিনি

বিচক্ষণতার সহিত রাজ্য শাসনের সুবিধা করিয়া দিয়া সুযোগ্য দেওয়ান দয়ারাম রায় মহাশয় এবং দত্তক পুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণের হস্তে রাজ্যশাসনভার সমর্পণ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের ভজনসাধনার্থ বারাণসী ধামে গমন করিয়াছিলেন। সাধকপ্রবর মহারাজ রামকৃষ্ণ ইষ্ট দেবতার ধ্যান ধারণা জপ হোম [illegible] সদাই রত থাকিতেন। সুতরাং ধার্ম্মিক [illegible] দেওয়ান দয়ারাম রায় মহাশয়কেই রাণী [illegible] বিষয় কর্ত্তা করিয়া গেলেন। রাণী বারাণসী [illegible] গমন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে কোন একটি নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে একটি বৃহৎ অট্টালিকা প্রদান করিতেন। সুতরাং কাশীধামের প্রায় সমস্ত বাটীই রাণী ভবানী-কর্ত্তৃক প্রদত্ত। কাশীর দণ্ডিভোজন ছত্র, মথুরাছত্র, বাঙ্গালীটোলার গোপালমন্দির, তারামন্দির, দুর্গা-বাড়ী ও তৎ সম্পৃক্ত দুর্গাকুণ্ডনামক বৃহৎ তড়াগ, অন্নপূর্ণা মন্দির, বিশ্বেশ্বর মন্দির সংলগ্ন বৃহৎ শিবালয়, পঞ্চক্রোশীর সুপ্রশস্ত পথ, এবং পঞ্চ ক্রোশীর পথে স্থিত শত শত ধর্ম্মশালা ও বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ এবং তৎসংলগ্ন একটি একটি সুরম্য দেবালয়, নির্ম্মাণ

করাইয়া ছিলেন। বেশি কথা কি, কাশীতে এমন বাড়ীই নাই যাহা রাণী ভবানীর দত্ত নহে, পৃথিবীতে এমন হিন্দু তীর্থই নাই যেখানে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিবিধানার্থ প্রতিবৎসর লক্ষ টাকা দান করিতেন। তিনি যে কত অনাথাশ্রম নির্ম্মাণইয়াছেন ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা [illegible] থাকে গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। তাঁহার [illegible] সুশিক্ষিতা [illegible]রিণামদর্শিনী বুদ্ধিমতী [illegible] রাজ্য তেজস্বিনী স্বদেশহিতৈষিণী [illegible] তাঁহা [illegible] পৃথিবীতে কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান সন্ধ্যা পূজাদি সমাপ্ত করিয়া শ্রীমদ্ভগদ্গীতা শ্রীমদ্ভাগবত ও যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ পাঠ করিতেন এবং অন্যান্য নারীদিগকে এই সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। স্বরাজ্যে নাটোরে অবস্থিতিকালেও প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান সমাপ্ত করিয়া রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য অবলোকন করিয়া রাজনীতিবিশারদ দেওয়ান দয়ারাম রায় মহাশয়ও

বিস্মিত হইয়া যাইতেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে প্রাতঃস্মরণীয়া দেবী রাণী ভবানী মহোদয়া সজ্ঞানে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গভূমির মহাসৌভাগ্য ও পুণ্যবশতঃ ঈদৃশী মহীয়সী মহিলা বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈদৃশী ধার্ম্মিক মহিলা যে দেশে যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন; সে দেশ এবং সে যুগও পবিত্র হইয়া যায়।

## রাণী অহল্যা বাই।

পুণ্যশ্লোকা রাণী অহল্যাবাই, সুপ্রসিদ্ধ ইন্দোরাধিপতি মলহর রাও হোলকারের পুত্র কুণ্ডজী রাও মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইঁহার মালীরাও নামে একপুত্র এবং মুক্তাবাই নাম্নী এক কন্যা ছিল। রাণী অহল্যাবাই অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মলহর রাও হোলকারের মৃত্যুর পর মালীরাও মালবের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু নয় মাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর

পর তাঁহার মাতা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা-বাই সুদিনে শুভক্ষণে রাজসিংহাসনে অধিরোহন করিয়াছিলেন। তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সদর্পে সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়াতে রাজ্যের কতিপয় প্রধান সর্দ্দার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারী সম্মিলিত হইয়া তাঁহার উচ্ছেদার্থ গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই ষড়যন্ত্রবার্ত্তা ক্রমে রাণী অহল্যাবাইর কর্ণগোচর হইল। বীরনারী নির্ভীকা তেজস্বিনী রাজনীতি-শাস্ত্রসুপণ্ডিতা রাণী ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অকুতোভয়ে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শত্রুবর্গ অবশেষে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। ভারতের বীর মহিলা রাজ্ঞী অহল্যা বাই ইহাতে ভীত না হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। রাজ্যমধ্যে "সাজ্ সাজ্" রবে চতুর্দ্দিক মুখরিত ও প্রোৎসাহিত হইয়া উঠিল। রাজ্যের অধিক সংখ্যক প্রজাই রাজ্ঞীর জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। রাজ্ঞী এই যুদ্ধে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া সেনা পরিচালনের ভার গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শত্রুপক্ষ,

রাজ্যের অধিকাংশ প্রজাবর্গের ঈদৃশী উত্তেজনা ও এবম্বিধ অচিন্তিত ব্যাপার অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এবং সৌভাগ্যবশতঃ বিনা রক্তপাতেই, সমস্ত গোল যোগ মিটিয়া গেল। রাজনীতি-সুপণ্ডিতা রাজ্ঞী অহল্যাবাই রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিঘ্নে রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহ দয়া ও সুশাসন গুণে প্রজাবর্গ অত্যধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতির কর্ম্মভার গ্রহণ করিলেন। রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতের অন্যান্য স্বাধীন-নরপতিগের রাজধানীতে ইনি স্বকীয় স্থায়ী দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার অসামান্য দয়া, দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণাবলী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইনি অসাধারণ বিদুষী ছিলেন। ইনি রাজ্য কর্ম্ম হইতে যখন অবসর পাইতেন, তখন শ্রীমদ্ভবদ্গীতা ও যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি, মোক্ষধর্ম্মশাস্ত্রসকল পাঠ করিতেন। এবং প্রাসাদস্থ অন্যান্য নারী

দিগকে ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া দিতেন। যদি কোন নারীর মনে কোনরূপ সন্দেহ উদিত হইত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ শাস্ত্রীয় সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতেন। এইরূপে পূজানুষ্ঠান সময়ে তিনি প্রাসাদস্থিত নারীদিগের শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন। বাটীর কর্ত্রী যদি সুশিক্ষিতা হয়েন এবং বাটীস্থ অন্যান্য নারীদিগকে তিনি যদি এইরূপে শিক্ষা দিতে যত্নবতী হয়েন, তাহা হইলে বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে অন্যের নিকটে শিক্ষালাভ করিতে হয় না। অন্যের নিকটে অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষা লাভ করিবার জন্য কোন প্রয়োজনই হয় না। গৃহ কৃত্য সম্পাদনের জন্য গৃহে বহুসংখ্যক দাস দাসী সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রীর এবং তাঁহার কন্যা যাতৃ ননন্দ সুষাপ্রভৃতির যথেষ্ট সময় সত্ত্বেও যদি ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র শিক্ষার্থ মনোযোগ না হয়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, দেশমধ্যে আর্য্য নারীজাতির ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী স্বর্গীয়া মহাবিদুষী মহারাণী মাতাজী মহোদয়ার নিকটে শুনিয়াছি যে, দাক্ষি-

গাত্যে অদ্যাপি গৃহকর্ত্রীরা গৃহকার্য সময়েও অর্থাৎ কুটনো কুটিতে কুটিতে বা বাটনা বাটিতে বাটিতে গৃহস্থিত নারীদিগকে বা গৃহাগত প্রতি-বেশিনীদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিক্ষালাভার্থ নারীদিগকে বিদ্যালয়ে যাইতে হয় না। অনেকেরই পূর্ব্বোক্তরূপে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। নারীদিগের শিক্ষালাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। নারীর নিকটে নারীর শিক্ষা-প্রাপ্তি সমীচীন পদ্ধতি। গৃহকর্ত্রী যদি অশিক্ষিতা হয়েন, তাহা হইলে পতি পুত্র বা ভ্রাতার নিকটে প্রথমতঃ তাঁহার শিক্ষালাভ করা উচিত। তিনি নিজে এইরূপে শিক্ষালাভ করিলে গৃহের বা পল্লীর অন্যান্য নারীরা তাঁহার নিকটে অনায়াসেই শিক্ষা-লাভ করিতে পারেন। প্রাচীনকালের ন্যায় ইদানীং দেশের নারীরা ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা হইলে সামান্য সামান্য কারণে গৃহে যে সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদ ও অশান্তি ঘটিয়া থাকে, তাহা অচিরে বিলুপ্ত হইতে পারে এবং প্রত্যেক গৃহই পূর্ব্ব-কালের ন্যায় ঋষির শান্তিপূর্ণ আশ্রমে পরিণত হইতে পারে। রাণী অহল্যাবাই আয়াস-সাধ্য রাজকার্য্যে

ব্যাপৃত থাকিয়াও প্রাসাদস্থ নারীদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতে যখন অবসর পাইতেন, তখন আধুনিক গৃহকর্ত্রীরা দাসদাসী সত্ত্বেও সামান্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কি কিঞ্চিৎ অবকাশ লাভ করিতে পারেন না? নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতে পারেন, এবং সেই অবকাশে পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে শিক্ষা দিতেও পারেন। রাণী অহল্যা বাই বৈধব্যাবস্থায় প্রতিপাল্য ব্রহ্মচর্য্যাদি মহাব্রতে সদা দীক্ষিত থাকিতেন। ইনি বহু লোকহিতকর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নিজ ব্যয় নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা মাত্র নির্দিষ্ট ছিল। অবশিষ্ট আয়ে রাজকার্য্য-ব্যয় সম্পাদিত হইত। রাজকার্য্য-ব্যয় সম্পাদিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা কোষাগারে রক্ষিত হইত। ইঁহার সিংহাসনে অধিরোহন সময়ে রাজকোষে দুই কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। দেবালয় ধর্ম্মশালা গঙ্গার ঘাট রাজপথ নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য সদনুষ্ঠানার্থ তিনি এই দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইনি কাশীধামে ৺বিশ্বেশ্বর মন্দির, মণিকর্ণিকা ঘাট, অহল্যা বাই ঘাট, অহল্যাবাই-ব্রহ্মপুরী ও ছত্র এবং ধর্ম্ম-

শালা প্রভৃতি অনেক উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইনি প্রভূত ব্যয়ে বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত সুদৃঢ় পথ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। ইঁহারই ব্যয়ে ৺গয়াধামের ৺বিষ্ণুপাদ-পদ্মমন্দির ও নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এমন হিন্দুতীর্থই নাই যেখানে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাইয়ের কীর্ত্তির পরিচয় নাই।